

পি এন বি’র প্রতিষ্ঠা দিবসে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি।। **আগরতলা, ১২ এপ্রিল :** ব রক্তদানসহ নানা কর্মসূচিতে বুধবার ১২৯তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করল পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক (পি এন বি)। আগরতলা প্রেসক্লাবে হয় এদিন রক্তদান শিবির। এতে ব্যাংকের বিভিন্ন স্তরের কর্মীরা এবং শুভানুধ্যায়ীরা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। রক্তদাতাদের উৎসাহ দিতে শিবিরে উপস্থিত ছিলেন অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। এছাড়া নাবার্ডের জি এম, আর বি আই’র জি এম এবং পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের নানাস্তরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

ছিন্ন সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করুন

আগ্রহী ছিলেন না ত্রিপুরা সম্পর্কে তার দুর্বলতা ছিল। ত্রিপুরার কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানার চেষ্টা করতেন। পড়াশোনার প্রতি ছিল অসীম আগ্রহ। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেই আগ্রহ লক্ষ্য করা গেছে। সুনীত চোপড়ার জীবন থেকে শিক্ষা নেওয়ার মধ্যে দিয়ে সংগঠনের বৃহৎক বৃহত্তর করার আহ্বান জানিয়েছেন সভার সভাপতি রাধা বল্লভ দেবনাথ।

স্বরণসভার শুরুতেই শোক প্রস্তাব

SHORT PRESS NOTICE INVITING e-TENDER
No : 01/EE/LTV/ PWD/M23-24 Dated. 05/04/2023
The Executive Engineer PWD (R&B) LTV Division, Manu, Dhulai, Tripura invites on behalf of the ‘Governor of Tripura’ percentage rate e-tender for the following work :-
1. DNI e-T No : 141/CE/PWD(R&B)/SE(P&DU)/2022-23
E/C :- ₹ 1,67,09,460.00
E/M :- ₹ 3,34,189.00
Time/Period : 365(three hundred & sixty five) days
Bid Fee :- ₹ 8000.00
Last date & time for online Bidding :- 29/04/2023 upto 3.00 P.M.
Note :- The Bid Forms & other details in/c. online activities shall be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in
(For & on behalf of the Governor of Tripura)
<div><div><div><div><div><div></div><div>Sd/- (Er. P. Debbarma)</div></div></div><div><div><div></div><div>Executive Engineer,</div></div><div><div></div><div>L.T. Valley Division, PWD (R&B)</div></div></div><div><div><div></div><div>Manu Dhulai, Tripura</div></div></div></div></div></div>
ICAC/121/23

NOTIFICATION

File No.33-2/TW/TRESP/2023-24/370 Dated. 6 April, 2023
Applications are invited from bonafide Indian nationals for engagement of 01 (one) no. Human Resource Specialist on contractual basis for the period of 03 Years (subject) to renewal every year based on performance and need) in Society for TRESP under Tribal Welfare Department, Govt. of Tripura in connection with Externally aided Project to be funded by World Bank namely "Tripura Rural Economic Growth and Service Delivery Project (TRESP)"
Application in prescribed format should be submitted addressing to : The Project Director (PD), Society for TRESP, under Tribal Welfare Department, Government of Tripura, P. N. Complex, Gurkhabasti, Agartala, Tripura West, P.O. Kunjaban, PIN-7199006 (hardcopy) or through E-mail: tresp.tripura@gmail.com (in a single PDF file).
Last date of submission of application is 27 April, 2023. Application received after due date will not be entertained.
The details including Job descriptions, terms and conditions, and application format may be seen and downloaded from the website https://twd.tripura.gov.in
<div><div><div><div><div><div></div><div>ICAD/51/23</div></div></div><div><div><div></div><div>Sd/- (L.T. Darlong, IAS)</div></div><div><div></div><div>PD, Society for TRESP</div></div></div><div><div><div></div><div>Secretary &Director</div></div><div><div></div><div>Tribal Welfare</div></div></div></div></div></div>

On behalf of the Governor of Tripura, Quotation in the Officer-In-Charge. PRTI, Kumarghat invites sealed quotation in prescribed format from resourceful Agency for Construction of PIB for Displaying Different programme in the premises of PRTI. Kumarghat, Unakoti District.				
Sl. No.	Particulars	Time of Completion	Last Date of Submission of Quotation	Time and Date of Opening of Quotation
1.	Construction of PIB for Displaying Different programme in the permises of PRTI, Kumarghat, Unakoti District	7 Days	18/04/2023 upto 3.00 PM.	3.30 PM. on 18/04/2023
The interested bidders may collected quotation form terms & condition etc. from office of the Officer-In-Charge Panchayat Raj Training Institute, Kumarghat, Unakoti District on any working day up to 3.00 PM. on 17/04/2023 during office hours.				
The interested bidders are requested to submit their quotation documents as per prescribed format by indicating the price in words & figure along with necessary documents and the same will be received through Courier Speed Post or by hand upto 3.00 PM. till 18/04/2023. The same will be opened on the same day at 3.30 PM. (if possible) in presence of interested bidders or their authorized representative.				
<div><div><div><div><div><div></div><div>Sd/-</div></div></div><div><div><div></div><div>Officer-In-Charge</div></div><div><div></div><div>Panchayat Raj Training Institute</div></div></div><div><div><div></div><div>Kumarghat, Unakoti Tripura</div></div></div></div></div></div>				

PRESS NOTICE INVITING TENDER No : 01/AGRI/EE(WEST)/2023-24 Tripura PWD Form- 6						
The Executive Engineer (West), Department of Agriculture & Farmers Welfare, Agartala, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura' invites online percentage/item rate e-tender in single/two bid system from the eligible Central & State public sector undertaking/enterprise and eligible Contractors /Firms/Private Ltd. Firm/Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway /Govt./ Organization of other State & Central for the following work :-						
Sl. No.	NAME OF THE WORK & DNIT No.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID
1.	Construction of VLW Store at Bishalgarh under Bishalgarh Agri Sub- Division, Sepahijala District. (RIDF scheme). (4 th Call) DNIT No.-24/EE/AGRI/WEST/2022-23	Rs. 13,47,064.00/-	Rs. 26,941.00/-	180 Days	Up to 04.00 P.M. on 02/05/2023	At 11.00 A.M. on 03/05/2023
2.	Development of infrastructure at Abhicharan Market under Mohanpur Agri Sub-Division/S.H.: Construction of 02 (two) storied (G.F. for shed and F.F. for stall)-2 (two) unit at Abhicharan Market under Mohanpur Agri. Sub-Division, West Tripura District. (2 nd Call) DNIT No.-35/CE/EE/AGRI/WEST/2022-23	Rs. 2,01,03,226.00/-	Rs. 4,02,065.00/-	365 Days		
3.	Construction of Farmer's Knowledge Centre at Bridaynagar under Jirania Agri Sub-Division, (4 th Call) DNIT No.-13 SE/AGRI/EE/WEST/2022-23.	Rs. 39,85,466.00/-	Rs. 79,709.00/-	180 Days		
Interested bidders can view the tender documents in the e-portal www.tripura.tenders.gov.in and in the O/o Executive Engineer (West), Department of Agriculture & Farmers Welfare, Agartala,						
FOR AND ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA						
Sd/- (Er. Nikhil Roy) Executive Engineer,(West) Department of Agriculture & FW Tripura, Agartala.						
ICA-C-128-23						

আইনজীবীর উপর আক্রমণের প্রতিবাদ

আগরতলা, ১২ এপ্রিল : আইনজীবী জ্যোতিষ্ময় দাসের উপর দুর্বৃত্তদের হামলা ও নিগ্রহের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ জানিয়েছে লইয়ার্স ফর ডেমেট্রোসী। উল্লেখ্য, এন সি সি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন আইনজীবী জ্যোতিষ্ময় দাস।

অভিযোগে বলা হয়েছে ৪ বড়জলা বিধানসভা কেন্দ্রের ৩৭ নং বৃথের বিরোধী দলের নির্বাচনী এজেন্টের এফ আই আর থানায় জমা দিয়ে আসার পথে গোর্খাবন্ডি এলাকায় এফল দূর্বৃত্ত আইনজীবীকে নিগ্রহ করে। এফ আই আর -এ দুর্বৃত্তদের নানামাধ উপেক্ষ করা হয়েছে। ঘটনার সময় আইনজীবীর পেশাগত পোশাক পরিহিত অবস্থায় ছিলেন আক্রান্ত আইনজীবী। লইয়ার্স ফর ডেমেট্রোসীরা তরফে মনিষ ভট্টাচার্য আইনজীবীদের পেশাগত নিরাপত্তা বিপন্ন বলে অভিযোগ করেছেন। বরিত্ত আইনজীবী পূর্ববোম্ভ রায়বর্মা আইনজীবীর উপর হামলায় যুক্ত দৃদ্ধতকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থার দাবি জানিয়েছেন রাজা সরকারের কাছে। তিনি আইনজীবীদের দলমত নির্বিশেষে প্রতিবাদে সোচ্চার হবার আহ্বান জানিয়েছেন।

বণিকের দোকান বন্ধ করে দেয় দুর্বৃত্তরা। হুমকি দিয়ে আসে তাদের অনুমতি ছাড়া দোকান খোলা যাবে না। বিজেগির ছাত্রপন্থ বর্তমানে বিজয় বণিক বাড়ি ছাড়া।

সিপিআইএম পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা কমিটি আক্রমণগুলির তীব্র নিন্দা করে আক্রমণকারী দুর্বৃত্তদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছে। জেলা কমিটি বলেছে, জিরানীয়া মহকুমায় আক্রমণের ঘটনাগুলি নিয়ে পশ্চিম জেলা পুলিশ সুপারের নিকট ডেপুটেশনের সময় পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে আশ্বাস দেয়া হয়েছিল শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা করবে তারা। গত ২৪ ঘণ্টায় ঘটে যাওয়া উক্ত ঘটনাগুলি পুলিশ প্রশাসনকে দেয়া প্রতিশ্রুতিকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে।

যুবকের লাশ

● *প্রথম পাতার পর*

দীপঙ্কর ঘোষ গত ৬ এপ্রিল রাতে বাড়ি থেকে দশ মিনিটের কথা বলে বেরিয়ে আর ফেরেননি। ঘটনা থানায় জানানো হয়েছে। সি সি টিভি ফুটেজ দেওয়া হয়েছে। তারপরও পুলিশ হাত পা গুটিয়ে বসে থাকে। অভিযোগ পুলিশ সময়মতো সক্রিয় ভূমিকা নিলে দীপঙ্করকে জীবিত উদ্ধার করা যেত।

পুলিশের আক্রমণভায়া ছয়দিন পর দীপঙ্করের লাশ উদ্ধার হয়। ঘটনায় এলাকাবাসী পুলিশের উপর প্রচণ্ড ক্ষুদ্ধ।

হবে না এমন আশ্বাস দিলে চলবে না। গোটা এলাকায় সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করে বাড়িঘরে বিভিন্ন সময়ে আক্রমণ করছে পরিচিত দুর্বৃত্তরা। এলাকায় সন্ত্রাস বন্ধ করতে হবে। মণ্ডল সভাপতিসহ শাসকদলের নেতারা চাপে পড়ে আশ্বাস দেন চানারী এলাকায় সন্ত্রাস আর হবে না। এরপর বিশ্বজিৎ লোধের পরিবার ধরপা তুলে নেয়।

বৃথবার বিকালে বিশ্বজিৎ লোধের বাড়ি ও দোকানে যান জীতেন্দ্র চৌধুরী, সুদীপ সরকার। সফরকারী দল অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন সি পি আই (এম) পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা কমিটির সম্পাদক সন্দীপ দাস, রাজা কমিটির সদস্য কৃষ্ণা রক্ষিত, শংকর প্রসাদ দত্ত, সদর মহকুমা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য মনোজিৎ ঘোষ, বিশ্বজিৎ দেব, গৌতম চক্রবর্তী, উত্তর আগরতলা অঞ্চল কমিটির সম্পাদক লিটন দাস। এদিন তারা সাংবাদিক রঞ্জন দাসের বাড়িতেও যান। গত কয়েকদিন আগে তার মা মারা যান। তাদের বাড়িতেও আক্রমণ চালায় দুর্বৃত্তরা।

এদিকে, বৃথবার বিকালে মোহনপুরের ছেচুরিয়ায় সিপিআই(এম) অঞ্চল কমিটির সম্পাদক শংকর বর্মাের ভট্টাচার্য ও অঞ্চল কমিটির সদস্য অনিল দাসের বাড়ি ভাঙুর করে বিজেপি দুর্বৃত্তরা।

আগরতলায় শহর দক্ষিণাঞ্চলের চারিপাড়া বাসস্ট্যান্ডে দুপুর বারোট। সিপিআই(এম) কর্মী বিজয়

সন্ত্রাস বন্ধের আশ্বাস শাসক দলের

● *প্রথম পাতার পর*

৬ নং ওয়ার্ডের কর্পোরেটর এবং শাসক দলের বৃথ সভাপতির বাড়িতে গিয়ে তাদের জানিয়ে আসেন আমরা রাস্তায় ধরপায় বসতে যাছি। যারা গত রাতে আক্রমণ চালিয়েছে আমাদের বাড়িতে, তাদের বলুন ধরপা হচ্ছে এসে আমাদের মেরে ফেলো।

তিনি জানান, এই কথা বলে পরিবার নিয়ে ধরনায় বসেন। ৩৮ ডিগ্রি তাপমাত্রায় প্রখর রোদ মাথায় নিয়ে ঠায় বসেছিলেন। তাদের এই আন্দোলন দলমত নির্বিশেষে এলাকার মানুষের সহানুভূতি আদায় করে। এলাকাবাসী এগিয়ে এসে আন্দোলন প্রত্যাহার করে ঘরে কিরে যাওয়ার অনুরোধ করেন। তারপরও বিশ্বজিৎ লোধের পরিবার ধরপা চলিয়ে যান। সকাল সাড়ে দশটার দিকে শাসক দলের বড়জলা মণ্ডল সভাপতিসহ অন্যান্যরা ছুটে যান ধরপা হলো। অনুরোধ জানান ধরপা তুলে নিতে। বিশ্বজিৎ লোধ মণ্ডল সভাপতিকে বলেন, দুখ এটাই যে যারা আমাদের দোকান ও বাড়ি ভাঙুর করেছে তাদের নিয়ে এসে আপনি বলছেন ধরনা তুলে নিতে। মণ্ডল সভাপতি তখন বিশ্বজিৎ লোধকে কথা দেন আর তাদের বাড়িতে আক্রমণ হবে না। বিশ্বজিৎ লোধ ও তার পরিবারের লোকজন মূল সভাপতিতে জানান, আমরা সি পি আই (এম) করি, করব। আক্রমণের ঘটনায় আমরা বিচলিত নই। শুধু আমাদের বাড়িতে আক্রমণ

দহন জ্বালায় জ্বলছে রাজ্য

● *প্রথম পাতার পর*

মনুষ্টকে। এই গরমে সর্দি গর্মির সম্ভাবনা বেশি।

২০১৮ সালে রাজ্যে বিজেপি জোট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার কিছু দিন পর থেকেই নানা কায়দায় শুরু হয় বিদ্যুৎ বিপর্যয়। আকাশে মেঘ করলেই মানুষের বাসে বিদ্যুৎ চলে যাবে। ২০২৩ সালে দ্বিতীয় জোট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর মেঘের সাথে যুক্ত সন্ধী হয়ে রইলো। এদিন আকাশে সন্ধী মেঘ ছিলনা। কিন্তু সকাল গড়িয়ে দিনের তাপমাত্রা বাড়তেই জিরানীয়া, বিলোনীয়া, শিশালগড়, শহর দক্ষিণের বাধারঘাটসহ বিভিন্ন এলাকায় দেখা দেয় বিদ্যুৎ বিপর্যয়। একদিকে তীব্র গরম, অন্যদিকে বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ। তার উপর জল স্কট। সবমিলিয়ে দারুণ ছাত্রছাত্রীর সম্মুখীন হন জনগণ। ১৯১২ নাস্বারে কল করলেই ভোক্তাদের জানানো হয়, আপনার এলাকায় লাইন বন্ধ করে কাজ চলছে। কখনা লাইন ফের চাও হবে বলা যাবে না। অথচ কোন এলাকায় লাইন বন্ধ করে কাজ করা হলে তা আগাম জানিয়ে দয়ার রেওয়াজ ছিল। এদিন ১৯১২ নাস্বারের বক্তব্য অনুযায়ী ভোক্তাদের মনে প্রশ্ন উঠেছে দ্বিতীয় জোট সরকারের জমানায় কি লাইন বন্ধ করে কাজ করা হলে আগাম জানিয়ে দয়ার রেওয়াজ উঠিয়ে নিয়েছে

নিগম? দিনাকরে সন্ধ্যার পরও অসহ্য এলাকায় জ্বলেনি বিদ্যুতের আলো। বিদ্যুৎ না থাকায় জনগণকে পোহাতে হয়েছে তীব্র জল কষ্টও। এদিকে ‘সবকিছু থাকেও কিছুই নেই’, বিলোনীয়া মহকুমা ফাণ্ট রোষায়েল রায়পাতালে। বিদ্যুৎ যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ রোগী থেকে পরিজন, চিকিৎসক থেকে নার্স স্বাস্থ্যকর্মী সকলে। বিলোনীয়া হাসপাতালে বিদ্যুৎ কখন আসে কখন যায় কেউই জানে না। মোবাইলের ফ্ল্যাশ লাইট জ্বালিয়ে হাসপাতালের চিকিৎসক ফোন নিয়ে মোবাইল থেকে লাইট জ্বালিয়ে অতি কষ্টে দ্রুত ডাক্তার বাবু রোগীকে ধোঁয়া দেওয়ার জন্য লিখে দেন। রোগীর পরিস্থিতি ছোটোছুটি করে দোকান থেকে ওষুধ ক্রয় করে হাসপাতালের চিকিৎসক নার্সের হাতে দিতেই ডাক্তারবাবু এবং নার্সরা একযোগে বলে উঠেন একটু অপেক্ষা করতে হবে। কারেন্ট নেই। কারেন্ট এলেই ধোঁয়া দিয়ে বো। রোগীর পরিজনরাই জানাৎসম্ভা।

এদিকে কারেন্ট কখন আসবে জানতে চাইলে ডাক্তার বাবু ওয়ার্ড ছেড়ে বেরিয়ে যান। আর নার্স রোগীর বিছার ঘরপাশ থেকে অনাট্র চলে যান। স্যালাইন কাণ্যানে এক রোগী বলেন, বিলোনীয়া হাসপাতাল এখন আর আগের হাসপাতালে নাই। সব পাশ্টে গেছে। তিন দিন হাসপাতালে শুয়ে

ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর জীবনাবসান : গভীর শোক

● *প্রথম পাতার পর*

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে অনন্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি ১৯৭৭ সালে স্বাধীনতা পুরস্কার লাভ করেন। এছাড়াও তিনি ফিলিপাইন থেকে রায়ান ম্যাগসাসাইয়া (১৯৮৫) এবং সুইডেন থেকে বিল্লেম নোবেল হিসাবে পরিচিত রাইট লাভল্যান্ড (১৯৯২), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাকলি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ‘ইন্টারন্যাশনাল হেলথ হিরো’ (২০০২) এবং মানবতার সেবার জন্য ডাকাতা থেকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি পেয়েছেন। ২০২১ সালে আহমদ শরীফ স্মারক পুরস্কার পান। তিনি ‘গরিরে ডাক্তার’ অভিযান ভূষিত হন।

তিনি স্বাধীন এক দেশপ্রেমিক ছিলেন। তিনি সত্য বলেছেন নির্ভয়ে, নির্দািয়ার, নিঃসংকোচে। দেশের জন্য, সমাজের জন্য, মানুষের জন্য যারা ভালো মনে করেন তা বলে গেছেন ডাক্তার-বাঁয়ে না তাকিয়ে। তিনি বীর মুক্তিযোদ্ধা, তিনি চিকিৎসক, তিনি সমাজচিন্তক ও সংস্কারক। সত্যতা, নির্ভেদ, সাদামাটা জীবন ও সাহসিকতায় ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী ছিলেন অনন্য। গরিব, অসহায় ও দুঃস্থদের পরম আত্মার আত্মীয়। পিতৃসুলভ ভালোবাসায় গণমন্ডলে সেবা করে গেছেন মুতা অবধি। এই অর্থেই তিনি ক্ষণজন্মা, একজন স্বপ্নবাজ সন্ধ্যামুখ।

৮১ বছরের জীবনে ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন পর্বতচূড়ায়। মহান মৃত্যুযুদ্ধের কিংবদন্তি যোদ্ধা ছিলেন, রাজপনে ফিল্ড হাসপাতাল তৈরি করে প্রাণ বাঁচিয়েছেন অসংখ্য আহত মুক্তিযোদ্ধার। তাঁর প্রচেষ্টায় চিকিৎসাসেবা হতপরিত্র মানুষের হাতেও নাগালে ছিল। সক্রিয় রাজনীতিতেও যুক্ত ছিলেন তিনি। তবে রাজনীতির মোহ তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নে অসামান্য অবদান রেখেছেন ডা. জাফরুল্লাহ। প্রশিক্ষকের মাধ্যমে নারীদের করেছেন প্রাথমিক

স্বাস্থ্যকর্মী। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে প্রথম উদ্যোগও নিয়েছিলেন তিনি। সরকার ও রাষ্ট্র, ব্যক্তি কিংবা গোষ্ঠীর অনিয়ম-নুনীতির বিরুদ্ধেও সোচ্চার ছিলেন তিনি।

বাংলাদেশের প্রতিট ন্যায় দাবির সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছিলেন ডা. জাফরুল্লাহ। কোটা বিরোধী ও নিরাপদ সড়কের দাবিতে ছাত্র আন্দোলনে শরিক ছিলেন। ক্ষমতার রক্তক্ষুদ্কে উপেক্ষা করে রাজপথে নেমেছেন বারবার।

গ্রোবাল প্যারামেডিক কনসেপ্ট ও ট্রেইন্ড প্যারামেডিক দিয়ে মিনি ল্যাপারোটমির মাধ্যমে লাইশেশন সার্জারির উদ্ভাবক ডা. জাফরুল্লাহ। এ সস্ত্রান্ত তাঁর পেপারটি বিশ্ববিখ্যাত মেডিক্যাল জার্নাল ল্যানসেটে মূল আর্টিকেল হিসাবে ছাপা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের মূল পেডিয়াট্রিকস ট্রেন্ট বইয়ের একটা চ্যাপ্টারে লিখেছেন অনেক বছর ধরে। দেশে-বিদেশে তাঁর লেখা বই ও পেপারের সংখ্যা প্রচুর।

প্রাইমারি কেয়ার নিয়ে লেখা তাঁর সম্পাদিত ও প্রকাশিত একটি বই ‘যেখানে ডাক্তার নেই’ একসময় অবশ্য পাঠ্য ছিল বাংলাদেশের ঘরে ঘরে।

স্বাধীনতায়ুদ্ধের পর মুক্তিযোদ্ধা সসদর্পে গঠনের পথ থেকে বারবার এক সভাপতিত্ব করেছিলেন ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী। পরে মুক্তিযোদ্ধা সদস্যদের প্রাধান্যে তিনি। ১৯৭৯ সাল থেকেই জাতীয় শিক্ষা কমিটি ও নারী কমিটির সদস্য ছিলেন। ওই সময় বাংলাদেশে শিক্ষা ও নারীমিতি প্রণয়ণে গুরুপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন তিনি। তার হাতে তৈরি হয়েছে বাংলাদেশের জাতীয় ওষুধনীতি। তার প্রচেষ্টায় আমলাতন বৃহৎদের সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ২২৫-এ। বর্তমানে ৯০ শতাংশ ওষুধই দেশে তৈরি হচ্ছে এবং বাংলাদেশ পরিণত হয়েছে একটি ওষুধ রপ্তানিকারক দেশে।

স্বাধীন বাংলাদেশে বিভিন্ন সরকারের সময়ে মন্ত্রী হওয়ার প্রস্তাবও ফিরিয়ে দিয়েছেন ডা. জাফরুল্লাহ

চৌধুরী। জিয়াউর রহমান মন্ত্রিত্বের প্রস্তাব দিলে বিএনপিতে স্বাধীনতাবিরোধী থাকায় চার পৃষ্ঠার চিঠির মাধ্যমে সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। ১৯৮০ সালে জিয়ার গড়া প্রথম জাতীয় মহিলা উন্নয়ন কমিটির দুই পুরুষ সদস্যের একজন হিসেবে প্রাথমিকে ৫০ শতাংশ মহিলা শিক্ষক এবং উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ৩০ শতাংশ ছাত্রী নেওয়ার প্রস্তাব করেছিলেন, যা কার্যকর হয়েছিল প্রশাসন আমলে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন এইচ এম এরশাদও। এরশাদের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেও তাঁর পরামর্শকেই ওঁত আমলে পোস্টার, বিলবোর্ড বাংলায় লেখা এবং সব্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলন, উপজেলা ব্যবস্থা ও সফল জাতীয় ওষুধনীতি ও জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি করেছিলেন।

সারা দেশে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ৪০টি পাবলিক হেলথ সেন্টার, বৃহৎ কিডনি ডায়ালিসিস সেন্টার, ক্যাপার হাসপাতাল, খানমণ্ডি গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। সাভারে দুর্গিন্দ্রনন্দ সবুজঘেরা সুবিশাল এলাকায় প্রতিষ্ঠা করেন গণ বিশ্ববিদ্যালয়, গণস্বাস্থ্য সমাজভিত্তিক মেডিক্যাল কলেজ, ডেন্টাল ও ফিজিওথেরাপি কলেজ, পাবলিক হেলথ সেন্টার। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এক শোক বার্তায় বলেন, মহান মৃত্যুযুদ্ধ, ওষধ শিল্প ও জনস্বাস্থ্য খাতে ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর অবদান সরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর আত্মনিবেদন জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি ছাড়াও শোক জানান, বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মো. আব্দুল হামিদ বিএপি মহাসচিব মিজা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন ও সাধারণ সম্পাদক ফজলে হোসেন বাবশা, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি মো. শাহ আলম ও সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্সসহ দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও

AFFIDAVIT
আমি MD BAITULLA, পিতা মৃত Abdul Rashid পোঃ কলনগর, থানা - সোনামুন্ডা জেলা সিপিহিজলা ত্রিপুরা। পিন - ৭৯১১৩১। আমার সঠিক নাম MD BAITULLA তেঁতার আই চিকিৎক, আমার কার্ড, সেন্সর কার্ড, ব্যাক কার্ড বই-এ MD Baitulla উল্লেখিত আছে। কিছু Passport/ vide no. H1731356তে Bayet Ull সিপিহিজলা আছে। ১২-০৪-২০২৩ ইং সনে নেটোটির পাবলিক আগরতলা এবং বরবারমে MD Ballulla এবং Bayet Ulla একই ব্যক্তি হিসাবে সঠিক পরিচিত হইলাম।

ত্রিপুরা দর্পণ ৫০

আসছেন শাওন

আগরতলা, ১২ এপ্রিল : “ত্রিপুরা দর্পণ” পত্রিকা পঞ্চম বছরে পা দিয়েছে আগামী ১লা বৈশাখ। ১৯৭৪ সালের “জনবুণ” নাম নিয়ে এর যাত্রা শুরু হয়েছিল। ১৯৭৬ সালে এসে নাম বদলে ‘ত্রিপুরা দর্পণ’। অনেক চরাই-উৎরাই পেরিয়ে যা এখন সুবর্ণ জয়ন্তীর সোরগোড়ায়। এই অর্ধ-শতাব্দী সময়ে রাজ্যের সংবাদপত্রের জগতে “ত্রিপুরা দর্পণ” সবসময়ই একটি ব্যতিক্রমী থেকে মানুষের কাছাকাছি গিয়ে জীবন সত্যের নিরন্তর খোঁজ করে গেছে। যে প্রবহমানতা “ত্রিপুরা দর্পণ” পরিবারের মূল চেতনা, প্রধান উপজীব্য।

সেই চেতনার ধারায় আপাত ঝাঁ-চকচকে কোনো উদ্যোগ ছাড়াই মানুষের বাস্তবিক মননের ও আগ্রহের কাছাকাছি থাকা সম্ভার নিয়ে “ত্রিপুরা দর্পণ” পরিবার “সুবর্ণ জয়ন্তী” উদযাপনের আয়োজন করেছে। যে ধারায় বছরভর থাকবে নানা অনুষ্ঠান-আলোচনা-বিতর্কসভা ইত্যাদি। যার সূচনা হবে বরীন্দ্র শতবার্ষিকী ভরনে আগামী ১৬ এপ্রিল রবিবার সন্ধ্যা ছয়টায়। সূচনা লগ্নে হবে দুর্গাশ্রী অনুষ্ঠান। রবিবার ‘ত্রিপুরা দর্পণ’র প্রাক্তন সাংবাদিক ও শুভানুধ্যায়ীদের নেওয়া হবে সংবর্ধনা। তারা হচ্ছেন সত্যত্রত চক্রবর্তী, শম্ভুপন্নর আদিত্য, মানস দেববর্মাও, বিকট চৌধুরী, অজিত ভোমিক, স্বপন নন্দী, মিহির দেব ও বিমান গুপ্ত। এছাড়া যাদের কাঁধে ভর করে এই সংবাদপত্র পঞ্চাশ এসে পৌঁছেছে, “দর্পণ” পরিবারের সেই সমস্ত শুভানুধ্যায়ী ও সাংবাদিকদেরও সম্মাননা প্রদান করা হবে।

রবিবারের সন্ধ্যায় এর পরে থাকবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। যেখানে থাকবে বাংলাদেশের মেহেরে আফরোজ শাওনের সঙ্গীত এবং কলকাতার মমতাসংকরের বিশিষ্ট ছাত্রছাত্রীদের কেন্দ্র শুভাঙ্গিনী’র বৃন্দমতোর উপস্থাপনা। পরদিন সোমবার সন্ধ্যায় “ফপ্নীড’র উদ্বোধনী সংগীতের পর থাকবে বাংলাদেশের স্নানমন্ড্যাতর লোকগানশিল্পী ফরিদা পারভিনের সংগীত-সন্ধ্যা। বিশেষ করে লালনগীতকে যিনি মানুষের কাছে তুলে লাগার এক অন্য মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছেন। আর সেই সন্ধ্যায়ও থাকবে “শুভাঙ্গিনী’র উপস্থাপনা। “সুবর্ণ জয়ন্তী” উদযাপনের প্রবাহে ত্রিপুরা দর্পণ’ বছরভর নানা অনুষ্ঠান যেমন করবে, তেমনি একটা বিশেষ বই প্রকাশনারও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যা আসলে এই পঞ্চম বছরে সংবাদ হিসেবে প্রকাশ হওয়া বিভিন্ন বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলির এক সংকলন। মূলত যা হয়ে উঠবে এই পঞ্চম বছরের এক আবশ্যিক সংগ্রহযোগ্য ইতিহাস। ত্রিপুরা দর্পণের সম্পাদক সমীরণ রায় এবং অন্যান্যরা বৃথবার বিকেলে সাংবাদিকদের এই তথ্য জানিয়েছেন।

শ্রী হস্তারক স্বামীর যাবজ্জীবন সশ্রম দণ্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি।। **বিলোনীয়া, ১২ এপ্রিল:** শ্রী হস্তার দায়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড স্বামী বিক্রম মুন্ডার। পনেরো জনের সাক্ষীর সাক্ষ্য বাক্য গ্রহণ করে অভিযুক্ত বিক্রম মুণ্ডা দেবী সাবাস্ত হওয়ায় ৩০২ ধারায় মোতাবেক বুধবার দুপুরে এই রায় দেন সাক্ষরমে এস ডি জে এম তপন দেবনা।

ঘটনায় প্রকাশ ২০২১ সালের এপ্রিল মাসের ১১ তারিখে সাক্ষ্য থানার অন্তর্গত পূর্ব লধুয়া এলাকার বিক্রম মুণ্ডা এইদিন রাতে শ্রী আরতি রায় মুণ্ডা রাম্মা ঘরে কাজ করার সময় স্বামী

চলন্তি ঘটনাঘলি

বিলিওনেয়ারদের উপর ১০ শতাংশ ট্যাক্স বসালে যা আসবে তাতে দেশের ৬ বছরের রেগার টাকা উঠে আসবে। মহাধনীদের উপর চাপানো সম্পদ করে ১৫ কোটি স্কুলছুট শিশুদের স্কুলে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা যাবে। সরকার জনগণের পরিষেবার জন্য যে অর্থ সংকটের কথা প্রায়শই বলে থাকে তা এভাবেই মোটানো সম্ভব।

মানুষ খাদ্য পাচ্ছে না, সরকার হাত গোটাচ্ছে

অলকেশ দাস



কর্পোরেট ট্যাক্স ৩০ থেকে ২২ শতাংশ নামিয়ে তাদের ১.৮৪ লক্ষ কোটি টাকার সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দেশের উপরের সবচেয়ে ধনী ৫ শতাংশ মানুষের হাত দেশের ৬০ শতাংশ সম্পদ। নিচের গরিব ৫০ শতাংশ মানুষের হাতে কেবল ৩ শতাংশ সম্পদ। সেই জন্যেই কথা উঠছে অর্থনৈতিক রিভারস সিস্টেমের। এক বিশালাকায় আয় বৈষম্যমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সংস্কারের। সম্পদ কর প্রবর্তনের। উদ্ভরাধিকার কর প্রবর্তনের। সমাজের উপরের বিলিওনেয়ার ধনীদের (১৬৬ জন) উপর শুধু ২ শতাংশ সম্পদ কর চাপালে সরকার পাবে ৪০,৪২৩ কোটি টাকা। তা দিয়ে অনায়াসে দেশের অপুষ্টি মানুষের আগামী তিন বছরের জন্য পুষ্টির ব্যবস্থা করা যাবে।

যোরাকেরা করেছে জি ডি পি'র .৫৩ থেকে .৫৯ শতাংশের মধ্যে। এন এফ এস এ ৪ (২০১৫-১৬) -এর প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে এই সময় খাদ্য ভরতুকি ছিল জি ডি পি'র .৮ থেকে .৮৫ শতাংশের মধ্যে। তার মানে পেরের বছরগুলিতে খাদ্য ভরতুকি কমিয়েছে সরকার। একে যদি নৃশংসতা না বলা হয় তাহলে কাকে বলা হবে?

বোঝা গেলে যে কোভিড পরিস্থিতির আগেও জনগণের মধ্যে তীব্র খাদ্য সংকট ও অপুষ্টি ছিল। জনগণের পাশে সেই সময়ে সরকার দাঁড়ানোর পরিবর্তে বাজারের দিকে ঠেলে দিয়েছে জনগণকে। তীব্রতম বেকারি, কৃষকের ফসলের দাম না পাওয়া, অসম বক্টন, নোট বন্দি, শ্রমিক, কৃষক, ক্ষেতমজুরের সামাজিক সুরক্ষা কেড়ে নেওয়া, শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি না দেওয়া ইত্যাদি মানুষকে কোভিড পরিস্থিতির আগেই খাবার থেকে অনেক দূরে ঠেলে দিয়েছে। অতিমারী ভারতীয় জনগণের অবস্থা আরও দুঃসহ করেছে। লকডাউনের আগে এবং পরে মানুষের গড় আয় ৪২ শতাংশ কমছে। এটা সি এস আই ই'র রিপোর্ট। ডালবার্গ সংস্থা তার সমীক্ষায় বলছে এটা হবে ৫৬ শতাংশ। ২০২০-র অক্টোবরে হান্সর ওয়াচ সার্ভে বলেছে ৫৩ শতাংশ মানুষ ভারতে আগের চেয়ে কম খেতে পারছে। দিনে দু'বেলা খাবার পাচ্ছে না এমন মানুষের সংখ্যা ৩৪ শতাংশ। সরকারি সাহায্য যে ছিটেকাঁটা মানুষ পেয়েছে তাতে আয় কম যাওয়া মানুষের কেবলমাত্র ২৩ শতাংশের যন্ত্রণা কিছুটা প্রশমিত হচ্ছে।

মিলিয়ন টন। ২০২০-র এপ্রিলে এফ সি আই'র কাছে খাদ্যশস্য ছিল ৫৪.৩ মিলিয়ন টন (না ঢাকা খাদ্যশস্য সহ)। বিশেষজ্ঞরা বলেছিলেন যে, গণবক্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে অতিমারীকালীন সময়ে রেশন কার্ড আছে কি নেই না দেখে সকলকে খাদ্যশস্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক। এতে মোটামুটি ৩৭ মিলিয়ন টন খাদ্যশস্যের প্রয়োজন হতো। স্টকে পড়ে থাকত ১৭ মিলিয়ন টন। কিন্তু তার মধ্যেই ঢুকে যেত খুলিফ শস্য প্রায় ৩৪ মিলিয়ন টন। সুতরাং নিরাপত্তাজনিত মজুতের কোনও অসুবিধা ছিল না। এছাড়া খাদ্যশস্য মজুত করার জন্য যে খরচ (স্টোরেজ কস্ট) তাও সরকারের বাঁচত।

মোদি সরকার তা করেনি। এতে বাজারের উপর নির্ভরশীল হতো না মানুষেরা। ব্যক্তি পুঞ্জির মুনাফাও হতো না। বাজারে পণ্যের চাহিদা কৃত্রিমভাবে বাড়িয়ে তার বিনিময় মূল্যকে চড়া রাখার জন্যই মোদি এই সুযোগ করে দিয়েছিল। এইভাবেই ২০১২ সালে যে খাদ্যশস্যের কেজি ১০০ টাকা ছিল, ২০২২ -র এপ্রিলে তা দাঁড়ায় ১৫২.৯০ টাকা। মোদির জমানায়, মাছ, মাংস, তেল, মশলা বিক্রির দাম বেড়েছে দ্বিগুণ। খাদ্যশস্য দুধ, ডিম, ফল, ডালের দাম বেড়েছে দেড়গুণ। ২০২২-এ সবসময় ২০২১-র খাদ্যশস্য খাদ্যের দাম ৭ থেকে ৯ শতাংশ বেশি ছিল। সবাই জানে শ্রমিক, কর্মচারী, কৃষকের আয় সেই হারে বাড়েনি। এইরকম পরিস্থিতিতে প্রকাশিত হয়েছে ওয়ার্ল্ড হান্সার ইন্ডেক্স এর রিপোর্ট। আগের বছরের ১০১ থেকে আরও ছয় ধাপ পিছিয়ে ১০৭ নম্বরে ১২২ টা দেশের মধ্যে। অর্থনীতিবিদরা বলেছেন, দেশে এক শেপড অর্থনীতি চলছে। মানে ধনী আরও উপরে উঠছে, গরিব আরও নিচে নামছে। মানুষকে বাঁচানো যাবে কী করে? পুঞ্জিবাদের উপরে জল ঢেলে নিচে হুঁইয়ে যাওয়ার তত্ত্ব খাটবে না। এফ সি আই'র গোডাউন থেকে সব জনগণকে ৫ কেজি করে খাদ্যশস্য বিনামূল্যে দিতে হবে। তবে তা খাদ্য সুরক্ষা নীতির ৫ কেজি ভরতুকিমুক্ত খাদ্যশস্যের সঙ্গে। অতিমারীর সময় ভরতুকিমুক্ত খাদ্যশস্যের বদলে শুধু বিনামূল্যে পাঁচ কেজি খাদ্যশস্য প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনার দেওয়ার ফলে কেবলমাত্র ১৩ শতাংশ অতিরিক্ত খাদ্য অফস্টেক হয়েছিল। এফ সি আই'র কাছে এখন ৯৬ মিলিয়ন টন খাবার পড়ে আছে। ১০ কেজি খাদ্যশস্য ব্যক্তি পিছু প্রতিমাসে দিলে চার মাসে লাগে ৪৭ মিলিয়ন টন। অন্তত জুলাই মাসের হিসাবে যে বাফার স্টক (বিপদকালীন মজুত) ৪১ মিলিয়ন টন তাও বজায় থাকে। সরকার মাঝে মাঝে বিনামূল্যে খাদ্যশস্য জনগণের মধ্যে বিলি করা সম্পর্কে যুক্তি দেয় যে এতে ফিসকাল ডেফিসিট হবে। একদম বাজে যুক্তি। মানুষের খিদে যদি কমে তার জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন হয়। তার ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে। চাহিদাহীন অর্থনীতিতে চাহিদা যুক্ত হয়।

এইসব প্রশ্ন উঠলেই সরকার আঁতকে ওঠে এবং অর্থ সংকটের কথা বলে। অথচ যে সময় গরিব দৈনিক পেয়ে ৭.৫ কোটি, ৫৯.৩ শতাংশ মধ্যবিত্ত গরিবের কাছে হেঁটেছে, ২৩ কোটি ন্যূনতম আয়ের নিচে চলে গেছে সেই সময় ভারতীয় বিলিওনেয়ার ৩৫ শতাংশ বেড়েছে। মোদি সরকারের দৌলতে। লুট লুট আর লুট। আদানি, আদানি মহাধনী কোম্পানিদের দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ক্ষেত্র, জল, জঙ্গল, জমি, পাহাড়, খনিজ, জনগণের অর্থ অব্যবহে লুট করার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। কর্পোরেট ট্যাক্স ৩০ থেকে ২২ শতাংশ নামিয়ে তাদের ১.৮৪ লক্ষ কোটি টাকার সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দেশের উপরের সবচেয়ে ধনী ৫ শতাংশ মানুষের হাতে দেশের ৬০ শতাংশ সম্পদ। নিচের গরিব ৫০ শতাংশ মানুষের হাতে কেবল ৩ শতাংশ সম্পদ। সেই জন্যেই কথা উঠছে অর্থনৈতিক রিভারস সিস্টেমের। এক বিশালাকায় আয়

আমেরিকায় ফের বন্দুকবাজের হামলায় নিহত ৫, জখম ৯ জন

লুইভিল। ১২ এপ্রিল : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেনটাকি রাজ্যের লুইভিল শহরে এক ব্যংক কর্মীর রাইফেলের গুলিতে তার ৫ সহকর্মী নিহত হয়েছেন এবং আহত হয়েছেন আরও ৯ জন।

সোমবার সহকর্মীদের উপর হামলা চালানোর পুরো সময়টা এই ব্যাংক কর্মী লাইভ স্টিম করেন বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ আরও জানায়, হামলাকারী নিজেও ঘটনাস্থলেই গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন। তবে তিনি পুলিশের গুলিতে মারা গেছেন না আত্মহত্যা করেছেন, তা স্পষ্ট জানা যায়নি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একের পর এক ঘটতে থাকা বেপরোয়া বন্দুক হামলার ঘটনায় এটি সর্বশেষ সংযোগজন।

লুইভিল পুলিশ হামলাকারীকে কনর স্টারজান নামে শনাক্ত করেছে। গত বছর গুপ্ত ন্যাশনাল ব্যাংকের ডাউনটাউন শাখায় ফুল-টাইম কর্মী হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন তিনি।

সোমবার স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে ৮টায় হামলার সংবাদ পাওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই পুলিশ হাাগার ফিল্ড সবসবল স্টেডিয়ামের কাছে অবস্থিত ব্যাংকটিতে উপস্থিত হয়।

লুইভিলের পুলিশ বাহিনীর প্রধান জ্যাকুলিন গুইন ভিলারস সাংবাদিকদের জানান, ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ রাইফেলধারী হামলাকারীর উদ্দেশে গুলি ছোঁড়ে। হামলাকারী তখন তার হামলার ঘটনাক্রী সোশ্যাল মিডিয়ায় লাইভ সম্প্রচার করছিলেন।

নিহতরা হলেন- জসুয়া ব্যারিক (৪০), ডিয়ানা একার্ট (৫৭), টমাস এলিয়ট (৬৩), জুলিয়ানা ফারমার (৪৫) ও জেমস টাট (৬৯)।

কেনটাকির গর্ভনর অ্যাড্রি বিশিয়ায় বলেন, তিনি হামলার শিকার হওয়া কয়েকজনকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন, যাদের মধ্যে আছেন বাংকের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট এলিয়ট।

আহতদের মধ্যে আছেন ২ পুলিশ কর্মকর্তা। সদা পুলিশ অ্যাকাডেমি থেকে পাস করে আসা ২৬ বছর বয়সি পুলিশ কর্মকর্তা মাথায় আঘাত পেয়ে আশঙ্কাজনক অবস্থায় লুইভিল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে ভর্তি আছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ। আহত ৯ জনকে একই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বলে হাসপাতালের মুখপাত্র জানিয়েছেন। আহত আরও ২ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

ব্যাংকে হামলাকারী কনর স্টারজান কি পদে ছিলেন তা তাৎক্ষণিকভাবে স্পষ্ট জানা যায়নি। পুলিশ কর্মকর্তা গুইন ভিলারস বলেছেন, কনর ব্যাংকটিতে কাজ করতেন। সন্দ্রতি কনরকে চাকরিচ্যুত করার সিদ্ধান্তের বিষয়ে একটি নোটিশ প্রাচীনো হয়েছিল।

কনরের নামের ফেসবুকে দেওয়া তথ্যানুযায়ী, তিনি লুইভিলের উত্তর অবস্থিত দক্ষিণ ইন্ডিয়ানায় বেড়ে উঠেছেন। ২০১৬ সালে বাবসা বিষয় নিয়ে আলাবামা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন তিনি।

বিদেশে নির্মলার ‘বর্ম’ সংঘের অসত্য প্রচারই

বিশেষ প্রতিনিধি। নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল : যে কথা বলে সম্ভ পরিবার হিন্দুধের ঘৃণার প্রচার ছড়ায় সেই কথাকেই দেশের সংখ্যালঘু মানুষের নিরাপত্তার ‘প্রমাণ’ হিসেবে নেপা করে বলেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। ওয়াশিংটনের পিটারসন ইন্সটিটিউট হার ইন্টারন্যাশনাল ইকনমিকস-এ এক আলোচনায় সীতারামনকে প্রশ্ন করা হয়েছিল ভারতে মুসলিমদের নিরাপত্তা নিয়ে। সীতারামন উত্তরে বলেন, ‘বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম জনসংখ্যা ভারতে। সেই সংখ্যা ক্রমে বেড়েই চলেছে। যদি এইরকম কোনো ধারণা থাকত, বা বাস্তবে হতো যে রাষ্ট্রের সমর্থনে তাদের জীবন কঠিন করে তোলা হচ্ছে, তাহলে কি এইভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেরে? ১৯৭৭-এর পরে মুসলিম জনসংখ্যা কি বাড়তে পারত?’

অর্থমন্ত্রীর এই মন্তব্য নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন উঠেছে। প্রথমত, মুসলিম জনসংখ্যা দিয়ে সংখ্যালঘুদের ওপরে আক্রমণের তথ্য যাচাই করা যায় না। তারা যে মোদি সরকারের আমলে নিদ্রিষ্ট আক্রমণের শিকার হচ্ছেন, তার অজস্ত উদাহরণ রয়েছে। প্রতিদিনই নতুন উদাহরণ তৈরি হচ্ছে।

সীতারাম মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির যে দাবি করেছেন, তাকেই আরেকটু বাড়িয়ে নিয়ে সম্ভ পরিবার প্রচার চালান্য, মুসলিম জনসংখ্যা ৭৯.৮০ শতাংশ, মুসলিম জনসংখ্যা ১৪.২৩ শতাংশ। গত ৬০ বছরে জনগণনা অনুযায়ী মুসলিম জনসংখ্যা বেড়েছে ৪.৪ শতাংশ। জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার অনুযায়ী ১৯৮১-৯১সময়পর্বে হিন্দু জনসংখ্যা বৃদ্ধি ২৩ শতাংশ, মুসলিম ২৩ শতাংশ; ১৯৯১-২০০১: হিন্দু ২০ শতাংশ, মুসলিম ২৯ শতাংশ; ২০০১-২০১১: হিন্দু ১৬.৮ শতাংশ, মুসলিম ২৪.৬ শতাংশ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৪০ বছরে হিন্দুদের ৬ শতাংশ কমছে, মুসলিমদের ৯ শতাংশ কমছে। ফ্যাক্টলিট র‍েট বা মহিলাদের সন্তান হওয়ার সম্ভাবনায় যে গড় হার দেখা যাচ্ছে সম ধর্মেই তা কমেছে। হিন্দুদের ক্ষেত্রে ১৯৯২-তে ছিল ৩.৩, ২০১৫-তে ২.১। মুসলিমদের ক্ষেত্রে ১৯৯২-তে ছিল ৪.৪, ২০১৫-তে ২.৬। খ্রিস্টানদের ক্ষেত্রে ১৯৯২-তে ২.৯, ২০১৫-তে ২। দেখা যাচ্ছে সম ধর্মের ক্ষেত্রেই এই হার কাছাকাছি চলে এসেছে। ভারতের গড় ফার্টিলিটি রেট এখন ২.১।

বস্তুত অর্থমন্ত্রী যে-কথা এড়িয়ে গেছেন তা হলো তিনি যে দলের সাংসদ, সেই দলের কোনো সাংসদ, বিধায়ক মুসলিম নন। বিজেপি’র ৩৩৩ লোকসভা ও ৯২ রাজসভা সদস্যদের মধ্যে কেউই মুসলিম নন। সারা দেশে বিজেপি’র বিধায়ক সংখ্যা ১ হাজারের বেশি। তাঁদের কেউ মুসলিম নন। দেশের শাসক দল কোন চোখে মুসলিমদের দেখে, তার বড় উদাহরণ এটি।

দেশের অর্থনীতি নড়বড়ে হয়ে যায়।

উদারনীতির প্রবক্তারা বোঝানো যে উন্নত দেশের পছন্দের খাদ্য ফসল যদি রপ্তানি করা যায় তাহলে বিদেশি মুদ্রা অর্জন হবে। তারা আমাদের এও বোঝানো যে খাদ্য সুরক্ষা মানে খাদ্যে স্বয়ন্ত্র হওয়া নয়। খাদ্য নিরাপত্তা মানে খাদ্যশস্য রপ্তানি করা। সেই জন্য নাকি কৃষকের কাছ থেকে খাদ্য সংগ্রহ ব্যবস্থা (প্রোকিওরমেন্ট) চালু রাখার দরকার নেই। খাদ্য মজুতেরও প্রয়োজন নেই। বরং যখন খাদ্যের প্রয়োজন হবে তা বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে। আমাদের দেশের উন্নত গণবক্টন ব্যবস্থা গোটা পৃথিবীতে দ্বিতীয় ছিল। নয়া উদার অর্থনীতির গুরুর বছরে আমাদের দেশের খাদ্যশস্যের ৪৫ শতাংশ বন্দিত হতো গণবক্টন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে। এক দশকের মধ্যে গণবক্টনে খাদ্যশস্য বক্টনের পরিমাণ হয়ে গেল অর্ধেক। তার কারণ এর মধ্যে চালু হয়েছে টি পি ডি এস বা লক্ষ্মাভ্রাভিত্তিক গণবক্টন ব্যবস্থা (১৯৯৭)। আসলে পরিসংখ্যানের চাতুরিতে গরিবকে নতুন করে চিহ্নিত করে তাদের সংখ্যা কমানো। যাতে সরকারকে জনগণের জন্য খাদ্যে কম ভরতুকি দিতে হয়। যাতে সরকার বলতে পারে যে আমার সরকারের কৃতিত্বে দেশে গরিব মানুষ কমে গিয়েছে। অর্থনীতিতে কারণ দেখানো হয় যে বাজেট ঘাটতি পূরণের জন্যই এটা করতে হচ্ছে। টি পি ডি এস এর মধ্যেই ছিল বি পি এল অর্থাৎ দারিদ্র্রীমার নিচের মানুষ চিহ্নিতকরণ। এই সময়ই বি পি এলে ২৫ শতাংশ অয়েজজনীয় মানুষ অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। ৪৪ শতাংশ প্রয়োজনীয় মানুষ বাদ পড়েছিল। দেশের কেবলমাত্র ২৯ শতাংশ গরিব পরিবার খাদ্য ভরতুকি পেত। বিশ্বায়ের বিষয় হচ্ছে ভারতবর্ষে গরিবের তালিকার চেয়েও খাদ্য নিরাপত্তাহীন মানুষের তালিকা অনেক বড়।

এখন সরকারের যা কিছু খারাপ কাজ তা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে অতিমারীর উপর। ঠিক তেমনই জনগণের খাদ্য না পাওয়া বা অপুষ্টির দায়ও চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে প্যাডেমিকের উপর। কনজাম্পশন এন্সপেণ্ডিচার সার্ভে যা পরিচালনা করে এন এস এসও, ২০১৭-১৮- তে তাতে দেখা যায় ২০১১ এর তুলনায় দেশে দারিদ্র্য বেড়েছে এবং মানুষের খাদ্য গ্রহণ ক্ষমতাও খারাপ হয়েছে। এন এফ এইচ এম ৪ বা ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ সার্ভিস ৪ (২০১৫-১৬) এর তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে দেশের ৩৮.৪ শতাংশ শিশুর বয়সের তুলনায় উচ্চতা কম। যাকে বলে স্টাটিং। এটি এমন একটি সূচক যার মানে ধারাবাহিক অপুষ্টি। এতে প্রতিফলিত হয় মৌলিক খাদ্য গ্রহণে এবং পুষ্টিগত নিরাপত্তার অভাবে সৃষ্ট মানুষের দুর্দশা। এই রিপোর্টে দেখা যায় ওয়েস্টিং ২১ শতাংশ। মানে শিশুদের বয়সের তুলনায় কম ওজন। পিরিয়ডিক্যাল লেবার ফোর্স সার্ভে ২০১৮-তে দেখা যায় যে অদক্ষ শ্রমিকরা যোজ্যজন খাবার পায় না। ৮০ শতাংশ কর্মহত মানুষ এ দেশে মাসে রোজগার করে ১৫ হাজার টাকা। ফুড বেড ভাইয়েটরি গাইডলাইন অনুযায়ী একজন মানুষের একবেলায় গ্রহণ করা উচিত ৩০ গ্রাম দানাশস্য, ৩০ গ্রাম খাদ্য (ডাল-মাংস-মাছ-ডিম), ১০০ গ্রাম ডেয়ারি, ১০০ গ্রাম ফল, ১০০ গ্রাম শাকসবজি, ঘন সূজ় পাতা ১০০ গ্রাম, তেল বা চর্বি ৫ গ্রাম। এতে আজকের বাজারের ন্যূনতম খরচ ২৭.৫০ পয়সা। দু’বেলায় ৫৫ টাকা। পাঁচজনের পরিবার হলে মাসে ৫৫৫৫৫৩০৮৪০০ টাকা। আর একবেলায় সুষম খাদ্যের জন্য একবেলায় খরচ ৮০ টাকা। দু’বেলায় ১৬৬ টাকা। পাঁচজনের পরিবার হলে মাসে ৫৬৬৫৫৪০০২১৯০০ টাকা। আয় ও কাদা খরচের অনুপাত থেকে অনুমেস কর্ভত মানুষের ৮০ শতাংশের খাদ্য গ্রহণের অবস্থা কীরকম। সরকারের তাতে অবস্থা হেতুলালেই হবে। ২০১৭, ২০১৮, ২০১৯-এ সরকারের খাদ্য ভরতুকি

নিবন্ধে মোদি সরকারের নিন্দা সোনিয়াকে আক্রমণ বি জে পি’র

বিশেষ প্রতিনিধি। নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল : নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার ‘অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে গণতন্ত্রের স্তম্ভগুলি ধ্বংস’ করেছে বলায় কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধি ওপর বেজায় ক্ষিপ্ত বিজেপি।

মঙ্গলবার পরিকল্পিতভাবেই দলবর্ধেে তারা আক্রমণ করেছে সোনিয়াকে। এমনকি তার বক্তব্য ‘সম্পূর্ণ ভুলীক, অসার’ এবং ‘নীতিবোধহীন’ বলে দাবিও করা হয়েছে বিজেপি’র পক্ষ থেকে। সোনিয়া সোমবার ইংরেজি দৈনিক ‘দ্য হিন্দু’ পত্রিকার উত্তর সম্পাদকীয়তে মোদি সরকারের সমালোচনা কর ত্তে গিয়ে লিখেছিলেন, “এই সরকার আইনসভা, প্রশাসন, বিচার বিভাগের মতো গণতন্ত্রের স্তম্ভগুলিকে ধ্বংস করে চিচ্ছে। গণতন্ত্র এবং গণতান্ত্রিক দায়বদ্ধতার প্রতি গভীর অবজ্ঞা দেখা যাচ্ছে এই সরকারের কাজকর্মে।” এরই সঙ্গে এই বার্তা দেশবাসীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার পাশা পাশি সমমনো

ভাবেপম দলগুলির সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে ভারতের সংবিধান এবং এর ভাবনা’রক্ষার লড়াইয়ে शामिल হবেন বলে ভুলীকারের কথাও জানিয়েছেন সোনিয়া গান্ধি।

নিজেদের ‘গণতন্ত্রের ধ্বংসকারী’ বলে গর্ব করা মোদি কিংবা তার দলবল স্বাভাবিকভাবেই সোনিয়া গান্ধির অভিযোগ সহজে

হজম করতে না পেরে উলটে তাকেই আক্রমণ করতে নেমে পড়েছে জোরকালীন বি জে পি’র পক্ষ থেকে দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরণ রিজিু এবং ধর্মপ্রে প্রধান কংগ্রেসকে চ্যুত করার পাশাপাশি সোনিয়ার বিরুদ্ধে ব্যক্তি আক্রমণ করতেও পিছপা হননি। আইনমন্ত্রী রিজিজুর তির্যক মন্তব্য, ‘গণতন্ত্র নিয়ে সওয়ায় করছেন সোনিয়া গান্ধি’ স্বাধীন বিচারবিভাগ নিয়ে কথা বলছে কংগ্রেস? আসলে এসবই হচ্ছে চূড়ান্ত সাপথুর অসার বক্তব্য।’ আবার শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান একে নরেন্দ্র মোদীর প্রতি সোনিয়া গান্ধির ‘চরম বিদ্বেষের সর্বোত্তম উদাহরণ’ দাবি করে বলেছেন, ‘অগ্রাধিকার নিনতে ভুল করা এবং জাতীয় স্তরে নিজেদের অস্তিত্ব সম্পর্কে অতিমূল্যায়ন ছাড়া কিছুই নয়।’

সোনিয়া অবশ্য তার ‘অ্যান এনফোর্সড সাইলেন্স ক্যান্ট সভল ইন্ডিয়ায় প্রবলেম’ অর্থাৎ ‘চাপিয়ে দেওয়া নীরবতা মোটেই ভারতের সমস্যা সমাধান করতে পারবে না’ শীর্ষক নিবন্ধে খুব স্পষ্টভাবেয় মোদি আমলে দেশের গণতন্ত্র, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের হেহোল দশার কথা তুলে ধরেছেন। মোদী বা তার সরকার কীভাবে একতরফাভাবে সোম জন পরিালনায় করছে, সবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা কাড়তে তৎপরতা দেখাচ্ছে সেসব জ্বলন্ত প্রমাণের কথা তিনি

উল্লেখ করেছেন নিবন্ধে। তিনি স্পষ্টই বলেছেন, ‘সংসদের বাজেট অধিবেশন চলছে নির্ধারিত মোয়ারের মাত্র তিনভাগ সময়। সংসদ অচল করে রাখা এবং বিরোধীদের দেশের জ্বলন্ত সমস্যা তুলে ধরতে বাধা দেওয়াএসবই হচ্ছে বিজেপি সরকার কৌশল। আসলে সরকার কোনওভাবেই বেকারত্ব, মুদ্রাস্ফীতি, সামাজিক বিভাজন এবং আদানি কেলেঙ্কারি নিয়ে আলোচনা চায়নি।’

রায়বেরিলায় সাংসদ মোদি সরকারের বিভিন্ন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার ‘অপব্যবহার’ নিয়ে সর্বব হয়েছেন। ওই সি বি আই, ই ডি কিংবা জাতীয় নিরাপত্তা আইনকে যেভাবে সাংবাদিক, সমাজকর্মী এবং সমাজের বিশিষ্টজনদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে কোনারকম প্রমাণ ছাড়াই তানিয়েও কড়া প্রতিজ্ঞা জানিয়েছেন সোনিয়া তার নিবন্ধে। তিনি লিখেছেন, ‘প্রধানমন্ত্রী প্রায়শই সভ্য এবং ন্যায় নিয়ে বড় বড় বিবৃতি দেন। কিন্তু সেই প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ শিল্পপতির আর্থিক কেলেঙ্কারিকে উপেক্ষা করেন, পলাতক হেথল চোকসির বিরুদ্ধে ইন্টারপোল নোটো প্রত্যাহারে নীরব থাকেন আবার বিলকিস বানোর ধর্ষকদের বেকসুর খালাস করে দেন, তাদের সঙ্গে একই মঞ্চে বসতেও দ্বিধা করেন না।’

সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা অনেকদিন ধরেই রাজনৈতিক ছমকির কাছে মাথা নত করেছে বলে জানিয়ে

করে তিনি বলেছেন, উলটে এদের দখলদারি নিয়ে বি জে পি’রই বন্ধু শিল্পপতিরা। সম্ভ্রায় সংবাদ চ্যানেলের ‘তর্কবিতর্ক’ প্রসঙ্গে সোনিয়ার তির্যক মন্তব্য, ‘ওখানে যারা সরকারের বিরুদ্ধে বলেন হয় তাদের অপবাদ দেওয়া হয় অথবা চূপ করিয়ে দেওয়া হয়। এরই সঙ্গে তিনি নিবন্ধে ‘ভুয়ো সংবাদ’ ধরার নামে অনলাইন সেন্সরশিপ আনার উদ্দেশ্যেরও কড়া সমালোচনা করেছেন। যেকোনও বিষয়ে বিজেপি’র তাবেদার আইনজীবীরা দলবর্ধেে নেমে পড়েন সেক্ষতা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেনছেন, ‘ওদের মহান নেতার সমালোচনামূলক লেখা প্রকাশিত হলেই বিজেপি এবং আরএনএস’র আইনজীবীরা তাদের হেনস্তা করতে কোমর বেঁধে নেমে পড়েন। তবে চাপিয়ে দেওয়া নীরবতায় মোটেই সমস্যার সমাধান হবে না।’ বি জে পি-আর এস এস নেওয়ার বিদ্বেষ ছড়ানো, হিসংয়া উসকানি দিলেও প্রধানমন্ত্রী উপেক্ষা করেন বলে অভিযোগ করেছেন সোনিয়া।

এই মুহূর্তে শতাব্দী প্রাচীন দলটির করণীয় কাজ কী সেবিষয়ে যথেষ্ট অবগত রাজ কী সেবিষয়ে জানিয়ে দিয়েছেন সমস্ত সমমনোভাবপন্ন দলগুলিকে নিয়েই আগামী দিনে চলতে চায় কংগ্রেস।

“এলাকায় এলাকায় মজবুত রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। যদি রাজনৈতিক সংগঠনকে শিক্ষিত করার ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে এটা একটা কথার কথা থেকে যাবে। সংবাদপত্র ছাড়া এই শিক্ষার ব্যবস্থা কে করবে।”

— ভি আই লেনিন

প্রথম প্রকাশ ১৫ ই আগস্ট, ১৯৭৯ ইং
১৩ এপ্রিল, ২০২৩ ইং
২৯ চৈত্র, ১৪২৯ বাংলা

সম্পাদকীয়

রেলপথ: কেন কচ্ছপ গতি!

প্রতিশ্রুতির পর প্রতিশ্রুতি। ত্রিপুরাকে উন্নয়নের বন্যায় ভাসিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি। ২০১৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগ থেকে এই কায়দা চালিয়ে এসেছে বি জে পি। একটা প্রতিশ্রুতিও রক্ষা করেছে? সে দায় নেই শাসকদের। ১২ এপ্রিল ত্রিপুরা সফরে এসে আগরতলা- আখাউড়া রেল প্রকল্পের কাজ খতিয়ে দেখতে নিশ্চিতপুর আন্তর্জাতিক রেলস্টেশনে যান কেন্দ্রের পূর্বোত্তর উন্নয়ন (ডোনার) মন্ত্রী কিষান রেড্ডি। এই প্রকল্পের কাজ কবে শেষ হবে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলতে পারলেন না তিনি। অথচ রাজ্যের বি জে পি জোট সরকারের এক মন্ত্রীও সম্ভ্রতি এই এলাকা সফরে গিয়ে বলেছিলেন, আগামী জুন মাস থেকেই রেল চলাচল শুরু হবে আগরতলা- আখাউড়া রেল লাইনে। ২০১৭ সালের অক্টোবর থেকে জোর কদমে শুরু হয়েছিল ১২.২৩ কিলোমিটার এই রেলপথের কাজ। নানা অজুহাতে প্রকল্পের কাজ পিছানো হয়েছে চারবার। কিছুদিন আগে সংবাদ মাধ্যমের খবরে দেখা গেছে, নিম্নমানের কাজ হওয়ায় মাটির নিচে কিছুটা ডেবে গেছে নিশ্চিতপুর স্টেশন। যেহেতু ভারত ও বাংলাদেশ দুই দেশের মাটিতেই হচ্ছে রেললাইনটির কাজ; তাই দুই সরকারের বোঝাপড়ার ভিত্তিতেই কাজটি এগিয়ে নিতে হবে। এখন ডোনার মন্ত্রী বলছেন বাংলাদেশের দিকে জমি অধিগ্রহণ নিয়ে কিম্বদন্তি রয়েছে, তা নিটে যাবে শীঘ্রই। আবার এমন খবরও সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে যে, বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় ঠিকাদার প্রয়োজনীয় অর্থরাশি পাননি। কাজ টিমেতালে চলার এটা অন্যতম কারণ। ছয় বছরেও কম দূরত্বের এই রেললাইন শেষ করতে না পারা সরকারের ব্যর্থতা নয় কি?

এটা সকলেই জানে যে, আগরতলা- আখাউড়া রেলপথ চালু হলে আগরতলা ও কলকাতার মধ্যে আসা -যাওয়ার দূরত্ব অনেকটাই কমে যাবে এবং ভারতের উত্তর- পূর্বাঞ্চলসহ দুই দেশের মধ্যে ব্যবসা- বাণিজ্যে আসবে নতুন গতি। ত্রিপুরায় রেল সম্প্রসারণে ১৯৫২ সাল থেকে বামপন্থীদের আন্দোলনের কথা কে না জানে! আন্দোলনের মাধ্যমেই কেন্দ্রীয় সরকারকে বাধ্য করা হয়েছিল প্রথমে আগরতলা এবং তারপর সাক্রম পর্যন্ত রেল সম্প্রসারণে । রাজ্যের আরও কিছু মহকুমায় রেল সম্প্রসারণের দাবিও তোলা হয়েছে। আগরতলা- আখাউড়া রেল প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উপর জোরালো চাপ সৃষ্টি করতে হবে। যদিও এটি আন্তর্জাতিক রেল প্রকল্প। তবু বন্ধু দুই দেশের মধ্যে আলোচনা ও উদ্যোগের মাধ্যমে এ কাজ দ্রুত সম্পন্ন হোক— এটিই চান দু’দেশের মৈত্রী ও উন্নয়নকামী মানুষ।

জাতীয় দলের স্বীকৃতি বজায় রাখার আবেদন সি পি আই’র

নিজস্ব প্রতিনিধি: নয়াদিল্লি,১১ এপ্রিল : সি পি আই নির্বাচন কমিশনকে জাতীয় দলের স্বীকৃতির বিষয় পুনরায় বিবেচনা করার আবেদন জানালো। সোমবার সি পি আই’র জাতীয় দলের স্বীকৃতি খারিজ করেছে নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন কমিশনের বিধি মতো শর্ত পূরণ না হওয়ায় জাতীয় দলের স্বীকৃতি খারিজ হয়েছে। সি পি আই মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে তাদের জাতীয় দলের স্বীকৃতি পুনরায় বিবেচনা করে তা বহাল রাখার আবেদন জানিয়েছে।

এদিন বিবৃতিতে সি পি আই জানিয়েছে, দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসে বড় অবদান রয়েছে সি পি আই’র। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলনে দলের বড় অবদান রয়েছে। সি পি আই হলো দেশের অন্যতম পুরানো দল। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন জাতীয় আন্দোলনে বড় ভূমিকা নিয়েছে সি পি আই। বরবার দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে প্রথম সারিতেই রয়েছে সি পি আই। এখন সারা দেশে তার প্রভাব রয়েছে। একথা উল্লেখ করে নির্বাচন কমিশনকে আবেদনে বলা হয়েছে, নির্বাচন কমিশনের সি পি আই-র ইতিহাস ও দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে তার অবদান দেখে তার জাতীয় দলের স্বীকৃতি বহাল রাখার বিষয় বিবেচনা করা উচিত।

এদিন বিবৃতিতে আরও জানানো হয়েছে, সি পি আই একই সঙ্গে নির্বাচনের বিধির সুসংহত সংস্কারের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। দেশে জোটের অনুপাতভিত্তিক প্রতিনিধিত্বের দাবি জানাচ্ছে। নির্বাচনি বন্ড বাতিল করে নির্বাচনি খরচ রাষ্ট্রের দায়িত্বে থাকা উচিত বলে জানিয়েছে সি পি আই। নির্বাচনে সব দলের সমান সুযোগ বহাল রাখতে নির্বাচনি বিধি সংস্কারে ইচ্ছাজিৎ ও গুণ কমিটির সুপারিশ কার্যকর করার দাবি জানানো হয়েছে।

এদিকে নির্বাচন কমিশন তৃণমূল কংগ্রেসের জাতীয় দলের স্বীকৃতি খারিজ করার পরেই দল ছেড়ে বেরিয়ে গেছেন দলের অন্যতম রাজ্যসভার সাংসদ লুইজেনহো ফেলেইরো। গোয়া বিধানসভা নির্বাচনের দিকে নজর রেখেই ফেলেইরোকে মুখামম্মি প্রার্থী হিসাবে তুলে ধরতেই তাঁকে রাজ্যসভার সদস্য করে তৃণমূল। ফেলেইরো রাজ্যসভার পদ থেকেও ইস্তফা দিয়েছেন। এদিকে তৃণমূল সংবাদ সংস্থাকে জাতীয় দলের স্বীকৃতি হারানো নিয়ে জানিয়েছে, দল এতে আদালতে যাওয়ার আগে নির্বাচন কমিশনে তাদের জাতীয় দলের স্বীকৃতি বজায় রাখার আবেদন জানাবে। প্রসঙ্গত ১৯৯৮ সালে তৃণমূল গঠনের পর ২০১৬ সালে তৃণমূল জাতীয় দলের স্বীকৃতি পায়। ছয় বছরও টেকেনি জাতীয় দলের স্বীকৃতি। রাজ্যে রাজ্যে নির্বাচন হেরে যাওয়ায় তৃণমূলকে প্রাপ্ত জোটের হার কমে গেছে। গত কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন রাজ্যে হেরেছে তৃণমূল। এদিকে গোয়ায় তৃণমূল গোহারা হেরে যাওয়ার পর দলে সাংসদ ফেলেইরোর গুরুত্ব কমে যায়। দল থেকে তাঁকে বাদ করে দিতে চাপ বাড়ি। পরিস্থিতি বৈগতিক বুঝেই সাংসদ পদে ইস্তফা দিয়ে দল ছেড়েছেন ফেলেইরো। ফেলেইরো বেরিয়ে যাওয়ার পর তার বিরুদ্ধে মুখ কুলেছেন তৃণমূল নেতা তাপস রায়। তিনি বলেছেন, ফেলেইরো হলেন সুখের পায়া। তারা যত দল থেকে বেরোয় তাকে দলের মঙ্গল। এদিকে বিভিন্ন রাজ্যে তৃণমূলের নির্বাচনে যে ভরাডুবি চলছে তাতে দলের আগামী ১০ বছরেও জাতীয় দলের স্বীকৃতি মিলবে না বলে মনে করছে বিরোধী দল।

মায়ানমারে বিমান হামলা

ইয়ঙ্গুন। ১২ এপ্রিল : মায়ানমারের সামরিক শাসনের বিরোধীদের একটি অনুষ্ঠানে সেনাবাহিনীর হামলায় অন্তত ৫০ জন নিহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। দেশটির মধ্যাঞ্চলে হামলার এ ঘটনা ঘটে বলে মঙ্গলবার গণমাধ্যমের প্রতিবেদনগুলোতে বলা হয়েছে। বিবিসি বার্মিং, রেডিও ফ্রি এশিয়া (আরএফএ) এবং ইরাবতী নিউজ পোর্টাল সাগাইং এলাকার বাসিন্দাদের উদ্ধৃত করে জানিয়েছে, এ হামলার ঘটনায় অসামরিক নাগরিকসহ ৫০ জন নিহত হয়েছে। ক্ষমতাসীন জুন্টার বিরোধী সশস্ত্র গোষ্ঠী পিপলস ডিল্ফেনস ফোর্সেস (পিডিএফ) একজন সদস্য জানিয়েছেন, তাদের স্থানীয় দপ্তর জানিয়েছেন সেনা আয়োজিত অনুষ্ঠানে কয়েকটি জিডি বিমান থেকে গুলিবর্ষণ করা হয়েছে।পরিচয় প্রকাশ্যে অনিচ্ছুক এই পিডিএফ সদস্য বলেন, “এখন পর্যন্ত হতাহতের প্রকৃত সংখ্যা জানানাই রয়ে গেছে। আমরা এখনও মৃতদেহগুলো উদ্ধার করতে পারিনি।”

২০২১ সাল নির্বাচিত একটি সরকারকে হটিয়ে ক্ষমতা দখল করা মায়ানমারের সামরিক বাহিনী গণতন্ত্রপন্থী বিরোধীদের ও অসামরিক জনগণের উপর প্রাণঘাতী আক্রমণ চালিয়ে বিশ্বজুড়ে নিন্দা কুড়িয়েছে। মানবাধিকার গোষ্ঠীগুলো, সংযুক্তরাষ্ট্র গোষ্ঠীর বিরোধী ও গণমাধ্যমের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত সপ্তাহে মায়ানমারের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলীয় এক গ্রামে সরকারি বাহিনীর বিমান হামলায় শিশুসহ অন্তত আট জন নিহত হয়। জানুয়ারিতে একই অঞ্চলের একটি গ্রামে সামরিক বাহিনীর বোমাবর্ষণে অন্তত সাতজন নিহত হয়েছিল। আর গত সেরেন্টব্বরে সাগাইই এলাকায় একটি স্কুলে সামরিক হেলিকপ্টার থেকে ছোড়া গুলিতে অনেক শিশু নিহত হয়েছিল।

অসময়ের দুৰ্যোগে শস্যহানি ক্ষতিপূৰণ দাবি কৃষক সভাৰ

নয়াদিল্লি।১২ এপ্রিল : সম্ভ্রতি দেশের বিভিন্ন অংশে অসময়ের বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি ও ঝড়ে বিপুল হাৱে শস্যহানিৰ ফলে কৃষক এবং ক্ষেতমজুৱদেৱ দুৰৱস্থায় বিষয়ে গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰেছে সাৱা ভাৱত কৃষকসভা (এআইকেএস)। মঙ্গলবাৰ নয়াদিল্লিতে সংগঠনেৰ পক্ষ থেকে দেওয়া বিবৃতিতে এ প্ৰসঙ্গে কেন্দ্ৰীয় কৃষি মন্ত্ৰকেৱ উদাসীনতাৱ তীব্ৰ ভাষায় নিন্দা কৰা হৈয়েছে।

এই বিবৃতিতে জানানো হৈয়েছে, প্ৰাকৃতিক বিপৰ্যয়ে উত্তৰ ভাৱতে কৃষক ও ক্ষেতমজুৱদেৱেৰ অবস্থা যথেষ্ট চিন্তাজনক। মহাৱাষ্ট্ৰে অসময়েৰ বৃষ্টি, পাশাপাশি হিমালয় প্ৰশ্বে, উত্তৰাখণ্ড, পঞ্জাব, হৰিয়ানা, চণ্ডীগড়, দিল্লি, ৰাজস্থান, উত্তৰ প্ৰদেশ এবং জম্মু-কাশ্মীৰে শিলাবৃষ্টি ও ভাৱী বৰ্ষণে বিপুল পৰিমাণে ফসল ক্ষেত্ৰেই নষ্ট হৈয়েছে।

অসময়েৰ বৃষ্টিতে মাৰ্চেই মাৱা গেছে ৱৰি শস্য। বাস্তৱে যা কৃষি সংকটেৰ তীব্ৰতা বাঢ়িয়েছে। ৰাজ্যে ৰাজ্যে বড়সড় ক্ষতিৰ মুখে গম এবং সৰ ৰে চাষ। অসময়েৰ বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, ঝড়ে উক্ত এবং পশ্চিম ভাৱতে মাঠতৰা গমেৰ ফসল লুটিয়ে পড়েছে। অকৰ্ষিক আবহাওয়াৰ পৰিবৰ্তনেৰেই স্বাভাবিক সময়েৰ আগেই চড়তে শুকু কৰেছে পাৰদ। দু’য়ে মিলে কৃষিজ উৎপাদন যথেষ্ট পৰিমাণেই ব্যাহত কৰায়ে।

এদিকে কেন্দ্ৰ ও ৰাজ্যেৰ সৰকাৰ যথাযথ শস্যহানি নিৰ্ধাৰণ কৰছে না।



গোটা বিষয়টিৰ মূল্যায়নে হাঁট কপছে কৃষিমন্ত্ৰকেৱ। তাই দেখে হতাশ কৃষক সমাজ।

এৱেই সঙ্গে যোগ হৈয়েছে নিৰ্দিষ্ট সময়য়ে মধ্য শস্যহানিৰ পৰিমাণ পোৰ্টালে তোলোৱ ফ্যাকড়াও। যাৱ জন্য কৃষকদেৱে কৰ্তৃপক্ষেৱ দ্বাৱে দ্বাৱে মাথাকুটে ফিৰতে হৈছে। এছাড়াও জমিৰ আৰ্হতাৱ মাঠোৱ ন্যায় কঠোৰে গুণমানেৰ সূচক ফসল নষ্টেৰ ক্ষতি পূৰণ পাওয়াৰ ক্ষেত্ৰে জানানোকে শৰ্ত হিচাবে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা। কৃষক দেৱ অসহায়তা বাঢ়িয়েছে।

শস্যহানিৰ পৰিমাণ নিৰ্ধাৰণ, যথাযথ ক্ষতিপূৰণ, ঋণ মকুব, বিদ্যুৎ বিলে ছাড়, আগামী ফসলেৰ জন্য সুদহীন ঋণ ও বড় আকাৰে ৰেগা প্ৰকল্প

শুকু মতো বিভিন্ন বিষয়ে বিপন্ন কৃষক ও ক্ষেতমজুৱ দেৱ নিয়ে এআইকেএস’র শাখাগুলি ইতোমধ্যেই জোর কদমে কাজ করেছে।

মঙ্গলবার এআইকেএস’র সভাপতি অশোক ধাওয়ালে এবং সাধারণ সম্পাদক বিজু কৃষ্ণগেৰ এই কৰা বিবৃতিতে নিদাৰ্শ ৰূপ শস্যহানিতে বিধ্বস্ত কৃষকদেৱ প্ৰসঙ্গে কেন্দ্ৰীয় কৃষিমন্ত্ৰেৰ অনীহাৱ তীব্ৰ নিন্দা কৰা হৈয়েছে। এৱ থেকে বোঝা যায় ফসল নষ্টে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৃষকদেৱ বিষয়ে সৰকাৰেৰ কোনও অনুভূতিই নেই। নজৰ কৰাৱ মতোই, মাঠ থেকে তোলোৱ মুখেই প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগে যখন ফসল ধ্বংস হৈয়েছে। চাষেৰ জন্য কৃষকদেৱে শ্ৰম ও বিনিয়োগ দুই ব্থায় গেছে।

সমসাময়িক কৃষি সংকটেৰ বৃত্ত সুদূৰপ্ৰসাৰী। কাৰণ, বিপুল মাত্ৰায় ফসল নষ্ট দেশেৰ খাদ্য নিৰাপত্তাকে যথেষ্ট প্ৰভাবিত কৰতে পাৰে। এক্ষেত্ৰে মনে রাখা প্ৰয়োজন ২০২১-২২ অৰ্থবৰ্ষেও কম পৰিমাণে ৱৰি শস্য কেনা বাস্তবতা। আখৰে যা মুন্দ্ৰাস্থীতিজনিত নেতিবাচক পৰিস্থিতিকেই প্ৰতিফলিত কৰে। মূল্যবৃদ্ধি ঠেকাতে এবং প্ৰভাবিত কৃষকদেৱ ক্ষতিপূৰণ দিতে তাই এই মৱসুমে ৱৰি শস্যেৰ ক্ৰয় অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। এমন পৰিস্থিতিতে, সংশ্লিষ্ট অংশেৰ সঙ্গে আলোচনাৱ ভিত্তিতে ক্ষতিপূৰণ প্ৰদানে যুদ্ধকালীন তৎপৰতায় উদ্যোগী হতে কেন্দ্ৰীয় সৰকাৰেৰ কাছে সাৱা ভাৱত কৃষকসভা দাবি জানিয়েছে।



সমাজ সংস্কাৰক জ্যোতিৰাও ফুলেৰ জন্মদিন এবং সাৱা ভাৱত কৃষক সভাৱ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে মহাৱাষ্টেৰ ৱাহানুতে এক সমাবেশেৰ আয়োজন কৰা হয়। এতে প্ৰায় দেড় হাজাৰ কৃষক অংশ নেন এবং তাৱা বি জে পি সৰকাৰেৰ জনবিরোধী, কৃষক বিরোধী, শ্ৰমিক বিরোধী নীতিৰ প্ৰতিবাদে সোচ্চাৰ ধ্বনিত কৰেন।

ইতিহাসের পাশাপাশি নানা পাঠ্যসূচি বাদ যাচ্ছে সমাজবিজ্ঞান বই থেকেও

নয়াদিল্লি। ১২ এপ্রিল : এন সি আই ৱ’ৰ একাদশ শ্ৰেণিৰ সমাজবিজ্ঞান বই থেকে কৃষিৰ দুৰ্দশা, দুষণজনিত মৃত্যু, পুলিশেৰে জাতিভিত্তিক হুন ইত্যাদি কেস স্টাডি বাদ দিয়ে কোনো সংকট নেই। বিদ্যুত্তেৰও সমস্যা নেই। দেওয়া হয়েছে। আগে এই বিষয়গুলো ছিল। কিন্তু নতুন ছাপানো বইয়ে এই বিষয়গুলো বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

পাঠ্য পুস্তক থেকে শুধুমাত্র ইতিহাসেই নানা বিষয় বাদ দেওয়া হচ্ছে না। তার সঙ্গে অন্য বিষয়ের বই থেকেও নানা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও সূচি বাদ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সমাজবিজ্ঞান বইয়ে কৃষির ক্ষেত্রে মহাৱাষ্ট্ৰেৰ বিৰ্ঘট এলাকাৱ কৃষিৰ ক্ষেত্ৰে জলেৱ সংকট নিয়ে কেস স্টাডি ছিল। যা লিখেছেন বিশিষ্ট সাংবাদিক পি সাইনাথ। যেখানে লেখা ছিল কীভাবে নাগপুৰেৰ বাজারগাঁও এলাকাৱ মানুষৱা জল আৱ বিদ্যুত্তেৰ সংকটে ভুগাছেন। ঘটনাৱ পৱ ঘটনা সেখানে বিদ্যুৎ থাকে না। প্রচণ্ড গরমে যেখানে তাপমাত্রা ৪৭ ডিগ্রিতে গিয়ে পৌছায়, সেখানে মানুষ জল আৱ বিদ্যুত্তেৰ সংকটে দিন কাটাচ্ছেন। যা সাধারণ মানুষদেৱে জীবনে

ব্যাপক প্ৰভাব ফেলেছে। অথচ একইসঙ্গে সেখানে একটা ওয়াটাৱ পাৰ্ক কৰা হৈয়েছে প্ৰতি ৪০ একৰ এলাকা জুড়ে। যেখানে জলেৱ কোনো সংকট নেই। বিদ্যুত্তেৰও সমস্যা নেই। সেখানে এত জল যে, বাজাৱগাঁও এলাকাৱ মানুষ তা কন্ধানও কৰতে পাৱেন না। পুলিশেৰে জাতিভিত্তিক ব্যবহার নিয়ে সমীক্ষাৱ প্ৰতিবেদনটি লিখেছেন সমাজবিজ্ঞানী অমিত বাড়িস্কাৱ। যেখানে উক্তৱ দিল্লিৰ অশোক বিহাৱেৰ একটি ঘটনাৱ উল্লেখ কৰা হৈয়েছে। ১৮ বছৰে এক তরুণকে পিটিয়ে হত্যা কৰাৱ ৱা ঘটনায় দুই পুলিশকৰ্মীও যুক্ত বলে অভিযোগ। সেই ঘটনাৱ পৰিপ্ৰেক্ষিতে কেস স্টাডি ও সমীক্ষা নিয়ে এই লেখা।

এছাড়া রয়েছে বায়ু দূষণ নিয়ে তথ্য সহ এক সমীক্ষা। সেটাও বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই বিষয়গুলো সমাজবিজ্ঞান বই থেকে বাদ দেওয়ার কারণ হিসেবে সাধারণ মানুষেৰ কাছে নানা সত্য ও তথ্য লুকিয়ে রাখাকেই উল্লেখ কৰাছেন বিশেষজ্ঞৱা।

কয়লা খনির নিলামি বাতিলের দাবিতে তামিলনাড়ুতে আন্দোলনে কৃষকরা

চেন্নাই।১২ এপ্রিল: তামিলনাড়ুতে কাৰেবী নদীৱ অববাহিকায় কয়লা খনিৰ নিলামি বাতিল কৰাৱ জন্য আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন কৃষকৱা। বৌথ সংগ্ৰাম কমিটিৱ পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তিনটি খনিৰ এই নিলামি বাতিল কৰাৱ জন্য তাদেৱ দাবি মেনে কেন্দ্ৰীয় কয়লামন্ত্রী প্ৰহ্লাদ যোশি টাইট কৰে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়েছেন। কিন্তু কৃষকদেৱ দাবি হচ্ছে, এই ধরনের প্ৰতিশ্ৰুতি দিলেই শুণু হবে না, সঠিকভাবে অফিসিয়ালি বাতিল কৰাৱ লিখিত ঘাণ্ণা দিতে হতে।

সম্ভ্রতি এনিয়ে থানাভুৱ এলাকায় কৃষকদেৱ বৈঠক হৈয়েছে। সেখানে স্থিৱ হৈয়েছে যে, দ্ৰুত এই নিলামি প্ৰত্যাহাৱেৰ ঘোষণা দেওয়া না হলে, আৱও বৃহত্তৱ আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। বৌথ সংগ্ৰাম কমিটিৰ এই বৈঠকে সভাপতিত্ব কৰেন পি. শামসুৰাম। তিনি বলেছেন, বি জে পি’ৱ নেতা মন্ত্ৰীৱা এৱকম নানা ধরনের প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে থাকেন। এগুলো মোটেও বিশ্বাসযোগ্য নয়। প্ৰতিশ্ৰুতি দেওয়া কখনও সৰকাৰি নিৰ্দেশ হতে পাৱে না। নিলামিৱ তালিকা থেকে এই তিনটি কয়লা খনিৰ নাম সৰকাৰি ভাবে বাদ না দেওয়া পর্যন্ত এই আন্দোলন চলতেই থাকবে। তামিলনাড়ু বিবসায় সঙ্গম সংগঠনেৰ সাধাৰণ সম্পাদক স্বামী নটৱাজন জানিয়েছেন, এপ্ৰিল মাসেৰ মধ্যেই সৰকাৰকে এই নিৰ্দেশ জাৱি কৰতে হবে। তা না হলে মে মাসেৰ পৰিমাণ বৰাদ ৰেগা প্ৰকল্প থেকে কমিয়ে দিচ্ছে।

সৰকাৰেৰ এই নিৰ্দেশ জাৱি কৰতে হবে। তা না হলে মে মাসেৰ পৰিমাণ বৰাদ ৰেগা প্ৰকল্প থেকে কমিয়ে দিচ্ছে।

কৰ্মসংস্থানেৰ জন্য বামফ্ৰণ্ট সৰকাৰ এই ৱাজ্যে টুৰেপ প্ৰকল্প চালু কৰােছিল। এই প্ৰকল্পে এখন খুব কম কাজ হয়। ফলে কৰ্মহীন মানুষ এখন টুৰেপ প্ৰকল্পেৰ সুবিধা থেকেও বঞ্চিত। এদিকে কেন্দ্ৰেৰ বি জে পি সৰকাৰ প্ৰতি বছৰ বিপুল জীবন-জীৱিকা সুনিশ্চিত কৰা যায়। কিন্তু না ধরেছে সেটাৱ ফৰ মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকনমি (সি এম আই ই) সৰ্বশেষ একটি সমীক্ষা। এই সংস্থাৱ সমীক্ষায় দেখা গেছে আমাদেৱে দেশে ২০২৩-২৪ জানুৱাৰিৰে বেকাৱত্ৰেৰ হাৰ ছিল ৭.১৪ শতাংশ, ফেব্ৰুৱাৰিতে ৭.৪৫ শতাংশ এবং মাৰ্চ মাসে এই সংখ্যা আৱও বাড়ে। বেকাৱত্ৰেৰ একটি জ্বলন্ত সমস্যা। কিন্তু সিহেভাগ প্ৰিন্ট বা ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়া এই বিষয়ে কোনো আলোচনাই কৰাছে না। এই মিডিয়াগুলি শাসক বি জে পি’ৰ পক্ষ নিয়ে জনসাধাৰণেৰ সম্মুখে হাজাৰ ৬৭৪ টি। আৱ কেন্দ্ৰীয় সৰকাৰেৰ দপ্তৰগুলিতে শূন্যপদেৰ সংখ্যা প্ৰায় ১০, ০০০০০। সি এম আই ই এৱ সমীক্ষায় দেখা গেছে শহৰ অঞ্চলে বেকাৱত্ৰেৰ হাৰ ৮.৪ শতাংশ এবং গ্ৰামীণ অঞ্চলে বেকাৱত্ৰেৰ হাৰ ৭.৫ শতাংশ। শহৰ বা নগৰ অঞ্চলে

কৰ্মসংস্থানেৰ জন্য বামফ্ৰণ্ট সৰকাৰ এই ৱাজ্যে টুৰেপ প্ৰকল্প চালু কৰােছিল। এই প্ৰকল্পে এখন খুব কম কাজ হয়। ফলে কৰ্মহীন মানুষ এখন টুৰেপ প্ৰকল্পেৰ সুবিধা থেকেও বঞ্চিত। এদিকে কেন্দ্ৰেৰ বি জে পি সৰকাৰ প্ৰতি বছৰ বিপুল জীবন-জীৱিকা সুনিশ্চিত কৰা যায়। কিন্তু না ধরেছে সেটাৱ ফৰ মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকনমি (সি এম আই ই) সৰ্বশেষ একটি সমীক্ষা। এই সংস্থাৱ সমীক্ষায় দেখা গেছে আমাদেৱে দেশে ২০২৩-২৪ জানুৱাৰিৰে বেকাৱত্ৰেৰ হাৰ ছিল ৭.১৪ শতাংশ, ফেব্ৰুৱাৰিতে ৭.৪৫ শতাংশ এবং মাৰ্চ মাসে এই সংখ্যা আৱও বাড়ে। বেকাৱত্ৰেৰ একটি জ্বলন্ত সমস্যা। কিন্তু সিহেভাগ প্ৰিন্ট বা ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়া এই বিষয়ে কোনো আলোচনাই কৰাছে না। এই মিডিয়াগুলি শাসক বি জে পি’র পক্ষ নিয়ে জনসাধাৰণেৰ সম্মুখে হাজাৰ ৬৭৪ টি। আৱ কেন্দ্ৰীয় সৰকাৰেৰ দপ্তৰগুলিতে শূন্যপদেৰ সংখ্যা প্ৰায় ১০, ০০০০০। সি এম আই ই এৱ সমীক্ষায় দেখা গেছে শহৰ অঞ্চলে বেকাৱত্ৰেৰ হাৰ ৮.৪ শতাংশ এবং গ্ৰামীণ অঞ্চলে বেকাৱত্ৰেৰ হাৰ ৭.৫ শতাংশ। শহর বা নগর অঞ্চলে

— ওয়াসিম জাফৰ, বিশালগড়

আইটি বিধির সংশোধনী কেন? কেন্দ্ৰের জবাব চাইল হাইকোর্ট

মুম্বাই। ১২ এপ্রিল : তথ্য প্ৰযুক্তি বিধিৰ সাংশ্ৰুতিক সংশোধনীকে সৱাসৱি চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বৰ্ষে হাইকোৰ্টে মামলা কৰলেন সুপ্ৰৰিচিত কৌতুকশিল্পী কুনাল কামৱা। হাইকোৰ্টে তিনি বলেছেন, কেন্দ্ৰীয় সৰকাৰেৰ এই সংশোধনী “সংবিধান বিৰোধী এবং নাগৰিকদেৱ বাক স্বাধীনতাৱ পৰিপন্থী”। সোশ্যাল মিডিয়ায় এই একতৰফা নিয়ন্ত্ৰণ চালু হৈলে তাৱ মতো পেশাজীবীৱা ক্ষতিগ্ৰস্ত হবেন। বৃধবাৱ এই মামলাৱ শুনানিৰ পাৰে এবাৱপাৰে হলফনামাৱ আকাৰে কেন্দ্ৰীয় সৰকাৰেৰ সুস্পষ্ট জবাব তলব কৰেছে হাইকোৰ্ট। আগামী ১৯ এপ্ৰিলেৰ মধ্যে হলফনামা দিয়া দিতে বলা হৈয়েছে কেন্দ্ৰকে। মামলাৱ পৱবতী শুনানি হবে ২১ এপ্ৰিল।

প্ৰসঙ্গত, গত ৬ এপ্ৰিল কেন্দ্ৰীয় সৰকাৰ ইনফৰমেশন টেকনোলজি ইন্টাৱমিডিয়াৰি গাইডলাইনস অ্যাক্ট ডিজিটাল মিডিয়া এথিণ্ড কোড) ৰূপস, ২০২১’এ কয়েকটি সংশোধনী ঘোষণা কৰে। সংযোজিত নতুন বিধিতে বলা হয়, কেন্দ্ৰেৰ ইলেক্ট্ৰনিক্স অ্যাক্ট ইনফৰমেশন টেকনোলজি মন্ত্ৰক একটি ‘ফ্যাটি চেকিং ইউনিট’ তৈৰি কৰবে, যাৱা সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট হওয়া সৰকাৰ-বিরোধী কোন তথ্যকে নিজেৱ বিবেচনা অনুযায়ী ‘মিথ্যে’ বা ‘ভূয়ো’ বা ‘বিশ্ৰাম্ভিকূলক অনলাইন তথ্য’ হিসেবে চিহ্নিত কৰাৱ অধিকাৱ পাৰে।

শুণু তাই নয়, নয়া বিধিতে বলা ৱয়েছে, এই ফ্যাটি চেকিং বা তথ্য যাচাই সংস্থা যে কোন অনলাইন তথ্য বা পোস্টকে ‘মিথ্যে’ বা ‘ভূয়ো’ বলে চিহ্নিত কৰা মাত্ৰই সেটিৱ বিৰুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে হবে সংশ্লিষ্ট টেলিকম সার্ভিস প্ৰোভাইডাৱ বা সংশ্লিষ্ট সোশ্যাল মিডিয়াৰে। এৱ অনাথা হলে তাৱা তথ্য প্ৰযুক্তি আইনেৰ ৭৯ ধাৱাৱ ‘নিৰাপাদ আশ্ৰয়’ সুৱক্ষা হাৱাবে।

এহেন বিপজ্জনক সংশোধনীৱ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰেই সোমবাৱ বৰ্ষে হাইকোৰ্টে মামলা কৰেছেন কুনাল কামৱা। বিচাৱপতি গৌতম প্যাটেল এবং নীলা গোখলেৱে ভিভিশন বেষ্ধে পেশ কৰা আবেদনে তিনি বলেছেন, সৰকাৰ যদি এভাবে নিজেৱই নিজেৱেৰ বিৰুদ্ধে পেশ কৰা তথ্য বা বিচাৱেৰে তাৱ নিয়ে নেয়, তাহলে তাৱ প্ৰভাব বিপজ্জনক হৈয়ে উঠতে পাৱে। নিজেকে ‘ৰাজনৈতিক কৌতুকশিল্পী’ আখ্যা দিয়ে কুনাল জানান, সাধাৰণত নানান সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফৰ্মেই তিনি তাঁৰ ভিডিও নেন। তাঁৰ আশঙ্কা, “কেন্দ্ৰেৰ নয়া বিধি চালু হলে আমাৱ এসব ভিডিও একতৰফাভাবে ব্লক কৰে দেওয়া হবে। আমাৱে সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট সাংসপেত্ত হবে অথবা বাতিল কৰে দেওয়া হবে। এৱ ফলে পেশাগতভাবে আমি ক্ষতিগ্ৰস্ত হবো।” এই সংশোধনীকে ‘অসাংবিধানিক’ আখ্যা দেওয়ার আৱজি জানিয়ে হাইকোৰ্টে কুনাল বলেন, “এই বিধি অনুযায়ী সৰকাৰ যাতে কোন ব্যক্তিৱ বিৰুদ্ধে পদক্ষেপ কৰতে না পাৱে তা নিশ্চিত কৰক আদালত।” এৱ পৰেই এই সংশোধনীৱা বাপাৰে কেন্দ্ৰেৰ জবাব তলব কৰে বিচাৱপতিৱা বলেন, এমন পদক্ষেপ কেন জৰুৰি হৈয়ে পড়ল তাৱ ব্যাখ্যা দিতে হবে সৰকাৰকে।

নয়া কৃষি ও শ্রম আইন নিয়ে প্রয়োজনীয় আলোচনা

সমালোচনা— সুকান্ত ভট্টাচার্য

সৌভিক ঘোষেৰ সম্ভ্রতি প্ৰকাশিত বইটিতে এমন দুটি বিষয় উপস্থাপিত হৈয়েছে যা সাম্প্ৰতিককালে কেন্দ্ৰীয় সৰকাৰি নীতি নিয়ে জনপ্ৰিয় সংবাদ মাধ্যমে যে আলোচনা চোখে পড়ে সেখানে কিছুটা ব্রাত। মহামাৱি চলাকালীন কেন্দ্ৰীয় সৰকাৰেৰ আনা নয়া কৃষি বিল যা কিনা সংগঠিত কৃষক বিক্ষোভেৰ মুখে পড়ে সৰকাৰ সাময়িকভাবে প্ৰত্যাহাৱ কৰতে বাধ্য হয় তা নিয়ে বইটিতে চমৎকাৱ আলোচনা ৱয়েছে। নয়া কৃষি বিলেৱ মূল বিষয়গুলি কি আৱ তা কীভাবে মুক্তিমেয় কৰ্পোৰেট গোষ্ঠীৱ স্বাৰ্থে কৃষকসহ সমাজেৰ অন্যান্য শ্ৰেণিগুলিৱ ওপৱ আঘাত নামিয়ে আনবে সে কথা লেখক বইটিতে পৰিষ্কাৱ কৰেছেন তো বটেই, নয়া কৃষি বিলেৱ পক্ষেৰ যে মোদা যুক্তিগুলি সৰকাৰ বা বিলেৱ সমৰ্থকৱা জনসমক্ষে জনািচ্ছিলে, সেগুলিকেও সংক্ষেপে উপস্থাপিত কৰে তৰেই খণ্ডন কৰেছেন।

কৃষি বিল নিয়ে তবু সংবাদ মাধ্যমে কিছু আলোচনা হৈয়েছিল। মহামাৱীৰ সময়ে যে অভূতপূৰ্ব কৃষক বিক্ষোভ দেখা গিয়েছিল তাকে পূৰোপূৰি অবজ্ঞা কৰা সংবাদ মাধ্যমেৰ পক্ষে সম্ভব হৱনি। কিন্তু ২০১৯ ও ২০২০ সালে কেন্দ্ৰীয় সৰকাৰ ২৯টি শ্ৰম আইন খাৰিজ কৰে তাৱ জায়গায় চাৱটি নয়া শ্ৰম আইন চালু কৰে। আদ্যোপাত্ত শ্ৰমিক স্বাৰ্থবিরোধী এই চাৱটি নয়া শ্ৰম আইন নিয়ে মূলধাৱাৱ সংবাদ মাধ্যমে প্ৰায় কোন আলোচনাই হৱনি। ফলে সাধাৰণ মানুষেৰ মধ্যে এই নয়া আইন সম্পৰ্কে ধাৱণা নেই বললেই চলে। বইটি এই অভাব অনেকোশে পূৰণ কৰবে। নয়া শ্ৰম আইন কিভাবে দেশেৰ অধিকাংশ সংস্থাৱ শ্ৰমিকেৰ বেতন থেকে সামাজিক সুৱক্ষাৱ ন্যূনতম অধিকাৱগুলি কেড়ে নিতে চাইছে তা লেখক চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন। শ্ৰমিকেৰ সংগঠিত হবাৱ অধিকাৱ ও মজুৰি নিৰ্ধাৰণে স্বীকৃত শ্ৰমিক সংগঠনগুলিৱ ভূমিকা পূৰোপূৰি অবলুণ্ট কৰাৱ দিকে নয়া শ্ৰম আইন দেশকে নিয়ে যেতে চাইছে বইটি থেকে তা পৰিষ্কাৱ।

একটা ব্যাপাৰে লেখক অত্যন্ত মৃদুিয়ানাৱ পৱিচয় দিয়েছেন। নয়া কৃষি ও শ্ৰম বিল সংক্ৰান্ত আলোচনাকে বৃহত্তৰ রাজনৈতিক অৰ্থনীতিৱ প্ৰেক্ষাপটে উপস্থাপিত কৰেছেন। এতে পাঠকেৱ সুবিধা হয়। এই আইনগুলিকে বিচ্ছিন্নভাবে না দেখে নয়া উদাৱনৈতিক মতাদৰ্শ প্ৰতিষ্ঠাৱ হাতিয়াৱ হিচাবে পাঠক অনুধাবন কৰতে পাৱেন। বইটিৱ ক্ষুদ্র পৰিসৰে এই সুযোগ পাঠককে দেওয়া খুব সহজ কাজ নয়। লেখক সেটি পেৱেছেন।

বইটি পড়লেই বোঝা যায় যে লেখক একটি নিৰ্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাদৰ্শে বিশ্বাসী। এ কথা গোপন কৰাৱ কোনও চেষ্টাই লেখক কৰেননি। বইটি যে তাঁৱ রাজনৈতিক সমস্মী কৰ্মীৱেৰে জন্য চাচাৱেৰ একটি হাতিয়াৱ হৈয়ে উঠবে সে কথা বলাই বাহুল্য। বইটি কিন্তু যাঁৱা নিৱপেক্ষভাবে নয়া কৃষি ও শ্ৰম আইনগুলি সম্পৰ্কে জানতে চান ,তাঁদেৱ কাছেও বইটি একটি গুৰুত্বপূৰ্ণ দলিল হতে পাৱে। বইটি সহজপাঠ্য, বাৱৰাবে বাংলায় লেখা। পড়তে গিয়ে কোথাও ঠেকে যেতে হয় না।

যাঁৱ অৰ্থনীতি নিয়ে বাংলায় প্ৰবন্ধ লেখেন তাঁৱা জানেন এ বড় সহজ কথা নয়। উপযুক্ত পৱিভাষাৱ অভাবে অনেক সময়ই সঠিক শব্দেৱ খোঁজে এদিক -ওদিক হাতড়ে বেড়াতে হয়। নয়া আইনগুলি বৰ্ণনা কৰাৱ সময় লেখক ইংৰেজিৰ সাহায্য নিৱেছেন বটে,কিন্তু সেটাৱ প্ৰয়োজন ছিল। না হলে মূল আইনগুলিৱ বক্তব্য অনুবাদে এদিক -ওদিক হবাৱ সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু ছাপাৱ ভুল থেকে গেছে, যেগুলি পৱবতী সংক্ৰমণে শুধৰে নেওয়া হলে পাঠকৱা উপকৃত হবেন। সে মিলিয়ে বলা চলে যে বইটি সংগ্ৰহে ৱাখাৱ মতোই –বিশেষ কৰে তাঁদেৱেৰ জন্য যাঁৱা ৰাজনৈতিক অর্থনীতি ও সৰকাৰি নীতি প্ৰণয়নেৱ মতো বিষয়গুলি সম্পৰ্কে জানতে আগ্ৰহী।



পাঠকের কথা/



মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়

না আছে কর্মসংস্থান, না হচ্ছে চাকরি

বৰ্তমান ভাৱতে বেকাৱত্ৰ এক ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰেছে। সাধাৰণ মানুষ ও শিক্ষ

নীল রক্তের বিকার

।। প্রবীর সরকার ।।

চিংকার দিলাম ফুৎকার দিলাম
দিলাম জাতের দোহাই
বিরাগ ভাঙার চিরাগ দিলাম
দিলাম নতুন বোনাই।

চার্টার্ড প্লেনে উড়াল দিলাম
সভা করলাম অন্দরে
কোনটা পথ নে কি যে আপদ
ছড়িয়ে দিলাম ধন্দ রে।

গরমা গরম ভাষণ দিলাম
পাহাড় টিলা কন্দরে
কোনটা পথ নে কি যে আপদ
ছড়িয়ে দিলাম ধন্দ রে।

পিতা মাতার নাম ধরিনা
আহার বিহার সার।
এম পি ছিলেন মন্ত্রী ছিলেন
আখের গোছাবার।

তীরা ছিলেন রাজার পুত্র
খানদানী রাজবধু
বিকার জাগলে ছুটে যেতেন
অম্পিনগর তইদু।

পুইলা জাতি দফাদারী
ফুঁ দিলাম আমি
থানসা বলে ফুকার দিলাম
নিলাম সেলামী।

যমুনা তীরে লোহিত পাড়ে
খেলছি একা লোকা
দাদু পেলেন আমি পেলাম
বাকি সবাই ফকা।

দাদুর বাবা তাঁরও বাবা
কে রাখে কার খৌজ
মোগল বাদ তাঁরাও বাদ
ঠগের বাড়ির ভোজ।

উড়ান পথে দাদুর ফলক
তেমাথাতে মূর্তি
আমি পেলাম নগদ বিদায়
কী দারুন ফুর্তি!

প্রার্থী দিলাম কাটতি দিলাম
বাড়া ভাতে ছাই
বামে বর্ধি নাচ লাগালাম
তাই তাই তাই।

ন্যুরেমবার্গ বিচারের আইনজীবী বেন ফেরেঞ্জ প্রয়াত

ফ্লোরিডা।। **১২ এপ্রিল** : ন্যুরেমবার্গের বিচারে নাৎসি যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে সংযোজন করা সর্বশেষ জীবিত আইনজীবী বেঞ্জামিন বেরেল ফেরেঞ্জ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তার বয়স হয়েছিল ১০৩ বছর।

গত ৭ এপ্রিল, ২০২৩, শুক্রবার রাতে ফ্লোরিডার একটি আশ্রয়কেন্দ্রে স্বাভাবিকভাবেই যুগের মধ্যে শান্তিপূর্ণভাবে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন ফেরেঞ্জ , শনিবার তার ছেলে ডোনাল্ড ফেরেঞ্জ এই সংবাদ জানিয়েছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের হলোকাস্ট মিউজিয়াম টুইট করে বলেছে, ‘গণহত্যা ও সংশ্লিষ্ট অপরাধের শিকার হওয়া মানুষদের ন্যায়বিচারের লড়াইয়ের ক্ষেত্রে বিশ্ব একজন নেতাকে হারালো।’

ফেরেঞ্জ ১৯২০ সালে ট্রাঙ্গিলভেনিয়ায় অর্থেডক্স ইহুদি পিতামাতার ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যখন তার বয়স মাত্র ১০ মাস, তখন তার পরিবার ব্যাপক ইহুদি বিদ্বেষ থেকে বাঁচতে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান।

হার্ভার্ড স্কুল থেকে স্নাতক হওয়ার পরে, তিনি আমেরিকান যুদ্ধ প্রেষ্টেয়ার তালিকাভুক্ত হন এবং বেশ কয়েকটি কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের বন্দিসদ্য মুক্তিতে দাবিতে সোচ্চার ছিলেন।

২৭ বছর বয়সে কোনও পূর্ববর্তী বিচারের অভিজ্ঞতা ছাড়াই, ফেরেঞ্জ ১৯৪৭ সালের আইনস্‌জাটজগুপন বিচারের প্রধান আইনজীবী হন , যেখানে ২২ জন প্রাক্তন এস এস কমান্ডারকে অধিকৃত পূর্ব ইউরোপে এক মিলিয়নেরও বেশি ইহুদি হত্যার জন্য বিচার করা হয়েছিল, পাশাপাশি রোমান জনগণ এবং নাৎসি শাসনের অন্যান্য ভুক্তভোগীগীরা অভিযুক্তদের সবাইকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে।

ন্যুরেমবার্গের বিচারের পরে, ফেরেঞ্জ ইহুদি দাতব্য সংস্থাগুলির একটি কনসোলিডিয়ামের জন্য কাজ করেছিলেন যা গণহত্যার কবল থেকে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের সম্পত্তি, বাড়ি, ব্যবসা, শিক্ষাকর্ম, তোরাহ ফ্রোল এবং অন্যান্য ইহুদি ধর্মীয় সামগ্রী পুনরুদ্ধার করতে সহায়তা করেছিল যা নাৎসিদের দ্বারা চুরি হয়েছিল।

তার জীবনের বেশিরভাগ সময় জুড়ে এবং বিশেষত তার পরবর্তী বছরগুলিতে, ফেরেনজ একটি আন্তর্জাতিক আদালতের ধারণাকে সমর্থন করেছিলেন যা যুদ্ধাপরাধের জন্য যে কোনও সরকারের নেতাদের বিচার করতে পারে।

২০০২ সালে দ্য হেগে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ফেরেঞ্জের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছিল, যাকে তিনি তার ‘শিশু’ হিসাবে উল্লেখ করেছিলেন।

যুক্তরাষ্ট্রের হলোকাস্ট মেমোরিয়াল মিউজিয়ামের পরিচালক সারা ব্রুমফিল্ড বলেন, আরও শান্তিপূর্ণ ও ন্যায়সঙ্গত বিশ্বের জন্য বেন ফেরেঞ্জের বিরামহীন প্রচেষ্টা প্রায় আট দশক ধরে বিস্তৃত ছিল এবং মানবতার নিষ্ঠুরতম অপরাধের বিরুদ্ধে আমরা কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাই তা চিরকালের জন্য নির্ধারণ করেছিল।

বিকল্প কর্মসংস্থানের দিশা

বিকল্প কর্মসংস্থানের

লক্ষ্যে কেৱলাৱা এল ডি

এফ সরকার বহুমুখী

কর্মসূচি হাতে নিয়েছে।

সরকারি চাকরির

পাশাপাশি স্বনিযুক্তি

প্রকল্পে গুরুত্ব দিয়ে

আসছে। কেৱলাৱা

চেরথলা মেঘা ফুডপার্ক

গড়ে তুলেছে কেৱলাৱা

সরকার। চুৱাশি একর

জায়গায় এই ফুডপার্ক

গড়ে তুলতে এক হাজার

কোটি টাকা ব্যয়

হয়েছে। তিন হাজার

লোকের নিশ্চিত

কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা

হবে ফুডপার্কে।



জলের সংকটে দিশেহারা বিভিন্ন এলাকার মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি।। **খোয়াই,১২ এপ্রিল:** চৈত্রের অস্তিমলগ্ন। একদিন বাদেই বাংলা নববর্ষ। জনজীবনের দীর্ঘলালিত ঐতিহ্যবাহী উৎসব। ঘরে ঘরে বর্ষবরণের প্রস্তুতি। একইসাথে বর্ষবিদায়েরও পালা। পুরানোকে বিলায় জানিয়ে নতুকে আবাহনের সাজ সাজ রব।

কিন্তু খরায় জ্বলছে চারদিক। প্রখর রৌদ্রতাপে অসহনীয় অবস্থা। চরমে পৌছেছে অসহ্য রকমের দহনজ্বালা। অনাগৃহিত তে মানুষের শ্বাসঘ্বাসে অবরুদ্ধ জনজীবন। নববর্ষের চিরাচরিত ঐতিহ্যের আনন্দোৎসবে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে শেষ চৈত্রের সূতীর দহনজ্বালা। ক্রমেই বাড়ছে পারদ। চড়ছে উত্তাপ। মরুভূমির মতো ধু ধু প্রান্তর। অন্তরে উৎসবের ঘনঘটা নেই। গরমে শুষ্ক অন্তর। প্রাণ জুড়োনোর তাগিদে বৃষ্টির অপেক্ষায় অধীর আগ্রহে মানুষ। চাতক পাখির মতো আকাশপানে চেয়ে আছে বৃষ্টির আশায়।

খরায় খোয়াই মহকুমার তুলাশিখর ও পশ্চিম রুকের এলাকপের এলাকায় জল সংকট সৃষ্টি হয়েছে। পানীয় জলের সংকট জনজীবনে নামিয়ে এনেছে অভূতপূর্ব স্থবিরতা। দিশেহারা অবস্থা মানুষের। একফৌটা জলের জন্য যেন যুদ্ধ করতে হয় অসহায় মানুষকে। কাজের খৌজ করার আগে জলের সন্ধানে কাঁকড়াডোরে ঘর ছাড়তে হয় তৃষ্ণার্ত মানুষকে। তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফেটে যাওয়ার জোগার। তবু জল মিলে না অনেক গ্রামের জনপদে।

মডেল রাজ্যের ডাবল ইঞ্জিনের সরকার শয়নে স্বপনে উঠতে বসতে সবকা সাথ সবকা বিকাশের সাফল্যের মাহাত্ম্য

এন সি ই আর টি পাঠ্যসূচির পরিমার্জনে বিপাকে এন্ট্রান্স শিক্ষার্থীরা

নয়াদিল্লি। ১২ এপ্রিল : দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ শেষে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য এতদিন ধরে ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং (এন সি আর টি)-র একাদশ দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যসূচির উপর ভিত্তি করেই পরীক্ষা নেওয়া হতো।

বর্তমানে এন সি ই আর টি তার একাদশ- দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যসূচির পরিবর্তন করেছে। জাতীয় শিক্ষানীতি (এনএসি) ২০২০-র নির্দেশ মোতাবেক। এই পরিবর্তনের উদ্দেশ্য হিসাবে বলা হয়েছে শিক্ষার্থীদের যুগ্মত বিন্যাস পরিবর্তে দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষায় নিয়ে আসা। কিন্তু বিভিন্ন প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্যসূচি এখনও যোগ্যতা করা হয়নি। এতেই সমস্যাটা পড়েছে শিক্ষার্থীরা। নিয়মিত স্কুলগুলি জানিয়ে দিয়েছে তাদের দায়িত্ব হচ্ছে শিক্ষার্থীদের দ্বাদশ মানের বোর্ডের পাঠ্য টাকা করা প্রস্তুত করা। বাধা হয়েই শ্রেণির জীববিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকে উদ্ভিদবিজ্ঞান দিকে ছুটতে হচ্ছে। পাঠ্যসূচির এই স্পষ্টতার অভাবে অভিভাবকদের কয়েক লক্ষ টাকা খরচ

করতে হচ্ছে। দিল্লিতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতির জন্য বিজ্ঞান শাখার একেক শিক্ষার্থীর জন্য স্কুল এবং কোচিং হিসাবে দুই বছরে প্রায় গড়ে ২০ লক্ষ টাকা খরচ করতে বাধ্য হচ্ছেন অভিভাবকরা।

এই শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণির গণিত পাঠ্যপুস্তক থেকে নতুন সিলেবাসে স্টে, ত্রিকোণমিতিক ফাংশন, জটিল সংখ্যা, সিকোয়েন্স এবং সিরিজ, পরিসংখ্যান এবং শ্রেণির পদার্থবিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। গাণিতিক যুক্তির একটি সম্পূর্ণ অধ্যায়ও বাদ দেওয়া হয়েছে। একইভাবে দ্বাদশ শ্রেণির গণিত পাঠ্যপুস্তকে ম্যাট্রিক্স, আল্জিব্রেশন অফ ডেরিভেটিভস, ইন্টিগ্রালস, ভেক্টর এবং বীজগণিতের মতো অধ্যায় গুলি সম্পাদনা করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, একাদশ শ্রেণির জীববিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকে উদ্ভিদবিজ্ঞান এবং প্রাণিকীয়া বিষয়ে ১১টি অধ্যায়ে সম্পাদনা করা হয়েছে— উদ্ভিদ কিংডম, ফুলের উদ্ভিদের

কোচিং-এ যেতে একপ্রকার বাধ্য হচ্ছেন। সুযোগ বুকে শিক্ষা ব্যবসায়ীরাও মুনাফার পাহাড় গড়তে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন (সি বি এস ই) ভারতের একটি জাতীয় শিক্ষা বোর্ড — কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত — যার ভারতে ২৭,০০০ এরও বেশি সরকারিও বেসরকারি স্কুল রয়েছে এবং ২৮ টি দেশের ২৪০ টি স্কুল এর সাথে অনুমোদিত। সি বি এস ই এই অধিভুক্ত সমস্ত স্কুল এন সি ই আর টি পাঠ্যক্রম অনুসরণ করে, বিশেষত নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত। সি বি এস ই সমস্ত কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, সমস্ত জওহর নবোদয় বিদ্যালয়, বেসরকারি স্কুল এবং কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বেশিরভাগ স্কুলকে অনুমোদিত করে। এর আওতাধীন ১,১৩৮টি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, ৭,০১১টি সরকারি বিদ্যালয়, ১৬,৭৪১টি স্বতন্ত্র বিদ্যালয়, ৫৯৫টি জওহর নবোদয় বিদ্যালয় এবং ১৪টি কেন্দ্রীয় তিকবতী বিদ্যালয় রয়েছে। তবে সি বি এস ই কোনও

ডামি স্কুলকে বা কোচিং সেন্টারকে তালিকাভুক্ত করে না বা স্বীকৃতি দেয় না। দিন শেষে শিক্ষার্থীকে প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। যেহেতু প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য কোনও স্পষ্টতা বা অপসারণ যোগ্যতা করা হয়নি এবং যেহেতু সিলেবাসটি অভ্যস্তরীণভাবে আরও সম্পর্কিত, তাই শিক্ষার্থীর কৌশল নেওয়ার যুঝ কম জায়গা রয়েছে। তাকে সিলেবাসটি সম্পূর্ণভাবে অধ্যয়ন করতে হবে। কোরি এর একটি সুপরিচিত কোচিং ইনস্টিটিউটের একজন সিনিয়র ফ্যাকাল্টি বলেন যে শিক্ষার্থীরা প্রায়শই নবম শ্রেণি থেকেই ভর্তি হয়। তিনি ব্যাখ্যা করেন, প্রতিযোগিতা আজ করিন, তাই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে এবং সিলেবাস শেষ করার জন্য কোচিং একটি প্রয়োজনীয় কাজ হয়ে উঠেছে। কোচিং ইনস্টিটিউটগুলি শিক্ষার্থীদের কাছে অফারটি আকর্ষণীয় করার জন্য নান্দীয় উপস্থিতির সময়সূচি, সময় এবং বৃত্তিও সরবরাহ করে।

চোর ছিনতাইবাজদের দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ কৈলাসহরবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি।। **কৈলাসহর, ১২ এপ্রিল :** কৈলাসহর থানাধীন বিভিন্ন এলাকায় দিনের পর দিন চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই হতেই চলেছে। পুলিশ নির্বিকার। খোদ শহর এলাকায় বাড়িতে ঢুকে বয়স্ক মহিলাদের গলা থেকে সোনার চেন ছিনতাই করে পালাচ্ছে ছিনতাইকারীরা। এর বিরুদ্ধে পুলিশের কোনো ভূমিকাই দেখছেন না পুরবাসী।

কৈলাসহর পুর পরিষদের বনেদি এলাকা হিসেবে পরিচিত গোবিন্দপুর এলাকাটি। এই এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা জগদীশ ঘোষ। অবসরপ্রাপ্ত সরকারি শিক্ষক। এ্যাসের কারণে তিনি বাড়ি থেকে বের হতে পারেন না। তার ছোট বোন ৬৫ বছর বয়সি মাধুরী ঘোষ ধলাই জেলার আমবাসা এলাকার বাসিন্দা। গত সাত দিন আগে ছোটো বোন এসেছিলেন বড় ভাইয়ের বাড়িতে। সোমবার তিনি ঘর থেকে বারাদায় এসে এক অপরিচিত যুবক এসে তাকে জিজ্ঞেস করে বাড়ির ভাড়ায়িয়ার কোথায়? তিনি জানান, তারা বাজারে গেছেন। এই কথা বলার সাথে সাথেই অপরিচিত যুবকটি তার গলায় চেপে ধরে সোনার চেন টেনে নিয়ে যায়। মহিলাকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিয়ে পালিয়ে যায় ছিনতাইকারী। তার চিকার শুনে নগের অন্যান্য বের হয়ে দেখেন তিনি মাটিতে পড়ে রয়েছেন। চেনটির দাম প্রায় এক লক্ষ টাকা বলে জানিয়েছেন মাধুরী ঘোষ। তার বক্তব্য, মোদ কৈলাসহর পুর এলাকার গোবিন্দপুরে বাড়িঘরে ঢুকে যদি এমন ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে তাহলে নিরাপদ আর কেন জায়গায় রইলো? গলা থেকে চেন ছিনতাইয়ের ঘটনার পর আতঙ্কত রয়েছেন তিনি। ঘটনার প্রায় ২৪ ঘন্টা সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও কৈলাসহর থানার পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি।

কৈলাসহরে সাম্প্রতিককালে একের পর এক ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। এছাড়াও কৈলাসহরের শহর এলাকার রাতের অন্ধকারে দুহুতীরা কারো বাড়িতে বাজি ফাটিয়ে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে। রাতের অন্ধকারে কারো বাড়িতে ঢুকে মোটর বাইক জালিয়ে দিচ্ছে। পুলিশ কোনো ঘটনার সুরাহা করতে পারছেন না। এতে জনমনে দ্বন্দ্বত দেখা দিয়েছে।

আলো কম ? শিশুদের পড়তে দেওয়া যাবে না

আগরতলা। ১২ এপ্রিল:

চক্ষু চিকিৎসকরা জানিয়েছেন জন্মের পর থেকে ছয় বছর বয়স পর্যন্ত একটি শিশু পর্যায়ক্রমে তার চোখ দিয়ে দেখতে শেখে। প্রথমে রং চিনতে শেখে, এরপর বিভিন্ন আকৃতি। একসময় কোনটা কোন জিনিস, সেটা চিহ্নিত করতে শেখে। শিশুর জন্মের পর থেকে এই ছয় বছর বয়স পর্যন্ত দৃষ্টির বিষয়ে তাই মা-বাবা কিংবা অভিভাবকদের যত্নবান হতে হবে।

শিশুদের চোখের যত্নে নেওয়া প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ হলে

শিশুকে প্রতিদিন একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত টেলিভিশন দেখতে দেওয়া যেতে পারে। এ সময় অবশ্যই টেলিভিশন থেকে ৬-৮ ফুট দূরে বসে দেখার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। চিড়ির বা পর্দার খুব কাছে চলে গেলে তাকে বুঝিয়ে আবার দূরে এনে বসিয়ে দিতে হবে। দেখতে সমস্যা হলে শিশুর চোখ পরীক্ষা করাতে হবে।

শিশুদের হাতে সারা দিন মোবাইল কিংবা ট্যাব দিয়ে রাখা যাবে না। পড়্যাশোনার প্রয়োজনে মাঝেমাঝে ট্যাব ব্যবহার করতে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু সেটাও দীর্ঘ সময়ের জন্য নয়। দীর্ঘ সময় ধরে ট্যাব বা মোবাইল ব্যবহার

করার কারণে শিশুর দৃষ্টি কাছের জিনিসপত্র দেখা শেখে কিন্তু দূরের কিছু দেখা শেখে না। শিশুর জন্মের পর মা-বাবা যদি খেয়াল করেন শিশুর কোনো দিকে ভিতরের দিকে বা বাইরের দিকে সাময়িক বা সর্বদা বাঁকা, সে ক্ষেত্রে দ্রুত চোখের ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে।

স্কুলে দেওয়ার আগে প্রতিটি শিশুর চোখ পরীক্ষা করাতে হবে। দূরে কিংবা কাছে দেখতে কোনো সমস্যা আছে কি না, শিশুর কালার ভিশন, চোখের আল্লাইনমেন্টে কোনো সমস্যা আছে কি না, জানতে হবে। তাই চোখের সামগ্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তবেই তাকে স্কুলে পাঠাতে হবে।

স্কুলে পড়াকালে যদি শিশুর বোর্ড দেখতে সমস্যা হয়, বোর্ডের লেখা রিকমতো না তুলে কিংবা হঠাৎ করে ক্লাস পারফরম্যান্স খারাপ হতে থাকে, তবে ক্লাসের শিক্ষকের সঙ্গে পরামর্শ করে শিশুর চোখ পরীক্ষা করিয়ে চশমা দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। প্রতি চার-ছয় মাস পর পর চশমার পাওয়ার পরীক্ষা করাতে হবে।

শিশুর চোখ লাল হলে, চোখ দিয়ে জল পড়লে, চুলকালে দ্রুত ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। শিশুর চোখ পরীক্ষা করাতে হবে, চোখ দিয়ে জল পড়লে, চুলকালে দ্রুত ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। শিশুর চোখ লাল হলে, চোখ দিয়ে জল পড়লে, চুলকালে দ্রুত ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। শিশুর চোখ লাল হলে, চোখ দিয়ে জল পড়লে, চুলকালে দ্রুত ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

জরুরি পরিষেবা
হাসপাতাল
জি বি—২৩৫-৫৮৮৮। আই জি এম— ২৩২-৫৬০৬। টি এম সি— ২৩৭-০৫০৪। আই জি এম চক্ষু ব্যাংক— ৯৪৩৬৪৬২৮০০।
জি ব্রিড ব্যাংক—২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এন্না)। আই জি এম ব্রাদ ব্যাংক— ২৩২- ৫৭৩৬। আই এল এস --- ২৪১ - ৫০০০/ ৮৯৭৪০৫০৩০০।
পুলিশ
পশ্চিম থানা—২৩২-৫৭৬৫। পূর্ব থানা—২৩২-৫৭৭৪। এয়ারপোর্ট থানা—২৩৪-২২৫৮। সিটি কন্ট্রোল— ২৩২-৫৭৮৪।
বিমানবন্দর
এয়ার ইন্ডিয়া—২৩৪ -১৯০২। এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর— ১৮০০-২৩৩-১৪০৭,১৮০০-১৮০-১৪০৭। ইন্ডিগো —২৩৪-১২৬৩। স্পাইস জেট— ২৩৪-১৭৭৮।
শববাহী যান
ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট— ২৩৮-৫৮৫২। ত্রিপুরা নির্মাণ অধিক ইউনিয়ন (হা পানিয়া) - ৮২৫৯৯৭১৯৫। ত্রিপুরা ট্রাক অ পার্টের্স এসোসিয়েশন- ২৩৮-৬৪২৬। রিভিভার্স —২৪৭-৪০৬২, ৯৭৭৪১৩৫৬৩১, কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন— ৮৯৭৪৫৮১৮১০, সূর্যভোরণ ক্লাব-৮৭২৯৯১১২৩৬। বটজল-নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি— ২৩৭-১২৩৪, ৮৭৭৪৮৬০৩৩৫ ৯৮৬২৭০২৮৩০। আগন্তুক ক্লাব - ৭০০৫৪৬০৩৩৫/৯৪৩৬৫৯১৮৯১।
সমাজ
সম্মে—৯৭৭৪৬৭০২৪২। ত্রিপুরা শ্রম কম্যাণ সমিতির (ডুকলি)—(১) ৯৩৬২০২৫০১১/২)৮৭৭২০৭৭৭০৭
ফায়ার স্টেশন
ফায়ার সার্ভিস প্রধান স্টে শন --- ২৩২ - ৫৬৩০।
বাধাখরষাট ফায়ার স্টেশন--- ২৩৭-৪৩৩৩। কুঞ্জবন ফায়ার স্টেশন --- ২৩৫-৩১০১। মহারাণগঞ্জ ফায়ার স্টেশন --- ২৩৮-৩১০১। কুমারঘাট --- ০৩৮২৪/২৬১২০৮।
মো: ৭৩৩০৯৪ ৬৫৮৪/ ৮৭৯৪৩৬২৪৫৯
বিদ্যুৎ সাব- স্টেশন
বনমালীপুর --- ২৩০-৬২১৩, ৩৩২-৬৬৪০, দুর্গা চৌমুহনি--- ২৩৩-০৭৩০, জি বি—২৩৫-৬৪৪৮, বড়দোয়ালী— ২৩৭-০২৩৩, ২৩৭-১৪৬৪, আই জি এম— ২৩২-৬৪০৫।
রেল পরিষেবা
রেল সার্ভিস রিজার্ভেশন (টি আর টি সি)--- ২৩২-৫৫৩৩। আগরতলা রেল স্টেশন---(০৩৮১) ২৩৭-৪৫৫৫।
অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা
একতা সংঘ --- ৯৭৭৪৯৮৯৯৬, ব্লু লোটাস ক্লাব—৯৪৩৬৫৬৮২৫৬,শিবনগর মহান ক্লাব ও আমরা তরুণ দল— ২৫১-৯৯০০, আরোগ্য- ৯ ৭ ৭ ৪ ২ ১ ৪ ৪ ২ ৫ , ৯৬১২৩৯৯৩৯৮ (২৪ ঘণ্টা)।
সেন্ট্রাল রোড, যুব সংস্থা- ৯৪৮৫০৫৩১১। কর্নেল চৌমুহনি যুব সংস্থা --- ৯৮৬২৫৭০১১৬।
সহেতি ক্লাব—৮৭৯৪১৬৮২৮১। রামকৃষ্ণ ক্লাব— ৮৭৯৪১৬৮২৮১।
শতদল সংঘ— ৯৮৬২৩৯৭৮০। প্রভতি সংঘ— (পূর্ব আড়ালিয়া) ৯৭৭৪১১৬৬৪১।
রেড ক্রস সোসাইটি—৩২১-৯৬৭৮। এগিয়ে চলা সংঘ— ৯৪৩৬২১১৪৮৮।
দাতব্য চিকিৎসালয়
সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয়— ৯৮৬২০১৯৫২০, লাল বাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয়— ৯৪৩৬৫০৮৬৬৩৬/ ৯৪৩৬১২৬১১৮ / ৯৪৩৬৫ ৬৪৩৫৪।
মানব ফড়িঙডেন --- ২৩২ ৬৩০০। চাইল্ড লাইন— ১০৯৬ (টোল ফ্রি ২৪ ঘন্টা)।
ট্রেনসূচি
বিশেষ ডেমু ট্রেন: প্রতিদিন ০৭৬৮২ সকাল ৫.১৫ মিনিটে আগরতলা থেকে সাক্রমের উদ্দেশ্যে ছাড়বে। ০৭৬৮৪ বেলা ১০.৫০ মিনিটে আগরতলা থেকে সাক্রমের উদ্দেশ্যে ছাড়বে। ০৭৬৮৩ বেলা ১টা ৩০ মিনিটে সাক্রম থেকে আগরতলার উদ্দেশ্যে ছাড়বে।
বিগল ৪টা ৩০ মিনিটে ০৫৬৯০ আগরতলা থেকে সাক্রমের উদ্দেশ্যে ছাড়বে। ০৭৬৮১ সন্ধ্যা ৭টা ১৫ মিনিটে সাক্রম থেকে আগরতলার উদ্দেশ্যে ছাড়বে। সকাল ৬.৩০ মিনিটে আগরতলা থেকে ধর্মনগরের উদ্দেশ্যে ছাড়বে ০৭৬৭৯ ডাউন।
পৌছবে সকাল ৯ টা ৪৫ মি.। বেলা ১০.১৫মি. ধর্মনগর থেকে আগরতলার উদ্দেশ্যে ছাড়বে ০৭৬৮০ আপ। পৌছবে বেলা ১.১৫ মি.। ০৭৬৮০ বিকাল ৪টা ৩৫মিনিটে ধর্মনগর থেকে আগরতলার উদ্দেশ্যে ছাড়বে।
বিশেষ যাত্রী ট্রেন : প্রতিদিন ০৫৬৭৫ সকাল ৬টায় ধর্মনগর থেকে আগরতলার উদ্দেশ্যে ছাড়বে। ০৫৬৭৫ সন্ধ্যা ৫টা ৩৫ মিনিটে আগরতলা থেকে ধর্মনগরের উদ্দেশ্যে ছাড়বে।

হাথরস থেকে হাঁসখালি নাটকেও বাধা শাসকের!

নিজস্ব সংবাদদাতা।। কলকাতা, ১২ এপ্রিল : হাথরস থেকে হাঁসখালি দল বেঁধে ধর্ষণ ও তার প্রেক্ষাপট নিয়ে প্রতিবাদী নাটক মঞ্চস্থ করে তৃণমূলের রোযানলে পড়লেন নাট্যকর্মী। তৃণমূলের দুদ্ধৃতীদের হাতে প্রহৃত হয়েছেন রানাঘাটের নাট্যকর্মী নিরুপম ভট্টাচার্য।তাকে মারধরের পাশাপাশি বাড়িতে থাকা বৃদ্ধ বাবাকেও হুমকি দেওয়া হয়। নাটকের মহড়া দেওয়ার জন্য ঘরটিও ভেঙে দেওয়া হবে বলে, ওই নাট্যকর্মীকে শাসানোর অভিযোগ উঠেছে। রানাঘাট থানা প্রথমে কোনো অভিযোগ নিতে না চাওয়ায় মঙ্গলবার নাট্যকর্মী নিরুপম ভট্টাচার্য রানাঘাট পুলিশ সুপারের কাছে অভিযোগ জানান।

নিরুপম জানান “কবি ভারতারা রাও’র ‘কসাই’ নামক একটি কবিতা অবলম্বনে এই নাটকটি মঞ্চস্থ করা হয়েছে। যেখানে রাষ্ট্রই একটা কসাই

এবং তার অনাচার ও নিপীড়নের কথা তুলে ধরা হয়েছে। রূপকধর্মী এই নাটকে হাথরস থেকে বগটুই হত্যাকাণ্ড ও হাঁসখালি ধর্ষণের ঘটনাকে তুলে ধরা হয়েছিল।”তিনি জানান, “ফেব্রুয়ারি মাস নাগাদ নাটকটি মঞ্চস্থ করার পর থেকেই তৃণমূল আশ্রিত দুদ্ধৃতীরা উত্যক্ত করতে থাকে। বলা হয়, এই নাটক আর করা যাবে না। তা চরম আকার নেয় গত সোমবার। হালিশহরে নাটক মঞ্চস্থ করে ঘিরে আসার পর রাত সাড়ে এগারোটো নাগাদ আনুলিয়া পঞ্চায়তের তৃণমূল সদস্য দেবাশিস কাহারের নেতৃত্বে শুভম দে ও তার মা শিখা দে এবং দেবরাজ মুখার্জি আমাকে ঘিরে ধরে মারধর করে। রাত দুটো পর্যন্ত চলে অত্যাচার। চিংকার চেঁচামেচিতে বৃদ্ধ বাবা নৃপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ঘর থেকে বেরিয়ে এলে তাকেও শাসনাে হয়, ধাক্কা

দেওয়া হয়। নিরুপম জানান, দুদ্ধৃতীদের বক্তব্য কোনোরকম থিয়েটারের কাজকর্ম এখানে করা যাবে না। সব বন্ধ করে দিতে হবে। নাটকের পরিবর্তে হুমানু পূজো করতে বলে দুদ্ধৃতীরা। রুটি-রজির জন্য সকালে টিশন পড়ানো আর কম্পিউটারের কাজ করা ছাড়া গোটা দিনটাই নাট্যচর্চা ও এলাকায় নাটকের একটি পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে সচেষ্ট থাকেন। সে সব করা যাবে না। ওইদিন রানাঘাট থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে নেওয়া হয়নি। পরদিন সকাল সাড়ে দশটা থেকে বসিয়ে রাখা হয় সাড়ে তিনটে অবধি। এরপর একটি জেনারেল ডায়েরি লিপিবদ্ধ করা হয়। সেই কারণে তিনি এদিন রানাঘাট সুপারের কাছে এসে অভিযোগ জানান।

হাইকোর্ট

সিলিকোসিস ঠেকাতে কী করেছে রাজ্য ?

বিশেষ প্রতিনিধি।। কলকাতা, ১২ এপ্রিল : সিলিকোসিস রোগ প্রতিরোধে কী কী সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। মঙ্গলবার জানতে চাইল হাইকোর্ট। সিলিকোসিস রোগীদের পুনর্বাসন সংক্রান্ত মামলায় ১১ এপ্রিল কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত বিচারপতি টি.এস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্য সিলিকোসিস রোগীদের জন্য সরকার কী কী ব্যবস্থা নিয়েছে তার রিপোর্ট চেয়েছে। ২০১৮ সালে সিলিকোসিস রোগীদের জন্য পৃথক পরিকল্পনা তৈরির কথা বলা হলেও বাস্তবে এখনও তা কার্যকরী হয়নি। ২০২১ সালে একটি পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে কিন্তু তার বাস্তব প্রতিফলন কোথাও দেখা যায়নি।

এদিন মামলাকারীদের পক্ষে আইনজীবী সামিম আহমেদ আদালতে বলেন, সিলিকোসিস রোগীদের জন্য হরিরানা মডেল চালু করতে হবে। এ রাজ্যে ৬০০ মানুষের এজ্ঞারে হয়েছে। কিন্তু তারপর তারা আর কিছু জানতে পারেননি। মামলার আবেদনে বলা হয়েছে, সিলিকোসিস রোগীদের পুনর্বাসন, তাদের পেনশন চালু করতে হবে। সিলিকোসিস আক্রান্ত পরিবারগুলির শিশুদের পড়াশোনার দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে। এছাড়া এই মামলার আবেদনে বলা হয়েছে রাজ্য যে সমস্ত বেসাহিনি পাথর খাদান আছে তা বন্ধ করতে হবে। সিমেন্ট ফ্যাক্টরি এবং পাথর খাদানে কর্মরত শ্রমিকদের সুরক্ষা এবং তাদের ক্ষেত্রে অগ্রিম প্রতিষেধকমূলক ব্যবস্থা নিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে।

ব্রিটেনে বঞ্চনার প্রতিবাদে জুনিয়র ডাক্তারদের ধর্মঘট

লন্ডন।। ১২ এপ্রিল : বেতন বৃদ্ধির দাবিতে ধর্মঘটে ব্রিটেনের জুনিয়র ডাক্তাররা। মঙ্গলবার থেকে লাগাতার চার দিনের এই ধর্মঘট শুরু হয়েছে। ধর্মঘটে যোগ দিয়েছেন কয়েক হাজার জুনিয়র ডাক্তার। দেশের স্বাস্থ্য পরিষেবায় বজায় রাখতে যাদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

ব্রিটেনের ইতিহাসে এর আগে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার এমন বেহাল দশা হয়নি। আগামী শনিবার স্থানীয় সময় সকাল ৭টায় জুনিয়র ডাক্তারদের ধর্মঘট উঠবে। ব্রিটেনে ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস (এনএইচএস)’র নথিভুক্ত চিকিৎসকদের প্রায় অর্ধেকই জুনিয়র ডাক্তার। স্বাস্থ্য পরিষেবার মেরুদণ্ড বলেই জুনিয়র ডাক্তারদের বিবেচনা করা হয়।

এদিন এনএইচএস’র মুখপাত্র জানান, জুনিয়র ডাক্তারদের ধর্মঘটের পরিপ্রেক্ষিতে দেশজুড়ে ৩ লক্ষ ৫০ হাজারের বেশি অস্ত্রোপচার ও রোগী দেখা বাতিল করা হয়েছে। জরুরি, জটিল এবং প্রসূতি বিভাগ চালু রেখেছেন সাধারণ চিকিৎসকরা। এনএইচএস ইংল্যান্ড মেডিক্যাল ডিরেক্টর স্টিফেন পোয়িস বলেন, জুনিয়র ডাক্তারদের ধর্মঘট এবারের শীতে সব থেকে প্রভাব ফেলেছে।

বহু বছরের বঞ্চনার কাছাকাছ করিয়ে তুলছেন ব্রিটেন দ্য ব্রিটিশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন ৩৫ শতাংশ বেতন বৃদ্ধির দাবি করেছে। ইউনিয়নের দাবি নতুন পাম করা ডাক্তাররা ঘণ্টায় মাত্র ১৪.০৯ পাউন্ড বা ১৭ ডলার বেতন পান। বাস্তবে যখন দেশে প্রতি ঘণ্টায় ন্যূনতম বেতন ১০ পাউন্ডের সামান্য বেশি। অবশ্য এক বছর কাছ করার পরে চিকিৎসকদের বেতন অনেকটাই বেড়ে যাবে।

ইউনিয়নের জুনিয়র ডাক্তার কমিটির কো-চেয়ারপার্সন ডাঃ বিবেক ব্রিন্ডেই বলেন, ধর্মঘট তুলে নেওয়া হতে পারে যদি স্বাস্থ্যসচিব স্টিভ বার্কলে বেতন প্রসঙ্গে বিশ্বাসযোগ্য প্রস্তাব দেন।

সংখ্যালঘু চিহ্নিতকরণে ৬ সপ্তাহ সময় মিললো

নয়াদিল্লি।। ১২ এপ্রিল : সংখ্যালঘু চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে অভিমত দিতে দুই রাজ্য এবং এক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে আরও ৬ সপ্তাহ সময় দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এবিষয়ে কেন্দ্রের বক্তব্য, এবারই শেষ সুযোগ, আর সময় দেওয়া যাবে না।

রাাজ্যভিত্তিক সংখ্যালঘু চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে মতামত এখনও দেয়নি রাজ্য হিসাবে রাজস্থান এবং তেলেঙ্গানা। আংশিক সাড়া দিয়েছে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জম্মু-কাশ্মীর। সোমবার বিচারপতি এস কে কাউল এবং এ আমুনন্সাকে নিয়ে গঠিত বেঞ্চকে একথা জানান অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল কে এম নটরাং। তিনি জানান যে, একটা শেষ সুযোগ দিন। যাতে তারা চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়ায় সাড়া দিতে পারে। এর পরেই বেঞ্চের তরফে ৬ সপ্তাহ সময় দেওয়া হয়। একই সঙ্গে বেঞ্চের পক্ষ থেকে বলে দেওয়া হয়েছে যে, এই নির্দেশের কপি রাজ্যগুলিকে অবিলম্বে জানিয়ে দিতে হবে। এটিও বলে দিতে হবে যে এটিই শেষ সুযোগ। আর সময় দেওয়া হবে না। এবিষয়ে পরবর্তী শুনানি হবে জুলাইয়ে।

বিজেপি ঘনিষ্ঠ আইনজীবী অশ্বিনী উপাধ্যায়সহ আরও কয়েকটি পিটিশনের ভিত্তিতে শুনানি শুরু করে সুপ্রিম কোর্ট। সেই পিটিশনে দেশে রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ভিত্তিক সংখ্যালঘু চিহ্নিতকরণের কথা বলা হয়। গত ১৭ জুনয়ারির শুনানির সময় বেঞ্চ রাজস্থান, তেলেঙ্গানাসহ ৬টি রাজ্য সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব ব্যক্ত করেছিল।



মঙ্গলবার বারাসতে জেলা পরিষদের সামনে ব্যারিকেড ভেঙে এগিয়ে চলেছেন ছাত্র-যুব-মহিলারা।

‘চোর’, ‘ভোঙ্গালি’তে চটেছে শাসক জোট মহারাষ্ট্রে হেনস্তার শিকার দুই র‍্যাপ শিল্পী

বিশেষ সংবাদদাতা।। মুম্বাই, ১২ এপ্রিল : ‘চোর আলে পঞ্চাশ থাকে ঘুন কিত্তি বাগা, চোর আলে... একদম ওকে ঝু...’। গান বেঁধেছেন মহারাষ্ট্রের ঔরঙ্গাবাদের র‍্যাপার রাজ মুঙ্গাসে। কোনও রাজনৈতিক দল বা রাজনৈতিক নেতার নাম নেননি। এক মিনিট তিরিশ সেকেন্ডের এই র‍্যাপ ‘চোর’ মুহূর্তে ভাইরাল হয়ে মুখ মুখে ঘুরতে থাকেছে সেই দু’কলি ‘দেখো, চোরেরা ফিরে এসেছে...’। তেমনই বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছে উমেশ খাডের ‘ভোঙ্গালি কেলি জনতা’ও। মুম্বাইয়ের এই র‍্যাপ শিল্পী তার দু’মিনিট চুয়াম সেকেন্ডের এই র‍্যাপেও কোনও রাজনৈতিক নেতা বা কোনও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের নাম করেননি। তবু রেহাই পাননি দু’জনের কেউ। বিজেপি-শিবসেনা (একনাথ শিণ্ডে নেতৃত্বাধীন) জোট সরকারের পুলিশ তাদের তুলে নিয়ে গিয়ে অস্ত্রীলতা, মানহানি, সমাজে শত্রুতা তৈরির চেষ্টা, শাস্তি বিপ্লিত করার কৌশল সহ একগুচ্ছ অভিযোগ চাপিয়ে দিয়েছে। ঠিক যেভাবে যোগী-রাজ্যে জেজপূরী সংগীত শিল্পী নেহা সিং রাঠোরকে হেনস্তা করে বিজেপি’র পুলিশ।



উমেশ খাড়ে

মুঙ্গাসে বা খাডের র‍্যাপে কেন গাঙ্গদাহ মহারাষ্ট্র সরকারের? “ভীমরাজ প্রোডাকশন” ইউটিউব চ্যানেলে গত ২৫ মার্চ মুঙ্গাসে তার র‍্যাপটি প্রকাশ করেন। কোনও নাম না নিলেও মুঙ্গাসে যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিণ্ডে এবং তার গোষ্ঠীর বিধায়কদেরই ইঙ্গিত করেছেন তা স্পষ্ট হয়ে যায় র‍্যাপের কথায়। মহাবিকাশ আঘাড়ি জোট সরকার থেকে বেরিয়ে গত বছর জুনে শিণ্ডে ও অন্যান্য বিধায়কদের বিরুদ্ধে গুজরাট, আসাম, গোয়ায় ঘাঁটি গেড়ে উজ্বল থ্যাকারে নেতৃত্বাধীন সরকার ভেঙে দিতে কোটি



রাজু মুঙ্গাসে

কোটি টাকা ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ ওঠে। সেই ঘটনাই উঠে এসেছে মুঙ্গাসের মুখে, ‘দেখো, চোরেরা ফিরে এসেছে ৫০ কোটি নিয়ে, দেখো চোরেরাই ভালো আছে।’

ঔরঙ্গাবাদ থেকে সম্প্রতি দলিত যমুঙ্গাসেকে থানের আশেরনাথে তুলে ৮০ হাজার। খাড়ে তার র‍্যাপে ‘মোকাস’ করেছেন, দারিদ্রতাকে। গরিব, প্রান্তিক অংশের মানুষের কষ্ট, অনাহারকে। রাজনৈতিক দলগুলি নিজদের আঘাতে গোছাতে ব্যস্ত। গ্রামের কথা ভাষায় মারাঠি ভোঙ্গালি শব্দের বাংলা তর্জমা করলে বোঝায় নল বা উলঙ্গ। গরিবদের প্রতি রাষ্ট্রের উপেক্ষাই তার র‍্যাপের মূল অঙ্গসং থেকে।

বর্ষায় স্বাভাবিক বৃষ্টিই হবে এবার, পূর্বাভাস সরকারের

নিজস্ব প্রতিনিধি।। নয়াদিল্লি, ১২ এপ্রিল : ‘এল নিনো’র প্রকাপ পড়লেও এ বছর বর্ষায় বৃষ্টি হবে স্বাভাবিকই। আবহাওয়া দপ্তর মঙ্গলবার ‘স্কাইমেট’-এর রিপোর্টের ঠিক বিপরীত পূর্বাভাসই দিয়েছে। খরা নিয়েও কিছু বলা হয়নি। ‘স্কাইমেট’ সোমবার পূর্বাভাস দেয়, এ বছর দেশে স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক কম বৃষ্টি হবে। যার জেরে কৃষিকাজে গুরুত্ব প্রভাব পড়তে চলেছে। হতে পারে খরাও। তার পরের দিইই কেন্দ্রের ভূ-বিজ্ঞান মন্ত্রকের সচিব এম রবিন্দ্রন বললেন, “জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতই হবে। লং পিরিয়ড অ্যান্ডারজে ৯৬ শতাংশ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে, যা স্বাভাবিক বলেই ধরা হয়।” আইএমডি’র ডিরেক্টর জেনারেল বর্ষায় ‘স্বাভাবিক এবং স্বাভাবিকের থেকে বেশি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে ৬৭ শতাংশ। উত্তর-পশ্চিম,

পশ্চিম-মধ্য এবং উত্তর-পূর্বের কিছু অংশে স্বাভাবিক বা স্বাভাবিকের থেকে কম বৃষ্টি হলেও হতে পারে। আর পূর্ব-মধ্য, পূর্ব এবং উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিমের কয়েকটি প্রান্তে স্বাভাবিক বৃষ্টির সম্ভাবনাই রয়েছে।” সব এল নিনো বছরেই যে বৃষ্টি কম হয়, তা নয়। দুইদহর দিয়ে মহাপাত্র বলেন, “১৯৫১ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত ১৫ বার এল নিনো বছর ফিরে ফিরে এসেছে। তার মধ্যে ছ’বার বৃষ্টি হয়েছে স্বাভাবিক এবং স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি।” এদিন অবশ্য ‘স্কাইমেট’ আর কোনও রিপোর্ট দেয়নি। ফলে বর্ষায় বৃষ্টি হবে না কি হবে না? হলে কতটা হবে, এ নিয়ে ঝোঁষালায় গেল। বর্ষার আগে আবহাওয়া দপ্তর থেকে পূর্বভাঙ্গ দেবে বলে মনে করা হচ্ছে।

আবহাওয়া বিষয়ক ওই বেসরকারি সংস্থা এ বছর বৃষ্টিপাতের ঘাটতির ২০ শতাংশ সম্ভাবনার কথা জানায়। আর আইএমডি’র হিসাবে তা ১৬ শতাংশ। তবে ‘এল নিনো’র প্রভাব যে বর্ষা-মরশুমের দ্বিতীয়ার্ধে অর্থাৎ

আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে পড়বে, সে বিষয়ে এক মত হয়েছে আবহাওয়া দপ্তরও। জুলাই মাসে ‘এল নিনো’ শুরু হতে চলেছে। তার প্রভাব দেখা দেবে আগস্ট থেকে।

‘লানিনা’র জেরে শেষ তিন বছর প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে। আবহাওয়া দপ্তরের পরিসরাম ছিল ৭৫০ মিলিমিটার, ২০২০’তে ৯৬১.৪ মিলিমিটার, ২০২১-এ ৮৭৪.৫ মিলিমিটার, ২০২২-এ ৯২৪.৮ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। তাওও আগে ২০১৫ থেকে ২০১৭ সালে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল ৭৫০ মিলিমিটার থেকে ৮৫০ মিলিমিটারের মধ্যে। ‘স্কাইমেট’ রিপোর্টে জানায়, “দেশের বার্ষিক বৃষ্টিপাতের ৭০ শতাংশই হয় জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত চার মাসে। এই পর্বে সাধারণত ৩৬৮.৮ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়, যা স্বাভাবিক। কিন্তু এই বছর তার ৮১৬.৫ মিলিমিটার বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।” সমস্ত এল নিনো-বছরই যে

অভিযোগ কংগ্রেসের

লক্ষ্য বিরোধীদের ওপর নজরদারি কগনাইট স্পাইওয়্যার কিনছে কেন্দ্র

নয়াদিল্লি।। ১২ এপ্রিল : বিরোধীদের উপর নজরদারি চালাতে এবার ‘কগনাইট’ নামের নতুন স্পাইওয়্যার সিস্টেম’ কিনছে মোদি সরকার। এজন্য খরচ হবে ৯৮৬ কোটি টাকা। সোমবার, এই অভিযোগ করেছে বিরোধী দল কংগ্রেস। পেগাসাস নিয়ে এখনও বিতর্ক থাকলেও ‘স্পাইওয়্যার সিস্টেম’ কিনতে চলেছে মোদি সরকার। সোমবার সাংবাদিক সম্মেলনে কংগ্রেসের মুখপাত্র পবন খেরা বলেন, ‘যেহেতু পেগাসাস কুম্ভাত হয়ে উঠেছে, তাই ‘ন্যূনতম শাসন-সর্বোচ্চ নজরদারি’ চালাতে নতুন স্পাইওয়্যারের খোঁজ চালিয়ে গেছে সরকার।’ অভিযোগের সূরে এদিন খেরা বলেন, ‘শুধু বিরোধীদের ঘূণা করা নয়, নিজদের মন্ত্রীদের উপর গুপ্তচরবৃত্তির

সফটওয়্যার ব্যবহার করেছেন তারা। মোদি, শাহের নাম না নিয়ে তিনি আরও বলেন, ‘এই দেশের ‘দুই গুপ্তচর’ কাজেই বিশ্বাস করেন না; এমনকি আইন ও মিডিয়াকেও নয়। সে কারণে তারা ‘গুপ্তচর’ সফটওয়্যার এবং হজরারেলি প্রযুক্তি কেনার জন্য কর্তৃপক্ষদের কোটি কোটি টাকা ব্যয় করছেন। তারা এটা করছে, কারণ সম্রাট আম্বালা করছেন যে তাঁর মিথ্যার রীপা প্রাসাদ আমাদের সতোর কাছে ভেঙে পড়তে পারে।’

কংগ্রেসের মুখপাত্র জানান, ‘কগনাইট স্পাইওয়্যার সম্পর্কে’ অনেকেই খুব একটা অবগত নন। তবে, এটি পেগাসাসের মতো কাজ করে। এ নিয়ে মিডিয়াতেও কম আলোচনা হয়েছে। তবে, এক মার্কিন আইন সংস্থা জানিয়েছে যে, অনৈতিক পদ্ধতিতে বিরোধী দল, বেসরকারি সংস্থা, সাংবাদিক, নাগরিক অধিকারকর্মী,

বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন কমিশনকে টার্গেট করে, তাদের সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করে কগনাইট।’

কেন্দ্র সরকারকে নিশানা করে খেরা একাধিক প্রশ্ন তুলে বলেন, ‘আমরা সরকারের কাছ থেকে জানতে চাই, এই কগনাইট সফটওয়্যারটি কেনার জন্য কোন মন্ত্রককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে? এ জন্য কত খরচ হচ্ছে? কোন যুক্তিতে এই সফটওয়্যারটি কেনার বিষয়টি চূড়ান্ত করা হয়েছে?’

২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে এই প্রশ্ন ঘিরে নতুন করে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। এর আগে ইজারায়েরী সংস্থা অনরঙ্গও’র তৈরি পেগাসাস স্পাইওয়্যার ব্যবহার করে দেশের বিরোধী নেতা, সমাজকর্মী, সাংবাদিকদের মোবাইলে আড় পাতা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছিল।

বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন কমিশনকে টার্গেট করে, তাদের সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করে কগনাইট।’

কেন্দ্র সরকারকে নিশানা করে খেরা একাধিক প্রশ্ন তুলে বলেন, ‘আমরা সরকারের কাছ থেকে জানতে চাই, এই কগনাইট সফটওয়্যারটি কেনার জন্য কোন মন্ত্রককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে? এ জন্য কত খরচ হচ্ছে? কোন যুক্তিতে এই সফটওয়্যারটি কেনার বিষয়টি চূড়ান্ত করা হয়েছে?’ ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে এই প্রশ্ন ঘিরে নতুন করে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। এর আগে ইজারায়েরী সংস্থা অনরঙ্গও’র তৈরি পেগাসাস স্পাইওয়্যার ব্যবহার করে দেশের বিরোধী নেতা, সমাজকর্মী, সাংবাদিকদের মোবাইলে আড় পাতা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছিল।

মৃতের টিপসই

নয়াদিল্লি।। ১২ এপ্রিল : এক মৃত মহিলায় টিপসই নিয়ে তার নাতি। ওই টিপসই করা স্ট্যাম্প জালিয়াতি করে উল্ল তৈরিও করে ফেলা হয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল এই ছবি। ২০২১ সালের ৮ মে মারা যান আগ্রার কমলা দেবী।

কেন্দ্র সরকারকে নিশানা করে খেরা একাধিক প্রশ্ন তুলে বলেন, ‘আমরা সরকারের কাছ থেকে জানতে চাই, এই কগনাইট সফটওয়্যারটি কেনার জন্য কোন মন্ত্রককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে? এ জন্য কত খরচ হচ্ছে? কোন যুক্তিতে এই সফটওয়্যারটি কেনার বিষয়টি চূড়ান্ত করা হয়েছে?’ ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে এই প্রশ্ন ঘিরে নতুন করে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। এর আগে ইজারায়েরী সংস্থা অনরঙ্গও’র তৈরি পেগাসাস স্পাইওয়্যার ব্যবহার করে দেশের বিরোধী নেতা, সমাজকর্মী, সাংবাদিকদের মোবাইলে আড় পাতা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছিল।

বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন কমিশনকে টার্গেট করে, তাদের সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করে কগনাইট।’

কেন্দ্র সরকারকে নিশানা করে খেরা একাধিক প্রশ্ন তুলে বলেন, ‘আমরা সরকারের কাছ থেকে জানতে চাই, এই কগনাইট সফটওয়্যারটি কেনার জন্য কোন মন্ত্রককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে? এ জন্য কত খরচ হচ্ছে? কোন যুক্তিতে এই সফটওয়্যারটি কেনার বিষয়টি চূড়ান্ত করা হয়েছে?’

২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে এই প্রশ্ন ঘিরে নতুন করে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। এর আগে ইজারায়েরী সংস্থা অনরঙ্গও’র তৈরি পেগাসাস স্পাইওয়্যার ব্যবহার করে দেশের বিরোধী নেতা, সমাজকর্মী, সাংবাদিকদের মোবাইলে আড় পাতা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছিল।

বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন কমিশনকে টার্গেট করে, তাদের সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করে কগনাইট।’

কেন্দ্র সরকারকে নিশানা করে খেরা একাধিক প্রশ্ন তুলে বলেন, ‘আমরা সরকারের কাছ থেকে জানতে চাই, এই কগনাইট সফটওয়্যারটি কেনার জন্য কোন মন্ত্রককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে? এ জন্য কত খরচ হচ্ছে? কোন যুক্তিতে এই সফটওয়্যারটি কেনার বিষয়টি চূড়ান্ত করা হয়েছে?’

২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে এই প্রশ্ন ঘিরে নতুন করে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। এর আগে ইজারায়েরী সংস্থা অনরঙ্গও’র তৈরি পেগাসাস স্পাইওয়্যার ব্যবহার করে দেশের বিরোধী নেতা, সমাজকর্মী, সাংবাদিকদের মোবাইলে আড় পাতা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছিল।

বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন কমিশনকে টার্গেট করে, তাদের সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করে কগনাইট।’

কেন্দ্র সরকারকে নিশানা করে খেরা একাধিক প্রশ্ন তুলে বলেন, ‘আমরা সরকারের কাছ থেকে জানতে চাই, এই কগনাইট সফটওয়্যারটি কেনার জন্য কোন মন্ত্রককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে? এ জন্য কত খরচ হচ্ছে? কোন যুক্তিতে এই সফটওয়্যারটি কেনার বিষয়টি চূড়ান্ত করা হয়েছে?’

২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে এই প্রশ্ন ঘিরে নতুন করে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। এর আগে ইজারায়েরী সংস্থা অনরঙ্গও’র তৈরি পেগাসাস স্পাইওয়্যার ব্যবহার করে দেশের বিরোধী নেতা, সমাজকর্মী, সাংবাদিকদের মোবাইলে আড় পাতা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছিল।

বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন কমিশনকে টার্গেট করে, তাদের সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করে কগনাইট।’

কেন্দ্র সরকারকে নিশানা করে খেরা একাধিক প্রশ্ন তুলে বলেন, ‘আমরা সরকারের কাছ থেকে জানতে চাই, এই কগনাইট সফটওয়্যারটি কেনার জন্য কোন মন্ত্রককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে? এ জন্য কত খরচ হচ্ছে? কোন যুক্তিতে এই সফটওয়্যারটি কেনার বিষয়টি চূড়ান্ত করা হয়েছে?’

২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে এই প্রশ্ন ঘিরে নতুন করে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। এর আগে ইজারায়েরী সংস্থা অনরঙ্গও’র তৈরি পেগাসাস স্পাইওয়্যার ব্যবহার করে দেশের বিরোধী নেতা, সমাজকর্মী, সাংবাদিকদের মোবাইলে আড় পাতা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছিল।

বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন কমিশনকে টার্গেট করে, তাদের সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করে কগনাইট।’

কেন্দ্র সরকারকে নিশানা করে খেরা একাধিক প্রশ্ন তুলে বলেন, ‘আমরা সরকারের কাছ থেকে জানতে চাই, এই কগনাইট সফটওয়্যারটি কেনার জন্য কোন মন্ত্রককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে? এ জন্য কত খরচ হচ্ছে? কোন যুক্তিতে এই সফটওয়্যারটি কেনার বিষয়টি চূড়ান্ত করা হয়েছে?’

২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে এই প্রশ্ন ঘিরে নতুন করে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। এর আগে ইজারায়েরী সংস্থা অনরঙ্গও’র তৈরি পেগাসাস স্পাইওয়্যার ব্যবহার করে দেশের বিরোধী নেতা, সমাজকর্মী, সাংবাদিকদের মোবাইলে আড় পাতা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছিল।

বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন কমিশনকে টার্গেট করে, তাদের সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করে কগনাইট।’

কেন্দ্র সরকারকে নিশানা করে খেরা একাধিক প্রশ্ন তুলে বলেন, ‘আমরা সরকারের কাছ থেকে জানতে চাই, এই কগনাইট সফটওয়্যারটি কেনার জন্য কোন মন্ত্রককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে? এ জন্য কত খরচ হচ্ছে? কোন যুক্তিতে এই সফটওয়্যারটি কেনার বিষয়টি চূড়ান্ত করা হয়েছে?’

২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে এই প্রশ্ন ঘিরে নতুন করে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। এর আগে ইজারায়েরী সংস্থা অনরঙ্গও’র তৈরি পেগাসাস স্পাইওয়্যার ব্যবহার করে দেশের বিরোধী নেতা, সমাজকর্মী, সাংবাদিকদের মোবাইলে আড় পাতা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছিল।

বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন কমিশনকে টার্গেট করে, তাদের সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করে কগনাইট।’

কেন্দ্র সরকারকে নিশানা করে খেরা একাধিক প্রশ্ন তুলে বলেন, ‘আমরা সরকারের কাছ থেকে জানতে চাই, এই কগনাইট সফটওয়্যারটি কেনার জন্য কোন মন্ত্রককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে? এ জন্য কত খরচ হচ্ছে? কোন যুক্তিতে এই সফটওয়্যারটি কেনার বিষয়টি চূড়ান্ত করা হয়েছে?’

২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে এই প্রশ্ন ঘিরে নতুন করে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। এর আগে ইজারায়েরী সংস্থা অনরঙ্গও’র তৈরি পেগাসাস স্পাইওয়্যার ব্যবহার করে দেশের বিরোধী নেতা, সমাজকর্মী, সাংবাদিকদের মোবাইলে আড় পাতা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছিল।

বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন কমিশনকে টার্গেট করে, তাদের সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করে কগনাইট।’

কেন্দ্র সরকারকে নিশানা করে খেরা একাধিক প্রশ্ন তুলে বলেন, ‘আমরা সরকারের কাছ থেকে জানতে চাই, এই কগনাইট সফটওয়্যারটি কেনার জন্য কোন মন্ত্রককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে? এ জন্য কত খরচ হচ্ছে? কোন যুক্তিতে এই সফটওয়্যারটি কেনার বিষয়টি চূড়ান্ত করা হয়েছে?’

২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে এই প্রশ্ন ঘিরে নতুন করে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। এর আগে ইজারায়েরী সংস্থা অনরঙ্গও’র তৈরি পেগাসাস স্পাইওয়্যার ব্যবহার করে দেশের বিরোধী নেতা, সমাজকর্মী, সাংবাদিকদের মোবাইলে আড় পাতা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছিল।

বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন কমিশনকে টার্গেট করে, তাদের সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করে কগনাইট।’

কেন্দ্র সরকারকে নিশানা করে খেরা একাধিক প্রশ্ন তুলে বলেন, ‘আমরা সরকারের কাছ থেকে জানতে চাই, এই কগনাইট সফটওয়্যারটি কেনার জন্য কোন মন্ত্রককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে? এ জন্য কত খরচ হচ্ছে? কোন যুক্তিতে এই সফটওয়্যারটি কেনার বিষয়টি চূড়ান্ত করা হয়েছে?’

২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে এই প্রশ্ন ঘিরে নতুন করে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। এর আগে ইজারায়েরী সংস্থা অনরঙ্গও’র তৈরি পেগাসাস স্পাইওয়্যার ব্যবহার করে দেশের বিরোধী নেতা, সমাজকর্মী, সাংবাদিকদের মোবাইলে আড় পাতা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছিল।

বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন কমিশনকে টার্গেট করে, তাদের সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করে কগনাইট।’

কেন্দ্র সরকারকে নিশানা করে খেরা একাধিক প্রশ্ন তুলে বলেন, ‘আমরা সরকারের কাছ থেকে জানতে চাই, এই কগনাইট সফটওয়্যারটি কেনার জন্য কোন মন্ত্রককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে? এ জন্য কত খরচ হচ্ছে? কোন যুক্তিতে এই সফটওয়্যারটি কেনার বিষয়টি চূড়ান্ত করা হয়েছে?’

২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে এই প্রশ্ন ঘিরে নতুন করে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। এর আগে ইজারায়েরী সংস্থা অনরঙ্গও’র তৈরি পেগাসাস স্পাইওয়্যার ব্যবহার করে দেশের বিরোধী নেতা, সমাজকর্মী, সাংবাদিকদের মোবাইলে আড় পাতা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছিল।

বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন কমিশনকে টার্গেট করে, তাদের সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করে কগনাইট।’

কেন্দ্র সরকারকে নিশানা করে খেরা একাধিক প্রশ্ন তুলে বলেন, ‘আমরা সরকারের কাছ থেকে জানতে চাই, এই কগনাইট সফটওয়্যারটি কেনার জন্য কোন মন্ত্রককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে? এ জন্য কত খরচ হচ্ছে? কোন যুক্তিতে এই সফটওয়্যারটি কেনার বিষয়টি চূড়ান্ত করা হয়েছে?’

২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে এই প্রশ্ন ঘিরে নতুন করে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। এর আগে ইজারায়েরী সংস্থা অনরঙ্গও’র তৈরি পেগাসাস স্পাইওয়্যার ব্যবহার করে দেশের বিরোধী নেতা, সমাজকর্মী, সাংবাদিকদের মোবাইলে আড় পাতা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছিল।

বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচন কমিশনকে টার্গেট করে, তাদের সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করে কগনাইট।’

কেন্দ্র সরকারকে নিশানা করে খেরা একাধিক প্রশ্ন তুলে বলেন, ‘আমরা সরকারের কাছ থেকে জানতে চাই, এই কগনাইট সফটওয়্যারটি কেনার জন্য কোন মন্ত্রককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে? এ জন্য কত খরচ

খেলাৰ খবৰ

ইনপ্যাক্ট প্লেয়াৰ হিসেবে পৃথ্বীৰ খেলা উচিত নয় : শাস্ত্ৰী

নজৰ কাটতে পাৱেননি কোন তৰুণ ক্ৰিকেটাৰ : গাভাস্কাৰ



১২ এপ্ৰিল : পৃথ্বী শাহকে নিয়ে বড় প্রতিক্ৰিয়া দিয়েছেন টিম ইন্ডিয়াৰ প্ৰাক্তন প্ৰধান কোচ ৱবি শাস্ত্ৰী। আসলে, গত বছৰ ঘৰোয়া ক্ৰিকেটে দুৰ্দান্ত পাৰফৰ্ম কৰা পৃথ্বী শাহ নিউজিল্যান্ডেৰ বিৰুদ্ধে টি-টোয়েণ্টি সিরিজেৰ জন্ম দলে জায়গা পেয়েছিলেন। কিন্তু একাদশে জয়গা পাননি তিনি। দীৰ্ঘ দিন ধৰে ভাৰতীয় দলেৰ বাহিৰে রয়েছেন তিনি। এমন অবস্থাতে নানা বিতৰ্কৰ পাশাপাশি এবাৰ নিজৰ ফৰ্ম খুঁজে পাচ্ছেন না দিল্লি ক্যাপিটলসেৰ এই ওপেনাৰ। এবাৰ সেই পৃথ্বী শাহকেই সতৰ্ক কৰালেন ভাৰতেৰ প্ৰাক্তন কোচ ৱবি শাস্ত্ৰী।

আসলে ঘৰোয়া ক্ৰিকেটে পৃথ্বী শাহ ভালো পাৰফৰমেপ কৰেছিলেন তাৰ পৰে এটা আশা কৰা হয়েছিল যে পৃথ্বী এবাৰেৰে আইপিএলেও ভালো পাৰফৰ্ম কৰবেন, কিন্তু এখন পৰ্যন্ত তা কৰতে পাৱেননি দিল্লিৰ ক্যাপিটলসেৰ ওপেনাৰে। এমন অবস্থাতে এবাৰে পৃথ্বী কে ইমপ্যাক্ট প্লেয়াৰ হিসাবে ব্যবহাৰ কৰছে দিল্লি ক্যাপিটলস, এটাই মানতে পাচ্ছেন না ৱবি শাস্ত্ৰী। তিনি এবাৰে পৃথ্বী কে সতৰ্ক কৰেছেন। শাস্ত্ৰীৰ মতে পৃথ্বী যদি এই ৱকম ইমপ্যাক্ট প্লেয়াৰ হিসাবে দলে আসেন, সেটা তাৰ কেৰিয়াৰেৰ জন্ম ভালো হবে না। পৃথ্বী কে ইমপ্যাক্ট প্লেয়াৰ হিসাবে ব্যবহাৰ কৰাৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন তুলেছেন শাস্ত্ৰী।

প্ৰকৃতপক্ষে, ৱবি শাস্ত্ৰী বিশ্বাস ক’ৱেন যে পৃথ্বী শুধুমাত্ৰ একজন খেলোয়াড় হিসাবে দলে জায়গা পাওয়া



গিয়েছে এই বছৰেৰে আইপিএল শুৰু হয়েছে। এই মৰশুমে এখনও পৰ্যন্ত বেশ কয়েকটি ম্যাচে খুব টানটান উজ্জেন্জা দেখা গিয়েছে। ৱিৰু্ধ সিং, মায়াক্স মারকাণ্ডে এবং আয়ুশ বান্দেৱিন মতো ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ যাৱা জাতীয় দলেৰ হয়ে খেলাৰ সুযোগ পাননি। কিন্তু আইপিএলে তাদেৰ থেকে অসাধাৰণ কিছু পাৰফৰম্মাল দেখতে পাওয়া গিয়েছে। তবে ভাৰতেৰ প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ সুনীল গাভাস্কাৰ মনে ক’ৱেন, এখনও পৰ্যন্ত আইপিএলে যতগুলি মাচা হয়েছে, তাতে সেই ভাবে ক্ৰিকেটাৰ উঠে আসেনি।

সুনীল গাভাস্কাৰ বলেন, এই বছৰেৰে আইপিএলে তাৰ উদ্দেশ্য পূৰণ কৰতে ব্যৰ্থ হয়েছে। আগেৰ বছৰগুলিৰ মতো এই বছৰে উঠতি তৰুণ ক্ৰিকেটাৰদেৰ সেই ভাবে দেখা যাচ্ছে না। তৰুণৰা সুযোগকে কাজে লাগাতে ব্যৰ্থ হয়েছে। গাভাসকৰ মনে কৰছেন সব বিভাগেই কোনও তৰুণ

ৰাজস্থানেৰ জয় তি ৱানে

চেন্নাই,১২ এপ্ৰিল : আই পি এলে উজ্জেন্জাপূৰ্ণ জয় পেলো ৰাজস্থান। তাৱা চেন্নাইকে তিন ৱানে পৰাজিত ক’ৱে। ৰাজস্থান প্ৰথম ব্যাট ক’ৱে আট উইকেটে ১৭৫ ৱান ক’ৱে। জবাবে ব্যাট কৰতে নেমে চেন্নাই ছয় উইকেটে ১৭২ ৱান ক’ৱে।

টসে জিতে চেন্নাই বিপক্ষকে প্ৰথম ব্যাট কৰাৰ জন্ম আমন্ত্ৰণ জানায়। ৰাজস্থানেৰ হয়ে ইনিংসেৰ সূচনা ক’ৱেন জস বাটলার, যশস্বী জস ওয়ালা। স্কোৱাৰ্ডে ১১ ৱান সৰহহ হতেই যশস্বী জসওয়াল(১০) আউট নৈ। সেই জয়গা থেকে জস বাটলার, দেবদত্ত পাডিক্কাল দলেৰ জন্ম ক’ৱে নিয়ে যান ৮৮ ৱানে। দেবদত্ত পাডিক্কাল(৬৮)ৱৰ্বীৰ্জ জাদেজাৰ বলে আউট হন। জস বাটলার(৫২), অজিঙ্ক ৱাহানে(৩১),থোনি(৩২)ব্যাটে ছয় উইকেটে ১৭২ ৱান ক’ৱে।

১২৫ ৱানেৰ জয়েৰ লক্ষ্মমাত্ৰা নিয়ে ব্যাট কৰতে নেমে মৌচাক ১৭.১ ওভাৰে সব উইকেট হাৱিয়ে মাৰ ৯৮ ৱান তুলতে সক্ষম হয়। ব্যাট হাতে ধনবীৰ সিং ২৪ বলে ৪৫ ৱান, দেবাংশু দত্ত ১৭ বলে ১১ ৱান ও শ্ৰাবন গোখামী ১৭ বলে ১১ ৱান ছাড়া বাকিৱা দুই সংখ্যা ৱান কৰতে পাৱেননি। ৱাডেৰ সৌৰভ সাহানি ৪টি উইকেট নিয়ে দলকে জয় এনে দিতে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা নেয়।

বিদ্যাসাগৰ বালিকা বিদ্যালয়, বড়দোয়ালি স্কুলেৰ

নিজস্ব প্ৰতিনিধি।। আগৰতলা, ১২ এপ্ৰিল : পশ্চিম জোনভিত্তিক অনুৰ্ধ্ব-১৭ মেয়েদেৰ আসঞ্জেমন টি-২০ ক্ৰিকেটে জয় অব্যাহত ৱেখে খেতাবেৰ লড়াইয়ে উঠে এল বিদ্যাসাগৰ বালিকা বিদ্যালয়। টানা চাৰ ম্যাচে জয় পেয়ে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে ট্ৰফি দখলেৰ লড়াইয়ে প্ৰনবানন্দ বিদ্যামন্দিৰেৰ বিৰুদ্ধে মুখোমুখি হবে বিদ্যাসাগৰ স্কুল। অন্যদিকে প্ৰথম এই ম্যাচে পৰাজয়েৰ পৰ টানা দুই ম্যাচে জয় পেল বড়দোয়ালি স্কুল। বুধবাৰ আসৰেৰ দুটি ম্যাচ হয়। বি আৰ আৰুদেৱৰ মাঠে বিদ্যাসাগৰ বালিকা বিদ্যালয় ৮ উইকেটে হাৱিয়ে দেয় নন্দননগৰ স্কুল। নিৰ্ধাৰিত ২০ ওভাৰ ব্যাট ক’ৱে ৫ উইকেটেৰ বিনিময়ে ১২৮ ৱান তুলে।

জবাবে ১২৯ ৱানেৰ জয়েৰ লক্ষ্মমাত্ৰা নিয়ে ব্যাট কৰতে নেমে ১৪.৩ ওভাৰে ২৫ উইকেট হাৱিয়ে জয়েৰ জন্ম প্ৰয়োজনীয় ৱান তুলে নেয় বিদ্যাসাগৰ স্কুল।

একই মাঠে অপৰ ম্যাচে বড়দোয়ালি হাইস্কুল ১৪ ৱানে হাৱিয়ে দেয় আসাম ৱাইফেলস স্কুলকে। সাৱস্তিক নমঃদাসেৰ ব্যাটে -বলেৰ দাপটে জয় পেল বড়দোয়ালি স্কুল।

পৰে ব্যাট কৰতে নেমে আসাম ৱাইফেলস ২০ ওভাৰে ৪ উইকেট হাৱিয়ে ১২০ ৱান তুলতে সক্ষম হয়। বড়দোয়ালি স্কুলেৰ নিয়ন্ত্ৰিত বোলিংয়েৰ সামনে লড়াই কৰেও জিততে পাৱল না আসাম ৱাইফেলস। ব্যাট হাতে ক্ৰিশ্চিয়ানা ৱেমা ৬৬ বলে ৩৮ ৱান ছাড়া বাকিৱা দুই সংখ্যা ৱান কৰতে পাৱেননি। অতিৰিক্ত খাতে পাৰ ৬২ ৱান। বড়দোয়ালি স্কুলেৰ অলৱাউডাৰ সাৱস্তিকা নমঃদাস ২টি উইকেট পান।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগেৰ শেষ চাৰেৰ অনেক কাছে হলান্দ্ৰা

বায়াৰ্নকে দাঁড়াতেই দিলো না সিটি

ইতিহাদ, ১২ এপ্ৰিল: প্ৰতিপক্ষৰে একেৰ পৰ এক আক্ৰমণ সামলাতে গিয়ে ৱক্ষণে অসংখ্য ভুল কৰল বায়াৰ্ন মিউনিখ। সেই সুযোগ কাজেও লাগাল ম্যাৰ্ছেস্টাৰ সিটি। চ্যাম্পিয়ন্স লিগেৰ লড়াইয়ে অধিকাংশ সময় চাপ ধৰে ৱেখে বড় জয় তুলে নিল পেপ ওয়াৰ্দিওলাৰ দল।

ইতিহাদ স্টেডিয়ামে মঙ্গলবাৰ ৱাতে কোয়াৰ্টাৰ-ফাইন্যালেৰ প্ৰথম লেগে ৩-০ গোলে জিতছে প্ৰিমিয়ার লিগেৰ শিৰোপাখাৱীৱা। ৱৱিৱৰ গোলে এগিয়ে যাওয়ার পৰ ব্যবধান দ্বিগুণ ক’ৱেন বেন্নাৰ্দো সিলভা। পৰে আৰ্লিং হলান্ডেৰ লক্ষ্যভেদে সেমি-ফাইন্যালে উঠাৰ সম্ভাবনা জোৱাল হয় সিটিৰ।

বল দখলে কিছুটা এগিয়ে থাকা জাৰ্মান দলটি দ্বিতীয়াৰ্ধেৰে শুৰুতে জেৱ চেষ্টা চালায় ঘূৰে দাঁড়াতে। বেশ কিছু ভালো সুযোগও তৈৰ কৰে তাৱা। কিন্তু পাৱেনি কাজে লাগাতে। দ্বিতীয় গোাল খাওয়ার পৰ আৰ সেভাবে পেৱে উঠেনি তাৱা।

আক্ৰমণাঞ্চল ফুটবলে শুৰু থেকে চাপ বাড়ায় সিটি। প্ৰতিপক্ষ গোলাৱক্ষকৰ ভুলে চতুৰ্থশ মিনিটে এগিয়েও যেতে পাৱতো তাৱা। সতীৰ্থেৰ ব্যাকপাস পেয়ে ক্লিয়ার কৰতে একটু দেৱি ক’ৱেন ইয়ান সমেৱ, তাৰ দিকে ছুটে যান আৰ্লিং হলান্ড, শেষ মুহূৰ্তে কোনোমতে দলাকে বিপদমুক্ত ক’ৱেন সমেৱ।

২৭তম মিনিটে ৱৱিৱৰ দুৰ্দান্ত গোলে এগিয়ে যায় সিটি। বেন্নাৰ্দো সিলভাৰ পাস পেয়ে প্ৰায় ২৫ গজ দূৰ থেকে বী পায়েৰ উঁচু জোৱাল শটে বল জালে জুডান স্প্যানিয়ল ডিফেন্ডিভ মিডফিল্ডাৰ। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে এটা তাৰ প্ৰথম গোলে।

আগামী মৰশুমে মেসিৰ সাথে খেলতে মুখিয়ে আছেন লেভানদোভস্কি

১২ এপ্ৰিল: প্ৰতিদ্বন্দ্বী হিসেবে লিওনেল মেসিৰ মুখোমুখি হলেও একই দলে কখনও খেলা হয়নিৱেৰে লেভানদোভস্কিৰ। এবাৰ সে ইচ্ছাটা পূৰণ কৰতে চান পোলিশ স্টাইকাৰ। আশাবাদী কণ্ঠে বললেন, আগামী মৰশুমে ক্যাম্প নউয়ে আৰ্জেণ্টিনাই তাৰকাৰ সঙ্গে খেলতে চান তিনি।

গত গ্ৰীষ্মে বাৰ্সেলোনায় যোগ দেন লেভানদোভস্কি। তাৰ আগৰে মৰশুমে ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে ক্লাবটি ছেড়ে যেতে বাধ্য হন মেসি। দুই বছৰেৰ চুক্তিতে যোগ দেন পিএসজিতে, যাৰ মোয়াদ শেষ হবে চলতি মৰশুমেৰ পৰ।

পিএসজিৰ সঙ্গে মেসি এখনও চুক্তি নবায়ন ক’ৱেননি। এতে তাৰ ভবিষ্যৎ নিয়ে জৰ্জানা-কৰনা ক্ৰয়েই বাড়ছে। বিভিন্ন সময়ে সংবাদমাধ্যমে আসছে ৩৫ বছৰ বয়সি এই ফৰোয়াৰ্ডেৰ বাৰ্সেলোনায় ফেৰাৰ খবৰ।

সম্প্ৰতি বাৰ্সেলোনাৰ সহ-সভাপতি



ছয় মিনিট পৰ ব্যবধান দ্বিগুণ হতে পাৱতো। সতীৰ্থেৰ গায়ে লেগে আসা বল কোনোমতে পাঞ্চ ক’ৱেন সমেৱ, কিন্তু বল চলে যায় বক্সে ইলকাই গিন্দোয়ানেৰ পায়ে। জোৱাল শট নেন সিটিৰ এই মিডফিল্ডাৰ, মাটিতে পড়ে থাকা অবস্থায় কোনোমতে পা দিয়ে আটকান সুইস গোলাৱক্ষক।

বিৰতিৰ পৰ প্ৰথম মিনিটেই আক্ৰমণ শানায় বায়াৰ্ন। লেৱয় সামেৰ জোৱাল শট ঠেকিয়ে জাল অক্ষত ৱাখেন এদেৱসন। তিন মিনিট পৰ আৱেকটি দাৰুণ একটি সুযোগ পায় বায়াৰ্ন, এবাৰ বী দিকে কাঁপিয়ে ঠেকিয়ে দেন ৱাজিলিয়ান গোলাৱক্ষক এদেৱসন।

পৰেৰ মিনিটে নিজেদেৰ ভুলে ফেৰ গোাল খেতে বসেছিল বায়াৰ্ন। গোেলমুখে সতীৰ্থেৰ দুৰ্বল ব্যাকপাস ক্লিয়ার কৰতে গিয়ে ঠিকমতো শট নিতে পাৱেননি সমেৱ, বল চলে যায় বক্সেই

হলান্ডেৰ পায়ে। তবে তাৰ শট ঠেকিয়ে দেন জাৰ্মান মিডফিল্ডাৰ জসুয়া কিমিখ।

৫৭তম মিনিটে সমেৱেৰ দুচতায় ফেৰ দ্বিতীয় গোাল হজম কৰা থেকে বেষ্টে যায় বায়াৰ্ন। ছয় গজ বক্সেৰ বাহিৰে থেকে ৱুৱেন দিয়াসেৰ শটে এক হাত দিয়ে বল ক্ৰসবাৰেৰ উপৰ দিয়ে বাহিৰে পাঠান তিনি। ৱক্ষণেৰ ভুলেই ৭০তম মিনিটে ২-০ গোলে পিছিয়ে পড়ে বায়াৰ্ন। বক্সেৰ বাহিৰে জাক গ্ৰিলিশেৰ চ্যালেক্সেৰ মুখে বল হাৱান ডিফেন্ডাৰ দায়দ উপমেৰ্কাণো।

বল ধৰে ভেতৰে ঢুকে ডান দিকে ক্ৰস বাড়ান হলান্ড আৰ ফাঁকায় পেয়ে নিৰ্খুঁত হেডে সমেৱকে পৰাস্ত ক’ৱেন পৰ্তুগিজ মিডফিল্ডাৰ সিলভা।

অবিশ্বাস্য ফৰ্মে ছুটে চলা হলান্ড স্কোৱলহীনে নাম লোঁকান ৭৬তম মিনিটে। ডান দিক থেকে সতীৰ্থেৰ বাড়ানো ক্ৰস বক্সে পেয়ে জন স্টোঁনস

হেডে খুঁজে নেন হলান্ডকে। ছয় গজ বক্সে ফাঁকায় বল পেয়ে অনান্যাসে জালে পাঠান বৰশিয়া ডটমুন্ড থেকে গত গ্ৰীষ্মেৰ দলবদলে সিটিতে যোগ দেওয়া এই তৰুণ। সিটিৰ জাসিঁতে সব প্ৰতিযোগিতা মিলিয়ে নৱওয়েৰ এই ফৰোয়াৰ্ডেৰ মোট গোাল হলো ৪৫টি। প্ৰিমিয়ার লিগ যুগে প্ৰতিযোগিতাটিৰ কোনো খেলোয়াড়েৰে যা সৰ্বোচ্চ।

বাকি সময়ে আৰও দুটি ভালো সুযোগ তৈৰ কৰে সিটি। তবে খলিয়ান আলভাৱেসেৰ শট লক্ষ্যব্ৰষ্ট হওয়ার কয়েক মিনিট পৰ ৱৱিৱৰ হেড ঠেকিয়ে ব্যবধান বাড়তে দেননি সমেৱ।

বায়াৰ্নেৰ আলিয়াঞ্জ অ্যাৱেনায়া আগামী বুধবাৰ ফিৰতি লেগে ফেৰ মুখোমুখি হবে দল দুটি। আগ্ৰাসী সিটিৰ বিপক্ষে তিন গোলেৰ ব্যবধান ঘূচিয়ে পৰেৰ ধাপে যেতে অবিশ্বাস্য কিছুই কৰে দেখাতে হবে ৬ বাৰেৰ ইউৰোপ চ্যাম্পিয়নদেৰ।

সমীৰণ স্মৃতি টি-২০ ক্ৰিকেট জয় পেল ইউ বি এস টি, ব্লাডমাউথ

নিজস্ব প্ৰতিনিধি।। আগৰতলা, ১২ এপ্ৰিল : সমীৰণ স্মৃতিটি-২০ ক্ৰিকেটে জয় পেল ইউ বি এস টি এবং ব্লাডমাউথ ক্লাব। আসৰে ইউ বি এস টি চাৰ ম্যাচ খেলে ১টিতে জয় পায়। সমসংখ্যক ম্যাচে ব্লাডমাউথ ভিনটিতে জয় পায়। এদিন প্ৰতিযোগিতাৰ দুটি ম্যাচ হয়। তাতে ইউ বি এস টি ১১ ৱানে হাৱিয়ে দেয় সংহতি ক্লাবকে। অন্যদিকে ব্লাডমাউথ ২৬ ৱানে হাৱিয়ে নেয় মৌচাক ক্লাবকে।

বুধবাৰ পিটিজি’তে দিনেৰ প্ৰথম ম্যাচে টস হেৰে প্ৰথমে ব্যাট পায় ইউ বি এস টি। নিৰ্ধাৰিত ২০ ওভাৰ ব্যাট ক’ৱে ৯ উইকেটেৰ বিনিময়ে ১৫৪ ৱান তুলে। ব্যাট হাতে কৃষ্ণকমল আচাৰ্য ৪৭ বলে ৬টি চাৰ ও ৩টি ছয়েৰ সাহায্যে ৬২ ৱানেৰ দায়িত্বপূৰ্ণ ইনিংস খেলেন। কৃষ্ণকমলকে উইকেটে যোগ্য সহযোগিতা ক’ৱেন সৌৰভ যাদব ৮ বলে ১৭ ৱান, ধ্ৰুৱেন নন্দী ২৬ বলে ১৬ ৱান এবং মনোজিৎ দাস ১ বলে ১৬ ৱান ক’ৱেন। অতিৰিক্ত পায় ১৮ ৱান। সংহতিৰ ৱাজেশ সাহা ৩টি, অভিভিঞ্ দে ও শাহৰুখ হুসেন ২টি ক’ৱে উইকেট পান।

জবাবে ব্যাট কৰতে নেমে সংহতি ২০ ওভাৰে ৯ উইকেটেৰ বিনিময়ে ১৪৩ ৱান তুলতে সক্ষম হয়। বি এস টি’ৰ অলৱাউতাৰ কৃষ্ণকমল আচাৰ্য ও মনোজিৎ দাসেৰ বোলিংয়েৰ সামনে সংহতিৰ ব্যাটাৱাৱা বেশি সুবিধা কৰতে পাৱেননি। সপ্তজিৎ দাস ৩২ বলে ৩৮ ৱান, অনিভ

আলি ২৭ বলে ৩২ ৱান, অভিভিঞ্ দে ১৫ বলে ১৩ ৱান ও ৱাজেশ সাহা ৯ বলে ১১ ৱান ছাড়া অনাৱা দুই অন্ধেৰ ৱান কৰতে পাৱেননি। বি এস টি’ৰ কৃষ্ণকমল আচাৰ্য ২টি ও মনোজিৎ দাস ৩টি উইকেট পান। ১১ ৱানে জয় পায় ইউ বি এস টি।

একই মাঠে দিনেৰ অপৰ ম্যাচে মৌচাককে ২৬ ৱানে হাৱিয়ে জয় অব্যাহত ৱাখে ব্লাডমাউথ ক্লাব। সৌৰভ সাহানিৰ দুৰন্ত ঘূৰ্ণিতে মৌচাকেৰ ব্যাটাৱাৱা উইকেটে বেশিক্ষণ টিকে থাকতে পাৱেননি। টস জিতে ব্লাডমাউথ প্ৰথমে ব্যাট নিয়ে ১৯.২ ওভাৰে সব উইকেট হাৱিয়ে ১১৪ ৱান তুলে। ব্যাট হাতে বাগ্গা দাস ২৮ বলে ৩১ ৱান, স্বপন দাস ২১ বলে ২৪ ৱান, সৌৰভ সাহানি ১০ বলে ১৭ ৱান ও অৱবিদ বৰ্মা ১৪ বলে ১২ ৱান ক’ৱেন। মৌচাকেৰ কৰণ দে ওটি, শ্যামল বিশ্বাস ও সৌৰদীপ দেববৰ্মা ২টি ক’ৱে উইকেট পান।

১২৫ ৱানেৰ জয়েৰ লক্ষ্মমাত্ৰা নিয়ে ব্যাট কৰতে নেমে মৌচাক ১৭.১ ওভাৰে সব উইকেট হাৱিয়ে মাৰ ৯৮ ৱান তুলতে সক্ষম হয়। ব্যাট হাতে ধনবীৰ সিং ২৪ বলে ৪৫ ৱান, দেবাংশু দত্ত ১৭ বলে ১১ ৱান ও শ্ৰাবন গোখামী ১৭ বলে ১১ ৱান ছাড়া বাকিৱা দুই সংখ্যা ৱান কৰতে পাৱেননি। ৱাডেৰ সৌৰভ সাহানি ৪টি উইকেট নিয়ে দলকে জয় এনে দিতে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা নেয়।

বেনফিকাৰ মাঠ থেকে জয় তুলে আনলো ইন্টাৰ মিলান

১২ এপ্ৰিল : ম্যাচেৰ অধিকাংশ পৰিসংখ্যানে ইন্টাৰ মিলানেৰ চেয়ে এগিয়েই ছিল বেনফিকা। কিন্তু দিন শেষে কে আৰ পৰিসংখ্যান ৱাখে, যা মনে ৱাখে তা হলো গোলে। সেই গোাল কৰাৰ আসল কাজটি ক’ৱে এখন চ্যাম্পিয়ন্স লিগেৰ সেমিফাইন্যালে খেলাৰ স্বপ্ন দেখেছে ইন্টাৰ। কোয়াৰ্টাৰ ফাইন্যালেৰ প্ৰথম লেগে বেনফিকাৰ মাঠে ঝগতিকদেৰ ২-০ গোলে হাৱিয়েছে ইন্টাৰ।

বেনফিকাৰ মাঠে প্ৰথমাৰ্ধ গোালশূন্য থাকাৰ পৰ দ্বিতীয়াৰ্ধেৰ শুৰুতে ইন্টাৰকে এগিয়ে দেন নিকোলা বাৱেল্লা। পৰে পেনাল্টি গোলে ব্যবধান দ্বিগুণ ক’ৱেন

ৱোমেলু লুকাকু। দ্বিতীয় লেগে নিজেদেৰ মাঠে হাৰ এড়ালে কিংবা ১-০ গোলেৰ হাৰও ইন্টাৰকে সেমিফাইন্যালে নিয়ে যাবে।

এদিন প্ৰথমাৰ্ধে কোনো দলই নিৰুদ্ৰুপ আধিপত্য বিস্তাৰ ক’ৱে খেলতে পাৱেনি। এমনকী ম্যাচে উত্তাপও ছিল তুলনামূলকভাবে কম। ৪৫ মিনিটে দুই দল মিলিয়ে লক্ষ্যে শটই নিতে পেৱেছে একটি। বেনফিকাৰ নেওয়া সেই শটও আলোৰ মুখ দেখেনি। দুই দলেৰ মাঝে বেনফিকা ওছানো ফুটবল খেলে আক্ৰমণে গিয়ে প্ৰতিপক্ষকে চাপে ফেলাৰ চেষ্টা কৰছিল।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে মিলান-ৱিয়াল ফাইন্যাল চান আনচেলত্তি

১২ এপ্ৰিল: খেলোয়াড় ও কোচ হিসেবে এপি মিলানে অনেকটা সময় ছিলেন কাৰ্লো আনচেলত্তি। তাৰ চেলেসিৰ মুখোমুখি হবে ৱিয়াল। ওই দিনই শেষ আৰ্টেৰ প্ৰথম লেগে মিলান লড়বে নাপোলিৰ বিপক্ষে। প্ৰিমিয়ার লিগেৰ পয়েন্ট টেবিলে একাদশ স্থানে থাকা চেলেসিৰ বিপক্ষে ৱিয়ালকেই ফেভাৰিট ধৰা হচ্ছে। তবে মিলানেৰ সঙ্গে এগিয়ে ৱাখা হচ্ছে নাপোলিকে।

সৰবশেষ দেখায় সেৱি আৰ শীৰ্ষে থাকা নাপোলিকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে দিলেও এবাৰেৰ মৰশুমে ধাৰাবাহিক নয় মিলান। লিগ টেবিলে তাদেৰ চ্যাম্পিয়ন্স লিগেৰ ফাইন্যাল খেলে ও শিৰোপা জেতে ইতালিৰ ক্লাবটি। ভালো লাগাৰ দলটিকে আবাৰও ইউৰোপ সোৱাৰ শিৰোপা নিৰ্ধাৰী মক্ষে খেপতে চান তিনি। ইতালিয়ান এই কোচেৰ চাওয়া, সেখানে প্ৰতিপক্ষ হোক তাৰ বৰ্তমান দল ৱিয়াল মাদ্ৰিদ।



অবস্থান তৃতীয়। তবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে তাদেৰকেই সমৰ্থন কৰাৰ কথা বললেন আনচেলত্তি।

“এটি সৰ্বেপাৰি মিলানেৰ জন্ম শুভবানান। যে দলটিৰ আমি একজন ভক্ত। বাস্তবে মিলান-নাপোলিৰ ম্যাচ হবে খুবই ভাৱসামপূৰ্ণ ও অনিশ্চিত।”

“ইস্তানবুলে দুই দলেৰ মুখোমুখি হওয়া কি দাৰুণ হবে? ৱিয়ালেৰ জন্ম অবশ্যই দাৰুণ হবে। আমাৰ মনে হয়, মিলানেৰ জন্মও তাই। কিন্তু সব দলই ইস্তানবুলেৰ ফাইন্যালে জায়গা ক’ৱে নিতে চাইবে।”

১৯৮৭ থেকে ১৯৯২ পৰ্যন্ত মিলানেৰ হয়ে খেলেেন আনচেলত্তি। কোচ হিসেবে দলটিতে ছিলেন তিনি ২০০১ থেকে ২০০৯ পৰ্যন্ত। এই সময়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগসহ বেশ কয়েকটি শিৰোপা জেতেন তিনি।



ধৰে ইউৰোপীয় ক্লাবগুলোয় মালিক হয়ে আসছেন ইউৰোপ-এশিয়াৰ ধনকুৰেৱা। যা এক ধাক্কায় পূৰো চিঠিটা নাটকীয়ভাবে বদলে দিয়েছে। আৰ এ জয়গাতেই মূলত পিছিয়ে পড়ে ইতালিয়ান ক্লাবগুলো। ক্লাবমালিকেৱা তাদেৰ ক্লাবগুলোকে মাঠেৰ ফুটলেৰে জন্ম প্ৰস্তুত কৰাৰ বদলে ইনদেৰে ব্যক্তিগত প্ৰচাৰণা ও ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহাৰ কৰা শুৰু ক’ৱে। যাৰ ফলে ক্ৰমে পিছিয়ে পড়তে পড়তে একসময় কোণঠাসা হয়ে পৰ্দাৰ অন্তৰালে চলে যায় ক্লাবগুলো।

আন্তৰ্জাতিক ফুটবলে ইতালিৰ পতনেৰ সঙ্গেও বিষয়টি অনেকটা জড়িয়ে। ইতালিতে নতুন প্ৰতিভাৰ আগমন প্ৰায় থমকে যায়।

তবে অন্ধকাৰ টানেলেৰ শেষ নাকি আলো থাকে। সেই আলোৰ বলকলিই বেধ হহা এবাৰ দেখতে শুৰু ক’ৱেছে ইতালিৰ ক্লাব ফুটবল। সাম্প্ৰতিক সময়ে বিদেশি

বিনিয়োগকাৰীদেৰ আগমন নতুন ক’ৱে জাগিয়ে তুলেছে ক্লাব ফুটবলকে। বৰ্তমানে ইন্টাৰ মিলান ও এপি মিলানসহ সিৰি ‘আ’ৰ সাতটি ক্লাবেৰ মালিক বিদেশি। যাৱেৰ পাঁচজন যুক্তৰাষ্ট্ৰেৰ, একজন কানাডাৰ ও আৱেকজন চীনেৰ।

ইতালিৰ ফুটবলেৰ এই ৱেনেদাঁৰ অংশ হয়ে চলতি মৰশুমে জাদুকৰি ৰূপে সামনে এসেছে নেপোলি। কয়েক মৰশুম ধৰেই তাদেৰ উত্থানেৰ আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। এবাৰ তো ৩৩ বছৰ পৰ লিগ শিৰোপা জয়েৰ দ্বাৰপ্ৰান্তেই পৌঁছে গেছে নেপোলি। লুসিয়ানো স্পালেত্তিৰ কোচিং—দৰ্শনই মূলত বদলে দিয়েছে নেপলসেৰ ক্লাবটিকে। খিচা কাভাৰে স্কাইয়া ও ভিক্তৰ ওসিমেনেৰ মতো প্ৰতিভাৰ উপস্থিতি তাদেৰ খোলনলেচে বদলে দিয়েছে।

ইতালিয়ান লিগেৰ সৰ্বশেষ প্ৰতিনিধি হিসেবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতেছিল ইন্টাৰ। কয়েক মৰশুম ধৰে

উত্থান-পতনেৰ ভেতৰ দিয়েই নিজেদেৰ যাত্ৰাটা অব্যাহত ৱেখেছে তাৱা। দুই বছৰ আগে লিগ শিৰোপা জিতলেও অৰ্থনৈতিক কাৰণে খেলোয়াড় ছেড়ে দিতে হয় তাদেৰ। দায়িত্ব ছেড়ে দেন শিৰোপা জেতানো কোচ আৰ্ত্তেনিও কৰ্ত্তেও। এৰপৰও পূৰোপূৰি লক্ষ্যচ্যুত হয়নি ক্লাবটি। লিগে পথ হাৱালেও চ্যাম্পিয়ন্স লিগে শেষ আটে খেলেছে তাৱা। ইউৰোপিয়ান শ্ৰেষ্ঠত্বেৰ মক্ষে নিজেদেৰ যাত্ৰা তাৱা পৰ্দাৰ অন্তৰালে। মালিকানাংক্ৰান্ত জটিলতা ও যোগ্য নেতৃত্বেৰ অভাবে ৱীতিমতো হাৱিয়ে যেতে বসেছিল ক্লাবটি।

একসময় ইউৰোপীয় ফুটবলেৰ সৰচেয়ে বড় পৰাশক্তি ছিল মিলান। বিশ্বাসেৰা তাৰকাদেৰ পদাৱাৰণে মুখৰ ছিল মিলানেৰ আৰ্জিনা। সেই মিলানই এক দশকেৰ বেশি সময় ধৰে ছিল তাদেৰ খোলনলেচে বদলে দিয়েছে। ইতালিয়ান লিগেৰ সৰ্বশেষ প্ৰতিনিধি হিসেবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতেছিল ইন্টাৰ। কয়েক মৰশুম ধৰে

জাতীয় পথনাটক দিবস পালিত

সফদার হাসমির আদর্শ এগিয়ে নেওয়ার আহ্বান

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। আগরতলা, ১২ এপ্রিল : নাটক, সংগীত, আলোচনা সভা ও কবিতা আবৃত্তির মধ্য দিয়ে রাজ্যের নানা স্থানে পালিত হয় জাতীয় পথনাটক দিবস। স্মরণ করা হয় বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী প্রখ্যাত নাট্যকার সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সফদর হাসমিকে। ১৯৫৪ সালের ১২ এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন তিনি। বুধবার ছিল তার ৬৯ তম জন্মদিন। গোটা রাজ্যে দিনটিতে জাতীয় পথ নাটক দিবস হিসাবে পালন করা হয় ত্রিপুরা সংস্কৃতি সমন্বয় কেন্দ্রের উদ্যোগে। মূল অনুষ্ঠান হয় রাজধানীর অফিস লেনহিডে সংগঠনের কেন্দ্রীয় ভবনে।

শ্রমিক শ্রমজীবী মানুষের জীবন যাত্রাকে পথ নাটকের মধ্য দিয়ে মানুষের সামনে তুলে ধরেন জনজাগরণের কেন্দ্রীয় ব্রতী ছিলেন সফদার হাসমি। দিল্লির গাজিবাগদের শিলাঞ্চলে পথনাটক ‘হল্লাবোল’ মঞ্চস্থ করতে গিয়ে ১৯৮৯ সালের ১ জানুয়ারি এক রাজনৈতিক দলের ঘাতক বাহিনীর হাতে মারাত্মকভাবে আহত হন তিনি। ২রা জানুয়ারি তিনি শহিদের মৃত্যুবরণ করেন। এরপর থেকেই তার জন্মদিনকে জাতীয় পথনাটক দিবস হিসাবে পালিত হয়ে

বাংলা নববর্ষ, বিবুবইসু উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর

আগরতলা, ১২ এপ্রিল : বাংলা নববর্ষ বিবু উৎসব ও বইসু উৎসব উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা সকল রাজ্যবাসীকে অভ্যুচ্ছা জানিয়েছেন। এক শুভেচ্ছা বাণীতে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘উৎসব উদ্‌যাপন আমাদের চিরচিরিত ঐতিহ্যের এক একটি ধারা। প্রাচীন কাল থেকেই চিরচিরিত প্রথা অনুযায়ী ঐতিহ্যবাহী এই উৎসব পালিত হয়ে আসছে। আমাদের নিজস্ব রীতিনীতি, ধর্মীয় বিশ্বাস, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে চলেছে এই উৎসবগুলি। উৎসবের মধ্য দিয়ে সকল জনগোষ্ঠীর মানুষ সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির আহ্বান জানান। সবকালের এই প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আমাদের একা ও সংহতির বাতী রচিত হয়। নতুন বছরে রাজ্যবাসীর সুখ সমৃদ্ধি কামনা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

OFFICE OF THE DIG (MED) / MED SUPDT, COMPOSITE HOSPITAL BORDER SECURITY FORCE, SALBAGAN AGARTALA TRIPURA-799012	
// ADVERTISEMENT //	
Suitable and willing male and female candidates may attend Walk-in-Interview for engagement as Specialist doctors in BSF Composite Hospital Salbagan, Agartala, Tripura on contractual basis as per terms & conditions mentioned below	
1. Date of Walk-in-Interview - 20 th April 2023 to 05 May 2023 at Composite Hospital, BSF, Salbagan, Agartala Tripura from 10 AM to 04 PM.	
2. Remuneration :	a.) Specialist Doctors : Rs. 85,000/- Per Month (for whole period of contract
3. Age-Not more than 67 Years.	
4. Educational & Professional Qualifications.	a.) Specialist Doctors: - <div> <div>i)</div> <div>A recognized medical qualification included in the first or Second Schedule or Part II of the third Schedule (Other than that licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956. Holders of educational qualifications included in Part II or the Third Schedule should also fulfill the conditions stipulated in sub-section (3) of Section (13) of the Indian Medical Council Act, 1956.</div> <div>ii)</div> <div>Post-Graduate Degree/Diploma in the concerned speciality as mentioned in Section-A or Section-B of Schedule -VI or equivalent.</div> <div>iii)</div> <div>1½ Years experience for post graduate degree holder & 2½ Years for Diploma holder in the concerned speciality after obtaining the Post-Graduate Degree/Diploma or equivalent.</div> </div>
5. Medical Examination	Immediately after interview on the same day the candidates will be medically examined by a Board of Medical Officers detailed by Composite Hospital BSF Agartala. Appointment will be subject to medical fitness.
6. Period of Contract	Initial Contractual Appointment will be for 3 years which may be extended for further 02 years on year to year basis subject to the maximum age cap of 70 years. Total period of contract will be five years or till the appointee attains the age of 70 years whichever is earlier. Thereafter, the contract will lapse automatically. However, the appointment can be terminated at any time by giving one month notice (on either side) without assigning any reason by paying/refunding one month salary.
7. No Extension beyond the stipulated five years will be given. However, there is no bar on a contractual apptee applying afresh on completion of 5 years tenure.	
8. Entitlement of Leave :- The leave entitlement may be governed in terms of DoP&T's OM No. 12016/3/84-Estt (L) dated 12th April 1985, as amended from time to time.	
9. The appointee shall not have any claim or right to regular appointment to any post under CAPFS.	
10. The appointee shall be on the whole time appointment of the institution and shall not accept any other appointment, paid or otherwise, during the period of contract.	
11. Other condition of contract will be governed by the relevant rules and order issued from time to time.	
12. The location of vacancies of specialist Medical Officer) for CH BSF Agartala, Tripura are as under :-	
a) Location of walk-in-interview	- Composite Hospital, Border Security Force, Salbagan, Agartala, Tripura (West) - 799 012
b) Specialists Doctors at	- 01 Vacancy each
(i) Medicine	- 01 Vacancy
(ii) Anaesthetics	- 01 Vacancy
(iii) Pathologist	- 01 Vacancy
(iv) Surgical	- 01 Vacancy
Note :-	
a) Suitable and willing candidates for Specialist may walk-in-interview at CH BSF Agartala on the dates mentioned at Srl No. 01 along with original & Photocopies of all relevant documents (like mark sheet of 10 th , 12 th , Graduate & Post Graduate Degree certificate/provisional certificate, Registration certificate, Age proof and Experience certificate etc) and application in plain paper superscripting the name of the post applied for and 05 nos recent passport size photographs.	
b) Candidates are advised to log on to BSF Website i.e. www.bsf.gov.in or www.bsf.nic.in for updating further changes if any.	
c) The advertisement will be valid for 01 year. Eligible candidates can submit their candidature any time to concerned BSF Composite Hospital and walk-in-interview will be arranged subject to vacancy. While submitting the application, the candidate should mention/prioritize their choice of location for appointment which will be taken into consideration while issuing offer of appointment.	
d) In case of selection of more candidates for particular location, waiting list will be prepared in the order of merit, which will be valid for one year from the date of publication of the advertisement.	
e) In case vacancy is available in a particular location even after the interview, selected candidates as per waiting list will be asked for their willingness for appointment in that location.	
f) Any further information/notification in this regard will be available on the BSF website only. Hence, candidates are advised to visit BSF website for exact schedule of walk-in-interview.	
Sd/- (Dr. Ashish Kumar, MS) DIG (Med)/Med Supdt. CH BSF Agartala	

ডেইলি দেশের কথা

□ ১৩ই এপ্রিল, ২০২৩ □ ২৯শে চৈত্র, ১৪২৯ □ বৃহস্পতিবার

আসাম থেকে রাজ্যে ঢুকে নাবালিকা অপহরণে চেষ্টা, আটক গাড়িসহ ২

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ধর্মনগর ১২ এপ্রিল : মেয়েদের অপহরণ, পাচারেও কি হটস্পট হয়ে উঠলো রাজ্য। আসাম থেকে ত্রিপুরায় ঢুকে নাবালিকা অপহরণের চেষ্টা এই আশংকা উসকে দিয়েছে। স্থানীয় মানুষের চেষ্টায় অপহরণকাণ্ড ভেঙে যায়। মানুষই নাবালিকা উদ্ধারের পাশাপাশি দুই অপহরণকারী সমেত অপরাধে ব্যবহৃত গাড়ি আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে।

ধৃতরা হল পাথারকান্দি এলাকার আজমল হোসেন (২৪) এবং নিলামবাজার এলাকার নাজিম উদ্দিন (২৬)। এদের সাথে থাকা আরো দুই যুবক শামীম আহমেদ (১৮) এবং সামসুদ্দিন (১৮) পলাতক। এই দুজনের বাড়ি কদমতলা ব্লকের ফুলবাড়ি গ্রামের চার নং ওয়ার্ডে। ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে উত্তর ত্রিপুরা জেলার চুরাইবাড়ি থানাদীন ফুলবাড়ি এলাকায়।

জানা গেছে, মঙ্গলবার সন্ধ্যা আনুমানিক সাড়ে ছয়টায় নাগাদ ফুলবাড়ি এলাকার স্থানীয় জনগণ চৌদ্দ বছরের এক নাবালিকা মেয়েকে অপহরণনের সময় এ এস ০১ এফ বি/৪৭২২ নম্বরের প্রাইভেট গাড়ি সমেত অসমের দুই যুবককে আটক করে। স্থানীয় মানুষ অপহরণকারীদের মধ্যে করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি ও নিলাম বাজারের আজমল ও নাজিম নামের দুই যুবককে আটক করে। তবে সেখান থেকে ফুলবাড়ি এলাকার শামীম ও সামসুদ্দিন নামের অপর দুই যুবক পালিয়ে যায়। পরে চুরাইবাড়ি থানায় খবর দিলে পুলিশ এসে অভিযুক্ত দুই যুবক সহ অপহরণকাণ্ডে ব্যবহৃত গাড়িটি থানায় নিয়ে যায়।

এদিকে নাবালিকার বাবা চুরাইবাড়ি থানায় অপহরণের মামলা দায়ের করেছেন। এই মামলার তদন্তকারী অফিসার জানিয়েছেন, বুধবার ধৃতদের ধর্মনগর জেলা আদালতে সোপর্দ করা হয়। সাথে পালিয়ে যাওয়া অপর দুই যুবককে ধরতে পুলিশী তল্লাশি শুরু করেছে।

তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মতে, রাজ্যের পুলিশের সক্ষমতা নিয়ে আর সমীহ করে না অপরাধীরা। আইনের উপর অপরাধীদের ভয় কমবে গেছে। অন্য রাজ্য থেকে ত্রিপুরায় ঢুকে নাবালিকা অপহরণের ঘটনায় এই ধারণা তৈরি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এই ঘটনার পর উত্তর জেলায় আতংক বাড়িয়েছে। কন্যা সন্তানের অভিভাবকদের কপালে চিত্তার ভাজ পড়েছে। আইন শৃঙ্খলার এই ভঙ্গুর অবস্থা থেকে রাজ্যকে বের করে আনতে সরকারের কোনও কঠোর পদক্ষেপ এখন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। শাসক দলের লেভেল লায়িগে যা খুশি তা করার ছাড়পত্র পেয়ে অপরাধীরা উৎসাহী। এদিনের ঘটনা তারই একটা নমুনা বলে ধারণা করছে তথ্যাভিজ্ঞ মহল।

বিশেষ করে বিস্ময় ছড়িয়েছে পুলিশের কাণ্ড দেখে। গোটা ঘটনায় কৃত্রিম ভিল এলাকাবাসী। গাড়ি সমেত অভিযুক্তদের হাতে পাবার পর পুলিশ এর কৃত্রিম দাবি করছে। যদিও, ঘটনাক্সল থেকে পলাতক দুই অভিযুক্তকে পুলিশ ঘটনার ২৪ ঘন্টা পরও ধরতে পেরেছে এমন খবর নেই।

পুড়ে ছাই চড়িলাম স্কুল ও বিশালগড়ের চার জুতার দোকান

নিজস্ব প্রতিনিধি।। বিশালগড় ১২ এপ্রিল : বুধবার সন্ধ্যা রাতে বিশ্রামগঞ্জ থানাদীন সিগাভিজলা জেলা শাসকদের অফিসের পাশের চেহরিমাই হাইস্কুল বিধবসী আশ্রমে পুড়ে ছাই। আশ্রম লাগার কারণ জানা যায়নি। এদিকে মঙ্গলবার বিশালগড়ে চারটি জুতার দোকান আগুন ছাই হয়ে যায়।

ঘটনার বিবরণে, জানা গেছে বুধবার সন্ধ্যা সাতটায় এলাকাবাসী চেহরিমাই স্কুলে আশ্রম খেতে পান। তারা খবর পাঠান বিশ্রামগঞ্জ এবং বিশালগড় ফায়ার সার্ভিসে। প্রায় চল্লিশ মিনিট পর বিশালগড় থেকে ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি পৌঁছে। তৎক্ষণে প্রায় পুড়ে ছাই হয়ে যায় স্কুল। স্কুলের বাউন্ডারি গেটে তালো দিয়ে চলে যায় স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা তখনো নাই। গার্ড এসে পৌঁছাননি। ফলে কোন জিনিস পত্র বাঁচানো যায়নি। স্কুলের আসবাব থেকে নথিপত্র কম্পিউটার যাবতীয় সব পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

আশ্রম লাগার কারণ জানা যায়নি। তবে এলাকাবাসীর অভিমত কম্পিউটার রুমে শটসার্কেল থেকে আগুন লাগতে পারে। খবর পেয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছুটে আসেন। তিনি জানান বিকাল চারটায় তারা সবাই স্কুল ছেড়ে চলে যান। তখন কোন কিছুই দেখতে পাননি।

এদিকে মঙ্গলবার গভীর রাতে বিশালগড় বাজারের ব্রিজ চৌমুহনিতে ৪ টি জুতার দোকান পুড়ে ছাই হয়ে যায়। বড়সর অগ্নিকাণ্ড থেকে রক্ষা পায় বিশালগড় বাজার। ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি গিয়ে পুরো বাজার রক্ষা করে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, মঙ্গলবার রাত একটার পর বিশালগড় বাজারের ব্রিজ চৌমুহনি জুতার দোকানে আগুন লাগে। একসঙ্গে চারটি দোকান দোকান রয়েছে দিলীপ রবিদাস বিজয় রবিদাস পঙ্কজ রবিদাস এবং রঞ্জিৎ রবিদাসের। চারটি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে যায়। বিশালগড় থানা থেকে ডিলহৌড়া দূরত্বে দোকান গুলোর অবস্থান। রাতে বাজারে পুলিশের হাযী। পাথারা থাকে। কিন্তু ফায়ার সার্ভিস খবর পায় চারটি দোকান পরেপূরি ভবীরাভূত হয়ে যাবার পর। তাহলে পুলিশের পাথারা কোথায় ছিল?

যদিও ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি তড়িঘড়ি ছুটে গিয়ে বাজারটা রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে। বড় ধরনের ঘটনা থেকে রক্ষা পায় বিশালগড় বাজার। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ক্ষুব্ধ বাজার বাবসায়ীরা। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন প্রায় ২০ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে। আগুন লাগার কারণ জানা যায় নি। বুধবার সকালে এসজিএম বিবি দাস ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা সফর করেন কথা বলেন ক্ষতিগ্রস্তদের সাথে।

মুখ্যমন্ত্রীর সকাশে বাংলাদেশের মন্ত্রী

আগরতলা, ১২ এপ্রিল : মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার সাথে বুধবার মুখ্যমন্ত্রীর সরকার বাসভবনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের বিদেশ প্রতিমন্ত্রী মো: শাহরিয়ার আলম এক সৌজন্যমূলক সাক্ষাতে মিলিত হন। সাক্ষাৎকারের সময় তাদের মধ্যে কুশল বিনিময় হয়। দু-দেশের পারস্পরিক সম্পর্ককে সুদৃঢ় করতে বিভিন্ন বিষয়ে তাদের মধ্যে আলোচনা হয়। সাক্ষাৎকারের সময় বাংলাদেশের সহকারী হাইকমিশনার আরিফ মোহাম্মদ সহ অন্যান্য আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

শিল্পী গিরীন্দ্র মজুমদার প্রয়াত: গভীর শোক

আগরতলা, ১২ এপ্রিল : সংগীত জগতের নক্ষত্র পতন। জীবনাবসান হল প্রখ্যাত শিল্পী গিরীন্দ্র মজুমদারে। বুধবার ভোরে এডভাইজার চৌমুহনির বাড়িতে প্রয়াত হয়েছেন। বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। তিনি বার্ষিকজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন। ১৯৪৬ সালের ১০ই জুলাই জির্জানীয়া এলাকার মোহনপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পেশাগতভাবে শিক্ষকতা করলেও সঙ্গীতের প্রতি তার বিশেষ ঠান ছিল। বিশেষভাবে খ্যাত ছিলেন কীর্তন, বাউল এবং শচীন কর্তার গানের জন্যে। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী প্রয়াত যতীন্দ্র মজুমদারের ভাই। ২০১৫ সালে সংগীত ও সংস্কৃতি চর্চায় তার অসামান্য অবদানের জন্য রাজ্য সরকারের তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর তাকে শচীন দেববর্মণ স্মৃতি পুরস্কারে ভূষিত করেছিল। তিনি একাধারে শিক্ষক, পাঠক,বেতার শিল্পী ও দূর দর্শনের শিল্পী ছিলেন। তার মৃত্যুতে রাজ্যের শিল্পী মহল শ্রদ্ধা ও সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন। মৃত্যুকালে তিনি দ্বী পুত্র, কন্যাসহ বহু আত্মীয় পরিজন রেখে গেছেন।

ছেলে বহিরাংজা থাকেন। মৃত্যুর খবর পেয়ে বাড়ি এলে তাদের মোহনপুরের গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় মরদে। সেখানেই শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে।

আরও নতুন কোর্স চালু হচ্ছে ত্রিপুরা ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি।। আগরতলা, ১২ এপ্রিল : আসন্ন শিক্ষাবর্ষে আরও কিছু নতুন কোর্স চালু হচ্ছে ত্রিপুরা ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ে। বুধবার আগরতলা সেন্স ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তারা এই খবর জানিয়েছেন। এই প্রতিষ্ঠানের সফলতার নানা দিকও তুলে ধরেন তারা।

কর্মকর্তারা জানান, ত্রিপুরা ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাবর্ষ ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের জন্য নতুন পেশাদারী কোর্স চালু করেছে। এগুলি হল কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং-এ মাস্টার্স অফ টেকনোলজি এবং স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ এমএটেক, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, মেশিন লার্নিং, ব্লাউড কম্পিউটিং, সাইবার সিকিউরিটি ইত্যাদিতে বিশেষীকরণসহ কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং-এ বি এফ।

তারা জানান, মর্যাদা যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, শ্রীলঙ্কা এবং বাংলাদেশের সাথে ৬টি আন্তর্জাতিক মৌ সাক্ষর করেছে এবং ৭৩ টি জাতীয় বিভিন্ন মর্যাদাপূর্ণ প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে মৌ সাক্ষর করেছে ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়।

সতর্ক করলেন ইয়েচুরি

লোকসভা ভোট নজরে রেখেই মেরুকরণ তীব্র করছে বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি।। কলকাতা, ১২ এপ্রিল: আগামী বছরের লোকসভা নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে বিজেপি সারা দেশে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ তীব্র করতে ঝাঁপিয়েছে বলে সতর্ক করলেন সিপিআই(এম)’র সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি। এই সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে পরাস্ত করে দেশ ও দেশবাসীকে বাঁচাতে সিপিআই(এম)’র পক্ষ থেকে দেশপ্রেমিক সব শক্তিকে এগিয়ে আসার আহবান জানিয়ে ইয়েচুরি বলেছেন, ভারতের ভবিষ্যৎকে রক্ষার জন্য বাম গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ সবাইকে এখনই একজোট হতে হবে। মঙ্গলবার ও বুধবার সিপিআই(এম)’র রাজ্য কমিটির সভায় উপস্থিত ছিলেন সীতারাম ইয়েচুরি। সভার পরে পার্টির রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমকে সঙ্গে নিয়ে এদিন সাংবাদিক বৈঠক করেছে ইয়েচুরি। তিনি বলেছেন, রাজনৈতিক এবং নির্বাননি ফায়দা তুলতে এবারের রামনবমীকে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের লঞ্চিং প্যাড হিসাবে ব্যবহার করেছে বিজেপি। সংখ্যালঘুদের আক্রমণের জন্য ব্যবহার করেছে যাতে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও মেরুকরণ তীব্র হয়। এটা দেশের পক্ষে বিপজ্জনক। এর আগে এভাবেই যোগক্ষা, লাভ জেহাদ ইত্যাদির কথা বলে সংখ্যালঘুদের উপরে আক্রমণ চালিয়েছে।

অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন আমেরিকায় গিয়ে সাফাই গেয়ে বলেছেন যে, ভারতের বাস্তবতা অনারকম, সংখ্যালঘুরা আক্রান্ত হলে তাদের জনসংখ্যা বাড়ছে কী করে! সীতারাম ইয়েচুরি এর নিন্দা করে বলেছেন, সংখ্যালঘুদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি মোটেই জাতীয় গড়ের বেশি নয়, স্বাভাবিকতার মধ্যেই তা রয়েছে। কিন্তু একথা বলার মধ্য দিয়ে ঘৃণা ও পনিবৈশিষ্ট মানসিকতার প্রকাশ করেছেন অর্থমন্ত্রী। ব্রিটিশ সরকারের নীতির কারণে ১৯৪৩ সালের বাংলার মন্সসুরের সময় সমালোচনা এড়াতে চার্লিস বলেছিলেন, ‘ক্ষুধায় মানুষের মৃত্যু সতি হলে ইদুরের মতো জনসংখ্যা বাড়ছে কী করে!’ নির্মলা সীতারামনও সেই চার্লিসের মতোই মনোভাব প্রকাশ করেছেন।

সাম্প্রদায়িক আক্রমণের পাশাপাশি ভারতের মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে, রাজনৈতিক গণতান্ত্রিক অধিকারে মোদি সরকার কীভাবে আক্রমণ নামিয়ে এনেছে তার উল্লেখ করে ইয়েচুরি বলেছেন, দারিদ্র্য নিয়ে ২০১৭-১৮ সালের জাতীয় নমুনা সমীক্ষার রিপোর্ট সরকার প্রকাশ করেনি। বেসরকারি সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে মানুষের প্রকৃত আয় এক জায়গায় আটকে গেছে, পণ্য ও পরিষেবা ক্রয় কমছে, দারিদ্র্য বাড়ছে মোদি জমানায়। গত ৮ বছরে সমাজের নিচের দিকে প্রকৃত আয় ৫৩ শতাংশ কমছে, আর উপরের দিকে আয় বেড়েছে ৩৯ শতাংশ। ধনীরা আরও ধনী হয়েছে, গরিবরা আরও গরিব, এটাই মোদির শাইনিং ইতিহাস। দারিদ্র্য বাড়ছে, মুদ্রাস্ফীতি বাড়ায় সমস্যা আরও বাড়ছে। অর্থনীতির এই গতিমুখ উলটে দিতে সংগ্রাম করতে হবে। এরজনাই গত ৫ এপ্রিল দিল্লির বৃকে কিবান মজদুর সংগ্রাম দেখা গিয়েছে, সেই সংগ্রামকে আরও তীব্র করতে হবে। মোদি সরকার কৃষক এবং শ্রমিকদের সঙ্গে প্রতারণা করছে।

গণতন্ত্রের উপরে আক্রমণের উল্লেখ করে ইয়েচুরি বলেছেন, সরকারের বাইরের স্বাধীন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে খর্ব করা হচ্ছে। ১৯৫২ সালের পরে এই লোকসভায় অধিবেশন সংক্ষিপ্ততম হয়েছে। বিচারবিভাগকে সরকারের তরফে আক্রমণ করে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। রাজ্যপাল, হিভি, সিবিআই ইত্যাদির অপব্যবহার করে দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে ভেঙে ফেলা হচ্ছে।

স্বাধীন কষ্টধর দমন করতে মিডিয়ার উপরেও আক্রমণ

হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন ইয়েচুরি। তিনি বলেছেন, কোন সংবাদ মিথ্যা, কোনটা প্রকাশ করা যাবে না সেটা ঠিক করে দেওয়ার কর্তৃপক্ষ হবে সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো? এতো প্রেস সেন্সরশিপ! স্বৈরতন্ত্রে এসব চলে। ইতিহাসের পাতাগুলি বদলে দেওয়া হচ্ছে, মোঘল শব্দ যেভাবে বাদ দেওয়া হচ্ছে তাতে ‘মুঘল ই আজম’ সিনেমার নাম পালটে তো এবার ‘ই আজম’ করতে হবে, হলদিয়াটের যুদ্ধ হয়েছিল কিনা তা চাপা পড়ে যাবে! বিবক্তিকর এই সব কাণ্ডকারখানার পিছনে সেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কাজ করছে যে উদ্দেশ্যে ভারতের ইতিহাস থেকে গান্ধিজি এবং গান্দি হত্যাকারীর নামও মুছে দেওয়া হচ্ছে।

এই রাজনীতির বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করে জনপ্রিয় আন্দোলনের চাপ তৈরি করার ডাক দিয়েছেন ইয়েচুরি। সেই সঙ্গে বলেছেন, কর্পোরেট কমিউনাল আঁতাতে দেশে লুট চলেছে। ভারতের জীবন বিমা নিগমে জনগণের সঞ্চিত টাকায় আদানির গোষ্ঠীর পতন বাঁচাতে শেয়ার কেনা হচ্ছে। আদানিকাণ্ডে আমরা যৌথ সংসদীয় কমিটির তদন্ত দাবি করেছিলাম। এই কমিটি তৈরি হলে তাতে বিজেপি’রই সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য থাকতো, চেয়ারম্যানও বিজেপি’রই হতো। তা সত্ত্বেও কোনও সভা প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার ভয়ে যৌথ সংসদীয় কমিটি গঠন করতে রাজি নন প্রধানমন্ত্রী।

বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের সঙ্গে বৃহস্পতিবারই দিল্লিতে আলোচনায় বসবেন সীতারাম ইয়েচুরি। সাম্প্রদায়িক ও জনবিরোধী বিজেপি সরকারের সামগ্রিক মোকাবিলায় বিজেপি বিরোধী সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সিপিআই(এম) কথা বলছে বলে জানিয়েছেন ইয়েচুরি। তিনি বলেছেন, আমবাচাই প্রতিটি রাজ্যে বিজেপি বিরোধী ভোটার বিভাজন সর্বনিম্ন করে বিজেপি বিরোধী জোট সর্বোচ্চ একত্রিত করে বিজেপি’র পাকায় নিশ্চিত করতে। কিন্তু এটা করতে হবে প্রতিটি রাজ্যভিত্তিক নির্দিষ্ট রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনুসারে। এরপর নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতিতে জাতীয় স্তরে বিজেপি বিরোধী জোট গঠিত হবে। বিহারে মহাগণদন্দনে কংগ্রেস আরজেডি এবং বামেরা ছিল, আগামী লোকসভা নির্বাচনে জেডি(ইউ) তাতে যুক্ত হবে।

সারা দেশে যে একই ধাঁচে বিজেপি বিরোধী নির্বাচনি একা হবে না, বরং রাজ্যভিত্তিক নির্দিষ্ট পরিস্থিতি অনুযায়ী করাই জরুরি তা বোঝাতে ইয়েচুরি বলেছেন, বিজেপি বিরোধিভা়ায় থাকলেও অনেক রাজ্যেই একাধিক আঞ্চলিক দল পরস্পর বিরোধিতায় আছে। আবার কেেরালায় কংগ্রেসের সঙ্গে বামদের লড়াই আছে। বিজেপি’কে জয়গা না দিয়ে পরাস্ত করতে পারলে নির্বাচনোত্তর সরকার গঠনে এতে কোনও সমস্যা হবে না। ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০৪ সালে তার উদাহরণ আছে। ২০০৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে বামপন্থীরা ৬১ আসনে জিতেছিল যার মধ্যে ৫৭টিতেই পরাস্ত করেছিল কংগ্রেসকে। কিন্তু বাম সাংসদরা সবাই নির্বাচনের পরে মরামোনে নিংয়েরে নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকারাচ্ছেই সমর্থন করেছিল দেশের স্বার্থে। দেশের স্বার্থে বিজেপি বিরোধিতায় দায়বদ্ধতাটিই আসল কথা।

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি’র নেতারা তৃণমূলকে হারাতে বামপন্থীদের পাশে চাইছে বলে সাংবাদিকরা জানালে ইয়েচুরি বলেন, ওরা যাই বলুক, মানুষকে বিভ্রান্ত করতে বলছে। উদ্দেশ্যপূরণের জন্য যে কোনও মিথ্যা প্রচার ওরা করতে পারে। কিন্তু আমাদের কথা স্পষ্ট, বিজেপি’র সঙ্গে যাওয়ার কোনও প্রশ্নই উঠে না, দেশহিঁতে বিজেপি’কে পরাস্ত করতে হবে।

